প্রভাত সঙ্গীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ছয় আনা

প্রভাত সঙ্গীত

আহ্বান সঙ্গীত

ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে',
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস্ বসে' !
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা !
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস্
হাহুতাশ করে' সারা,
কোণে বসে' শুধু ফেলিস্ নিশাস,
ঢালিস্ বিষের ধারা !
জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল,
ফুটিতে নারিল আর,

প্রভাত সঙ্গীত

প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
ঝরে না শিশির ধার।
জড়িত কুঞ্চিত বলিত হৃদয়ে
পশে না রবির কর,
নয়নে তাহার আলোক সহে না
জোছনা দেখিলে ডর।
কালো কীট ওরে শুধু তোরে নিয়ে
মরণ পুষিছে প্রাণে,
অশ্রুকণা তোর জ্বলিতেছে তার
মরমের মাঝখানে।
ফেলিস্ নিশাস, মরুর বাতাস,
জ্বলিস্ জ্বালাস কত,
আপন জগতে আপনি আছিস্
একটি রোগের মত।
হৃদয়ের ভার বহিতে পারে না,
আছে মাথা নত করে,
ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফল,
শুকায়ে পড়িবে মরে'।
তুই শুধু সদা কাঁদিতে থাকিবি
মৃত জগতের মাঝে,
আঁধারের কোণে ঘুরিয়া বেড়াবি
কি জানি কিসের কাজে!
আঁধার লইয়া হুতাশ লইয়া
আপনে আপনি মিশে,

জরজর হয়ে মরিয়া রহিবি
নিজের নিশাস বিষে।
বাহিরে গাহিবে মরণের গান
শুকান' পল্লব গুলি,
জগতের সাথে ভূতলে পড়িয়া
ধূলিতে হইবি ধূলি।

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
কেবলি বিষাদ শ্বাস,
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস!
মাথা অবনত, আঁখি জ্যোতিহীন,
শরীর পড়েছে নুয়ে,
জীর্ণ শীর্ণ তনু ধূলিতে মাথান
অলস পড়িয়া ভূঁয়ে!
নাই কোন কাজ—মাঝে মাঝে চাস্
মলিন আপনা পানে,
আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস্ আপন কানে!
দিবস রজনী মরীচিকা-সুরা
কেবলি করিস্ পান!
বাড়িতেছে তৃষা—বিকারের তৃষা
ছটফট করে প্রাণ।

দাও দাও বলে' সকলি যে চাস্,
জঠর জ্বলিছে ভূখে,
মুঠি মুঠি ধূলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পূরিস্ মুখে।
নিজের নিশ্বাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।
ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
শব্দ শুনিলে ডর'—
বাহু পসারিয়া চলিতে চলিতে
নিজেরে আঁকড়ি ধর'।
মুখেতে রেখেছ আঁধার গুঁজিয়া,
নয়নে জ্বলিছে রিষ,
সাপের মতন কুটিল হাসিটি,
দশনে তাহার বিষ।
চারিদিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই
কীটের অধম কীট।
আজিকে বারেক ভ্রমরের মত
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেনরে শুকায়ে যায়।

বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে কথা,
তবে সে খুলিবে প্রাণ।
অতি ধীরে ধীরে ফুটিবে দল,
বিকশিত হয়ে উঠিবে হাস,
অতি ধীরে ধীরে উঠিবে আকাশে
লঘু পাখা মেলি খেলিবে বাতাসে
হৃদয় খুলানো, আপনা ভুলানো,
পরাণ মাতান' বাস।
পাগল হইয়া মাতাল হইয়া
কেবলি ধরিবি রহিয়া রহিয়া
গুন্ গুন্ গুন্ তান।
প্রভাতে গাহিবি, প্রদোষে গাহিবি,
নিশীথে গাহিবি গান।
দেখিয়া ফুলের নগন মাধুরী,
কাছে কাছে শুধু বেড়াইবি ঘুরি,
দিবানিশি শুধু গাহিবি গান।
থর থর করি কাঁপিবে পাখা
কোমল কুসুম রেণুতে মাখা,
আবেগের ভরে দুলিয়া দুলিয়া
থর থর করি কাঁপিবে প্রাণ।
কেবলি উড়িবি, কেবলি বসিবি

কভু বা মরম মাঝারে পশিবি,
আকুল-নয়নে কেবলি চাহিবি
কেবলি গাহিবি গান।
অমৃত স্বপন দেখিব কেবল
করিবিরে মধুপান।
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
কাননে ছুটিবে বায়,
চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী
উথলি উথলি যায়।
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মর মর মৃদু তান,
চারি দিক হতে কিসের উল্লাসে
পাখীতে গাহিবে গান!
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
গাবে তারা কল কল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
হরষের কোলাহল।
কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা,
কোথাও বা সুখ গান,
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
আকুল পরাণে নয়ান মুদিয়া
অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
করিবিরে মধুপান।

ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
ভুলে যাবি তোর গান।
মোহ লাগিবেরে নয়নেতে তোর,
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি, তাহারে হেরিয়া
মজিয়া রহিবে প্রাণ।
ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখী
এখনো যে পাখী জাগেনি,
মহান্ আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
উঠিবে বিভাস রাগিণী।
জগত-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুলা হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি !
উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
অসীন পথের পথিক হইয়া
সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া
আকুল হইয়া চায়,
যেমন, বিভোর চকোরের গান,
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান,
চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া
মেঘেতে হারায়ে যায়।
মুদিত নয়ান, পরাণ বিভল
স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল,

জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগত-অতীত গান ;
তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে মগন প্রাণ !
জগৎ বাহিরে যমুনা-পুলিনে
কে যেন বাজায় বাঁশি,
স্বপন সমান পশিতেছে কানে
ভেদিয়া নিশীথ রাশি ;
উদাস জগৎ যেতে চায় সেথা
দেখিতে পেয়েছে পথ,
দিবস রজনী চলেছেরে তাই
পূরাইতে মনোরথ ।
এ গান শুনিনি এ আলো দেখিনি,
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরাণ পূরিয়া
করেনিরে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে
কখন করিনি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ ।
দেখ্‌রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্‌রে কি গান গায় !

প্রভাত সঙ্গীত

জগৎ ব্যাপিয়া, শোন্‌রে, সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়,
কেহবা আগেতে কেহবা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়।
অসীম আকাশে, স্বাধীন পরাণে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরাণ নাচিয়া ওঠে।
তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!
তুই শুধু ওরে করিস রোদন
ফেলিস দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া, আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত,
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত!
আর কত দিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়!

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ
কি গান গাইল রে !
অতিদূর—দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে !
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া,
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।
আজি এ প্রভাতে সহসা কেনরে
পথহারা রবি কর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের পর।
বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
প'ড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক রেখা।
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।

আজি এ প্রভাতে কি জানি কেনরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ !
জাগিয়া, দেখিনু চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ !

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি র'য়েছি বাঁধা !
র'য়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে !
গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর।
দূর—দূর—দূর হ'তে ভেদিয়া আঁধার কারা,
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা।
ঘুমায়ে দেখিরে যেন স্বপনের মোহ মায়া,
পড়েছে প্রাণের মাঝে একটি হাসির ছায়া।
তারি মুখ দেখে দেখে, আঁধার হাসিতে শেখে,
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান ;
শিহরি উঠেরে বারি, দোলেরে-দোলেরে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি, দোলেরে—দোলেরে হাসি,

দোলেরে প্রাণের পরে আশার স্বপন মম,
দোলেরে তারার ছায়া সুখের আভাস সম।
প্রণয়-প্রতিমা যবে স্বপনে দেখেরে কবি,
অধীর সুখের ভরে কাঁপে বুক থর থরে,
কম্পমান বক্ষ পরে দোলে সে মোহিনী ছবি ;
দুখীর আঁধার প্রাণে সুখের সংশয় যথা,
দুলিয়া দুলিয়া সদা মৃদু মৃদু কহে কথা ;
মৃদু ভয়, কভু মৃদু আশ,
মৃদু হাসি, কভু মৃদু শ্বাস।
বহুদিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তান,
দোলেরে প্রাণের মাঝে, দোলেরে আকুল প্রাণ ;
আধ' আধ' জাগিছে স্মরণে,
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে।
তেমনি তেমনি দোলে, তারাটি আমার কোলে,
করতালি দিয়ে বারি কল কল গান গায়,
দোলায়ে দোলায়ে যেন ঘুম পাড়াইতে চায়।

মাঝে মাঝে একদিন আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো।
আঁধার সলিল পরে ঝর ঝর বারি ঝরে
ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি অবিরল,
বরষার দুখ কথা, বরষার আঁখি জল।
শুয়ে শুয়ে আনমনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই গুণি,

তারি সাথে মিলাইয়া কল কল গান গাই,
ঝর ঝর কল কল দিন নাই, রাত নাই।
এমনি নিজেরে ল'য়ে রয়েছি নিজের কাছে,
আঁধার সলিল পরে আঁধার জাগিয়া আছে।
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।

(আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি,
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়

কোথায় কারার দ্বার।)
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া,
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া
উঠে শূন্য পানে পড়ে আছাড়িয়া
করে শেষে হাহাকার।
(প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,)
আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়।
(কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর;
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর।)

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?

একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন।
জগত দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।
আমি—ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি—ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ বহে' যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।

এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

রবি শশি ভাঙি গাঁথিব হার
আকাশ আঁকিয়া পরিব বাস।
সাঁঝের আকাশে করে গলাগলি,
অলস কনক জলদ রাশ,
অভিভূত হয়ে কনক-কিরণে
রাখিতে পারেনা দেহের ভার।
যেনরে বিবশা হয়েছে গোধূলি,
পূরবে আঁধার বেণী পড়ে খুলি,
পশ্চিমেতে পড়ে খসিয়া খসিয়া
সোনার আঁচল তার।
মনে হবে যেন সোনা মেঘগুলি
খসিয়া পড়েছে আমারি জলে,
সুদূরে আমারি চরণ তলে।
আকুলি বিকুলি শত বাহু তুলি
যতই তাহারে ধরিতে যাব
কিছুতেই তারে কাছে না পাব।
আকাশের তারা অবাক হবে,
সারাটি রজনী চাহিয়া রবে
জলের তারার পানে।

না পাবে ভাবিয়া এল কোথা হতে,
নিজের ছায়ারে যাবে চুম খেতে
হেরিবে স্নেহের প্রাণে।
শ্যামল আমার দুইটি কূল,
মাঝে মাঝে তাহে ফুটিবে ফুল।
খেলাছলে কাছে আসিয়া লহরী
চকিতে চুমিয়া পলায়ে যাবে,
শরম-বিভলা কুসুম-রমণী
ফিরাবে আনন শিহরি অমনি,
আবেশেতে শেষে অবশ হইয়া
খসিয়া পড়িয়া যাবে।
ভেসে গিয়ে শেষে কাঁদিবে সে হায়
কিনারা কোথায় পাবে!
মেঘ গরজনে বরষা আসিবে,
মদির-নয়নে বসন্ত হাসিবে,
বিশদ-বসনে শিশির-মালা
আসিবে সুধীরে শরত বালা।
কূলে কূলে মোর উছলি জল,
কুলু কুলু ধোবে চরণতল।
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
বিমল-গগনা, বিভোর নগনা,
পূরণিমা নিশি জোছনা-মগনা;
ঘুম-ঘোরে কভু গাহিবে কোকিল,

দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি।
দূর হতে আসে ফুলের বাস,
মুরছিয়া পড়ে মলয় বায় ;
দুরু দুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।

এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে।
(ওরে) অগাধ বাসনা, অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই !
জাগিয়াছে সাধ—চরাচর ময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই !
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই !

কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।
অহো কি মহান সুখ অনন্তে হইতে হারা,

মিশাতে অনন্ত প্রাণে, অনন্ত প্রাণের ধারা !
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন !
পৃথিবীরে বুকে লয়ে সমুদ্র একেলা বসি
অসীম প্রাণের কথা কহিতেছে দিবানিশি,
আপনি জানেনা যেন,
আপনি বুঝেনা যেন,
মহাসিন্ধু ধ্যানে বসি, আপনি উঠিছে বাণী ;
কেহ শুনিবার নাই—নাই কোথা জনপ্রাণী।
কেবল আকাশ একা দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা,
নীরব শিষ্যের মত শুনিছে মহান্ কথা।
কি কথারে—কি কথা সে—শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ,
একেলা কবির মত গাহিছে কিসের গান !
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, দিন নাই রাত্রি নাই,
সঙ্গী নাই, জনপ্রাণী নাই,
একাকী চরণ প্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই।
আসিবে গভীর রাত্রি আঁধারে জগত ঢাকি
দিশাহারা অন্ধকারে মুদিয়া রহিব আঁখি।
স্তব্ধতার প্রাণ উঘাটিয়া
ভেদি সেই অন্ধকার ঘোর
কেবলি সে একতান
সমুদ্রের বেদগান
সারারাত্রি অবিশ্রাম পশিবে শ্রবণে মোর।
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,

"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয় !

পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,

বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,

সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,

জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,

আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা !"

আমি যাব'—আমি যাব'--কোথায় সে, কোন্ দেশ—

জগতে ঢালিব প্রাণ,

গাহিব করুণা গান ;

উদ্বেগ-অধীর হিয়া

সুদূর সমুদ্রে গিয়া

সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।

ওরে চারিদিকে মোর,

এ কি কারাগার ঘোর !

ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর !

(ওরে আজ) কি গান গেয়েছে পাখী,

এয়েছে রবির কর !

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি !
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখী, বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন্, পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে,
পরাণে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে "ঘুমো ঘুমো !"
আনত দুনয়ানে চাহিয়া মুখ পানে
বাছার চাঁদ মুখে খেতেছে শত চুমো।
পুলকে পুরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর।
এসেছে রবি শশি এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরাণ পূরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর।

প্রভাত হল যেই কি জানি হল এ কি!
আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি!
প্রভাত বায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরম মাঝে মোর কি জানি কি যে হয়!
এস হে এস কাছে সখাহে এস কাছে—
এসহে ভাই এস, বস হে প্রাণ-ময়!
পূরব মেঘ মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়;
যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে;
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

আয়রে আয় বায়ু যা'রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে,
সাগরপারে গিয়ে পূরবে যাবি মিশে;
লইবি পথ হতে পাখীর কলতান,
যুঁথীর মৃদু শ্বাস মালতী মৃদু বাস,
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ!

পাখীর গীত ধার ফুলের বাস-ভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর।
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি ব'য়ে ;
ধরার চারিদিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে !
আয় রে মেঘ, আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যারে।
কনক পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ পারাবারে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।
প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে।

জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান।

কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসোনা তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখ পানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।
নিজের গলা হতে কিরণ মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগত চরাচরে।

অনন্ত জীবন

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে।
এ আমার গানগুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চিরদিন,
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।

তা' বলে নয়নে কেন ওঠে অশ্রুজল—
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ বসে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্‌নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ।

একবার ভেবে দেখ্—ভেবে দেখ্ মন
পৃথিবীতে পাখী কেন গায় ;
জাগিয়া দেখে সে চেয়ে প্রভাত কিরণ
আকাশেতে উথলিয়া যায় ;
অমনি নয়নে ফোটে আনন্দের আলো,
কণ্ঠ তুলি মনের উচ্ছ্বাসে
সঙ্গীতনির্ঝরস্রোতে ঢেলে দেয় প্রাণ—
ঢেলে দেয় অনন্ত আকাশে।
কনক মেঘেতে যেন খেলাবার তরে
গানগুলি ছুটে বাহু তুলি
প্রিয়তমা পাশে বসি—বুকের কাছেতে
ঘেঁসে আসে ছোট ছানাগুলি।

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত !

আজ যবে জ্বলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুম কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর!
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙিয়াছে ঘুম,
পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,
নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরাণেতে প্রেম জাগিয়াছে!

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন্ মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বল' রাখিবে তাহা মনে;
তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে?
যা হবে তা হবে মোর, কিসের ভাবনা,
রাখি শুধু মুহূর্ত্তের আশ,

আনন্দ সাগরে সেই হইয়া একটি ঢেউ
মুহূর্ত্তেই পাইব বিনাশ।
প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতিদিন ঝ'রে প'ড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্ত্তে ফুরায়।
প্রতিদিন কত শত পাখী গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায়।
ভেসে যায় শত ফুল, ভেসে যায় বাস,
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ!
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সঙ্গীতের প্রাণে!
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এই খানে।
তোরি মত রহিবে সে পূরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে উষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস।
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখী,
একেকটি সঙ্গীতের কণা,
তা' বলিয়া—যত দিন রবি শশি আছে
জগতের গান ফুরাবে না;
তবে আর কিসের ভাবনা!

গা'রে গান প্রভাত-কিরণে !
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে বসে শোনে।

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায় !
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ !
মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জাননা ত কোথায় তা যায়
আকাশের সাগর সীমায় !
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীতরাজ্য হতেছে সৃজন,
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন।
আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ।
করিব গানের মাঝে বাস,
লইব রে গানের নিশ্বাস,

ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস।

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
প্রাণপণে ভালবাসা ক'রে সমর্পণ
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয়।
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ।
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন।
কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
স্নেহমাখা নত দুনয়ান;
দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—

কত কি যে দেখেছিনু হয়ত সে সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি !
তা' বলে নাহি কি তাহা মনে ?
ছবি গুলি মেশেনি জীবনে ?
স্মৃতির কণিকা তা'রা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর।
হয়ত অনেক দিন, দেখেছিনু ছবি এক
দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে—
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সবারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে।
হয়ত অনেক দিন শুনেছিনু পাখী এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি।
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা' কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জল রাশি,

চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে,
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে।
পৃথ্বি হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহাসাগর উদ্দেশে ;
আমারা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে
সাগরে পড়িব অবশেষে।
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় করে
কেনরে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান !
গান গা' পাখীর মত, ফোট্‌রে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আয় তোর গান গুলি !

মিশিবি সে সিন্ধুজলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে র'বি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান!

অনন্ত মরণ

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

যতটুকু বর্ত্তমান, তারেই কি বল প্রাণ?
সে ত শুধু পলক নিমেষ!
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে র'য়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ!
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে' গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে।

এক মুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে,
মরণের সমষ্টি কেবল?

একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ,
নাম নিয়ে এত কোলাহল !
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে,
নক্ষত্রের কিরণ নিবাসে।

ভাবিতেছি কল্পনায়, কত কাল গেছে চলে,
বয়ক্রম সহস্র বরষ,
মরণের স্তরে স্তরে অতি দীর্ঘ—দীর্ঘ প্রাণ,
কোন্ শূন্য করেছে পরশ !
হয়ত গিয়েছি আমি কত শত গ্রহ ছুঁয়ে
বৃহস্পতি গ্রহের মাঝারে,
জীবনের একপ্রান্ত রয়েছে পৃথিবী মাঝে
শেষ প্রান্ত বৃহস্পতি পারে।
শুধু দেখিতেছি চেয়ে সুদীর্ঘ জীবন ক্ষেত্রে,
অতীতের দিগন্তের পানে,
অতিক্ষীণ দেখা যায় পৃথিবী জ্যোতির কণা
জড়িত রয়েছে সেইখানে।
তারি পানে কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে—
হয়ত সহসা কি কারণে,
আজিকার যে মুহূর্ত্তে এত কথা ভাবিতেছি
এ মুহূর্ত্ত পড়িবে স্মরণে।
পৃথিবীর কত খেলা, পৃথিবীর কত কথা,
পরাণেতে বেড়াইবে ভেসে,

পৃথিবীর সহচর না জানি কোথায় তারা
গেছে কোন্ তারকার দেশে !
হয়ত পড়িবে মনে, পৃথিবীর প্রান্তে বসি
গেয়েছিনু যে কয়টি গান,
সে গানের বিম্বগুলি হয়ত এখনো ভাসে
ধরার স্রোতের মাঝখান ।

সহস্র বরষ পরে, সেই গ্রহ মাঝে বসি,
না জানি গাহিব সে কি গান !
কি অনন্ত মন্দাকিনী না জানি ছুটিবে, যবে
খুলে যাবে সে বিশাল-প্রাণ !
মরণের সঙ্গীত মহান্ !
হয়ত বা সে নিশীথে কাব এক পৃথিবীতে
চেয়ে আছে মোর গ্রহ পানে ;
কি মহা সঙ্গীত ধারা গ্রহ হতে গ্রহে ঝরি
পশিবেক তাহার পরাণে ।
বিস্ফারিত করি আঁখি শিহরিত কলেবরে
শুনিবে সে আধ-শোনা গান,
কত কি উঠিবে মনে ব্যক্ত করিবার তরে
আকুল ব্যাকুল হবে প্রাণ ।
আপনার কথা শুনে আপনি বিস্মিত হবে,
চাহিয়া রহিবে অবিরত
নিদ্রাহীন স্বপ্নটির মত ।

নয়নে পড়িবে অশ্রুজল,
বুঝিবেনা, শুনিবে কেবল।

মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কতনা আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশি,
যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।

কবেরে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব জগতে জগতে!
আমার মরণ ডোর দিয়ে
গেঁথে দেব জগতের মালা,
রবি শশি একেকটি ফুল,
চরাচর কুসুমের ডালা।
তোরাও আসিবি ভাই, উঠিবিরে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন।
আমাদের মরণের জালে

জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
এ অনন্ত আকাশ সাগরে
দশ দিক রহিব ঘেরিয়া।
পড়িবে তপন তায়, চন্দ্রমা জড়ায়ে যাবে,
পড়িবেক কোটি কোটি তারা
পৃথ্বী কোথা হ'য়ে যাবে হারা !
আয় ভাই সব যাই ভুলি,
সকলে করিরে কোলাকুলি !
সে কিরে আনন্দ মহোৎসব,
জগতেরে ফেলিব ঘেরিয়া,
আমাদের মরণের মাঝে
চরাচর বেড়াবে ঘুরিয়া !

জয় হোক্ জয় হোক্ মরণের জয় হোক্
আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ !
এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু
লইলাম তোমার শরণ,
এস তুমি এস কাছে, স্নেহ কোলে লও তুমি
পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,
আমাদের করহে পালন !
বাড়িব তোমার স্নেহে, নব বল পাব দেহে,
ডাকিব হে জননী বলিয়া,

প্রভাত সঙ্গীত

তোমার অঞ্চল ধরি জগতের খেলা ঘরে,
অবিরাম বেড়াব খেলিয়া !
হেথা নাবি হোথা উঠি করিব রে ছুটাছুটি,
বেড়াইব তারায় তারায়,
সুকুমার বিদ্যুতের প্রায় ।
আনন্দে পূরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব,
কার নিমন্ত্রণে মোরা, মহা যজ্ঞে এসেছিরে
উঠেছে বিপুল কলরব !

যে ডাকিছে ভাল বেসে, তারে চিনিস্‌নে শিশু ?
তার কাছে কেন তোর ডর,
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ ত নহে তোর পর !
আয় তারে আলিঙ্গন কর,
আয়, তার হাত খানি ধর !

পুনর্ম্মিলন

কিসের হরষ কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল !
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর এক দিন ।

সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে ;—
সারি সারি নারিকেল বাগানের একপাশে,
বাতাস আকুল করে আম্র মুকুলের বাসে।—
পথ পাশে দুই ধারে
বেল ফুল ভারে ভারে
ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসির প্রায়—
বাগানে পা দিতে দিতে
গন্ধ আসে আচম্বিতে,
নরগেশ কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায়।
মাঝেতে বাঁধানো বেদী, জুঁই গাছ চারি ধারে ;-
সূর্য্যোদয় দেখা দিত প্রাচীরের পর পারে।
নবীন রবির আলো,
সে যে কি লাগিত ভাল !
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত ঝরে,
প্রভাত ফুলের মত ফুটায়ে তুলিত মোরে।

এখনো সে মনে আছে
সেই জানালার কাছে
বসে' থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে।
অনন্ত আকাশ নীল,
ডেকে চলে' যেত চীল,
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণস্বরে।

পুকুর গলির ধারে,
বাঁধাঘাট এক পারে,
কত লোক যায় আসে, স্নান করে তোলে জল ;
রাজহাঁস তীরে তীরে
সারাদিন ভেসে ফিরে,
ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল ।
পূর্ব্বধারে বৃদ্ধবট
মাথায় নিবিড়জট,
ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময় ।
আঁকড়ি শিকড়-মুঠে
প্রাচীর ফেলেছে টুটে',
খোপেখাপে ঝোপেঝাপে কত না বিস্ময় ভয় !
বসি শাখে পাখী ডাকে সারাদিন একতান,
চারিদিক স্তব্ধ হেরি' কি যেন করিত প্রাণ !
মৃদু তপ্ত সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সেই সমীরণস্রোতে, কত কি আসত ভেসে ।
কোন্ সমুদ্রের কাছে
মায়াময় রাজ্য আছে,
সেথা হতে উড়ে আসে পাখীর ঝাঁকের মত
কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত ।

আরেকটি ছোট ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে' আছে ফলেফুলে ।

বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
জাহ্নবী প্রবাহ পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।
ছায়া কাঁপে আলো কাঁপে ঝুরু ঝুরু বহে যায়—
ঝর ঝর মর মর পাতা ঝরে' পড়ে' যায়।
সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্যে কত দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর—
কত ছোট ছোট গ্রাম
নূতন নূতন নাম,
অভ্রভেদী শুভ্র সৌধ কত নব রাজপুর।
কত গাছ, কত ছায়া, জটিল বটের মূল—
তীরে বালুকার পরে,
ছেলেমেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল।
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব
কত দেশ, কত মুখ, কত কি দেখিতে পাব!
কোথা বালকের হাসি,
কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখীর গান।
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
মাঝী গেল গান গেয়ে,
কোথাও বা তীরে বসে' পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
আকাশেতে ভাসে মেঘ—আকাশেতে ওড়ে পাখী!

হয়ত বরষা কাল—ঝর ঝর বারি ঝরে,
পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে ;
থেকে থেকে ঝন ঝন,
ঘন বাজ বরিষণ,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।
বহিছে পূরব বায়,
শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধার-মুখী।

সেই—সেই ছেলেবেলা,
আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো—জননি গো—কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কি যে হল——কোথা যে গেলেম চলে !

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।

সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি, নাহি শশি, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক !
আমি শুধু একেলা পথিক।

তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন,
ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান,
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখী,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে।
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার পরে।
চারিদিকে বহে বায়ু, চারিদিকে ফুটে আলো,
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিক পানে চাই, চারিদিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ।
কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বলে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা,

কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়,
এ কি হেরি আনন্দের মেলা!
যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন।
ও কে হেথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কি শুনি অমিয়-বচন!
কেরে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস্ ভাঙা ভাঙা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর,
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারি ধারে।
বুঝেছি গো বুঝেছি গো—এতদিন পরে বুঝি,
ফিরে পেলে হারান' সন্তান!
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান!
তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে,
বারবার করে আলিঙ্গন,
আকাশ আনন্দভরে, আমার মাথার পরে
করিছে প্রভাত বরিষণ!
তাই বুঝি মেঘমালা পুরব দুয়ার হতে
স্নেহদৃষ্টে মোর মুখে চায়!

তাই বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাঝে
বারবার ডাকিছে আমায় !

ওই শোন পাখী গায়—শতবার করে' গায়,
ঐ দেখ ফুটে ওঠে ফুল।
আমি কে গো, জননি গো, আমারে হেরিয়া কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল !
ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পূরিল উল্লাসে।
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে,
মোরে কেন এত ভালবাসে ?
মরি মরি কচিহাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভাল,
প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে,
না ফুটিতে প্রভাতের আলো।
বায়ুভরে ঢলি ঢলি করিবিরে গলাগলি,
হেরিব তোদের হাসিমুখ,
তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উঘাটিয়া পরাণের সুখ।

ভালবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরাষনু অশ্রুবারিধারা।
ভ্রমিলাম দূরে দূরে—কে জানিত বল দেখি,
হেথা এত ভালবাসা আছে।

প্রভাত সঙ্গীত

যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকে ভালবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে।
মা আমার, আজ আমি কতশত দিন পরে
যখনি রে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, র'ব হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিবরে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভাল ; কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভাল বাসিবে যে কেহ।

প্রতিধ্বনি

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না!
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা।
তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া,
তোরে আমি ভাল বাসিয়াছি ;

তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি!
যখনি পাখীটি গেয়ে ওঠে,
অমনি শুনিয়ে তোর গান,
চমকিয়া চারিদিকে চাই,
কোথা—কোথা—কাঁদেরে পরাণ।
তখনি খুঁজিতে যাই কাননে কাননে,
ভ্রমি আমি গুহায় গুহায়,
ছুটি আমি শিখরে শিখরে,
হেরি আমি হেথায় হোথায়।
যখনি ডাকিরে তোরে কাতর হইয়া,
দূর হ'তে দিস্ তুই সাড়া,
অমনি সে দূর পানে যাই আমি ছুটে,
কিছু নাই মহাশূন্য ছাড়া।
অয়ি প্রতিধ্বনি,
কোথা তোর ঘুমের কুটীর!
কোথা তোর স্বপনের পাড়া!

চির কাল—চির কাল—তুই কিরে চিরকাল
সেই দূরে র'বি,
আধ' সুরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চির-কবি?
দেখা তুই দিবি না কি? না হয় না দিলি,
একটি কি পুরাবিনা আশ,

কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস।
অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার, নিদ্রার মর্ম্মর,
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত!
সেই খানে একবার বসাইবি মোরে;
সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিবরে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত,
তোর মুখে কেমন শুনায়।

তোরে আমি দেখিনি কখনো,
তবুও অতুল রূপরাশি
তোর আধ' কণ্ঠস্বর সম,
প্রাণে আধ' বেড়াইছে ভাসি!

তারে দেখিবারে চাই—তারে ধরিবারে চাই,
সেই মোরে করেছে পাগল,
তারি তরে চরাচরে সুখ শান্তি নাই
তারি তরে পরাণ বিকল।

জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি,
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে,
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
সে কি তোরি তরে ?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
কোথা বহে যায় !
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে
সে কি তোরি তরে !
বাতাসে সৌরভ ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
সে কি তোরি কথা ?
ফুলের সৌরভগুলি আকাশে খেলাতে এসে
বাতাসেতে হয় পথহারা,
চারিদিকে ঘুরে হয় সারা,
মা'র কোলে ফিরে যেতে চায়,
ফুলে ফুলে খুঁজিয়া বেড়ায় ;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি,

ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায় ?
আঁখি যেন কার তরে পথপানে চেয়ে আছে,
দিন গণি গণি,
মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি ;
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়,
নিরাশের হাসিটির প্রায় ।—
সৌন্দর্য্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া ?
এ কি তোরি ছায়া !

জগতের গানগুলি দূর দূরান্তর হ'তে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি পতঙ্গের মত,
পদতলে মরিবারে চায় !
জগতের মৃত গান গুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ,
সঙ্গীতের পরলোক হ'তে
গায় যেন দেহমুক্ত গান !
তাই তার নব কণ্ঠধ্বনি
প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
কুসুমের সৌরভের সাথে
এমন সহজে মিশে যায় ।

আমি ভাবিতেছি ব'সে গানগুলি তোরে
না জানি কেমনে খুঁজে পায়!
না জানি কোথায় খুঁজে পায়!
না জানি কি গুহার মাঝারে
অস্ফুট মেঘের উপবনে,
স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
আলোক-ছায়ার সিংহাসনে,
ছায়াময়ী মূর্ত্তি খানি আপনে আপনি মিশি
আপনি বিস্মিত আপনায়,
কার পানে শূন্যপানে চায়!
সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘ মাঝে
পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়,
প্রভাতের জন্মভূমি শৈশব পূরবপানে,
যেমন আকুল নেত্রে চায়,
পূরবের শূন্য পটে প্রভাতের স্মৃতিগুলি
এখনো দেখিতে যেন পায়,
তেমনি সে ছায়াময়ী কোথা যেন চেয়ে আছে
কোথা হতে আসিতেছে গান,
এলানো কুন্তল জালে সন্ধ্যার তারকা গুলি
গান শুনে মুদিছে নয়ান।
বিচিত্র সৌন্দর্য্য জগতের
হেথা আসি হইতেছে লয়।
সঙ্গীত, সৌরভ, শোভা, জগতে যা কিছু আছে,
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।

প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
তোমার সে সৌন্দর্য্য অতুল,
প্রাণে জাগে ছায়ার মতন,
ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল !
আমরণ, চিরদিন, কেবলি খুঁজিব তোরে,
কখন কি পাবনা সন্ধান !
কেবলি কি র'বি দূরে অতি দূর হ'তে
শুনিবরে ওই আ'ধ গান !
এই বিশ্ব জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্য্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবনপথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী !
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারিদিকে !
অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীত ধারা
চেয়ে আমি র'ব অনিমিখে !
তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
করিস্‌নে প্রবঞ্চনা সত্য ক'রে বল্‌ দেখি
তুইত নহিস্‌ মরীচিকা ?
কতবার আর্ত্তস্বরে, শুধায়েছি প্রাণপণে
অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ,
"কে জানে কোথায় ?"

আশাময়ী, ওকি কথা ! তুমি কি আপনাহারা !
আপনি জাননা আপনায় ?

মহাস্বপ্ন

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্‌ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই
প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়-সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন, আকাশের তলে।
একা বসি মহা-সিন্ধু চির দিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ;
ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয় আলয় তার ছাড়ি,
বাজায়ে অরণ্য-বীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি ;
রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিম-রাশ,
পর্ব্বত-দৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস ;

ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা,
ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।
চেতনার কোলাহলে দিবস পূরিছে দশ দিশি,
ঝিল্লি-রবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি,
সমস্ত একত্রে মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া চারিভিত,
উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপন-সঙ্গীত।
স্বপনের রাজ্য এই, স্বপন-রাজ্যের জীবগণ,
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন।
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন-প্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা,
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার,
নিভায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেত কেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মত পুন বসন্ত-যৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতাতরে পাইতেছে কত না প্রয়াস।
চেতনা, ছিঁড়িতে চাহে আধ'-অচেতন আবরণ,
দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।
পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন ?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন ?

চন্দ্র সূর্য্য তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া,
জ্যোতির্ম্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া।
পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহ তারাগণ,
ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে, একেকটি বিম্বের মতন।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ বৃহৎ,
জীব-আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিম্ববৎ।
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন,
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধ'-সত্য হয়ে যাবে লীন ?
আধেক প্রলয় জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
বল, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয় ?

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্যপরি
চতুর্ম্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান !
অনন্ত হৃদয় মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল।
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
নিজের হৃদয়পানে চাহি,

নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ পারাবার,
কূল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি।
পুলকে পূর্ণিত তাঁর প্রাণ,
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান ;
জনশূন্য জ্যোতিঃশূন্য অন্ধতম অন্ধকার মাঝে
উচ্ছ্বসি উঠিল বেদ গান।
চারি মুখে বাহিরিল বাণী
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
সীমাশূন্য ব্যোম-পারাবারে,
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মত,
ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা সম
আশপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।
দূর—দূর—যত দূর যায়
কিছুতেই অন্ত নাহি পায়,
যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
আজিও সে অন্ত নাহি পায়।

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতি-কবি চারিমুখে
করিতে লাগিলা বেদ গান।

আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ম্ময় জটাজাল কোটি সূর্য্যপ্রভাসম,
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে;
মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িত-স্ফূর্ত্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয় মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল;
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা
জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছসিল বাষ্পময় ভাব।
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরবে পশ্চিমে গেল,
চারিদিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস-বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে।
শব্দ-শূন্য শূন্যমাঝে, সহসা সহস্র স্বরে
জয়ধ্বনি উঠিল উথলি,
হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেলরে ফাটিয়া।

শব্দস্রোত ঝরিল চৌদিকে
এক কালে সমস্বর—
পূরবে উঠিল ধ্বনি পশ্চিমে উঠিল ধ্বনি,
ব্যাপ্ত হল উত্তরে দক্ষিণে।
অসংখ্য ভাবের দল খেলিতে লাগিল যত
উঠিল খেলার কোলাহল।
শূন্যে শূন্যে মাতিয়া বেড়ায়
হেথা ছোটে, হোথা ছুটে যায়।
কি করিবে আপনা লইয়া
যেন তাহা ভাবিয়া না পায়,
আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন,
মুহূর্ত্তে করিতে চায় ব্যয়।
অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।
এ ধায় উহার পানে,
এ চায় উহার মুখে,
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।
বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।

জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হতেছে চুর চুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে,
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্য-মরু মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
চারিদিকে চারি হাত দিয়া,
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্ব্বাদ।
লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগৎ-চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রু-জলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।

প্রভাত সঙ্গীত

জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।
বিষ্ণু আসি মহাকাশে, লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি,
ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
এক মনে পরম যতনে,
লিখি লিখি যুগ যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।
জগতের মহা-বেদব্যাস,
গঠিলা নিখিল উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপণ।
জগতের মালাখানি জগৎ-পতির গলে
মরি কিবা সেজেছে অতুল,
দেখিবারে হৃদয় আকুল।
বিশ্ব-মালা অসীম অক্ষয়,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য, কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ, কত গীতময়।

নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
বিষ্ণুদেব চক্র হাতে লয়ে,
চক্রে চক্রে বাঁধিলা জগতে।
চক্র পথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্র পথে রবি শশি ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
দুরন্ত প্রেমেরে মন্ত্র পড়ি
বাঁধি দিলা বিবাহ বন্ধনে।
মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া,
হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া,
নাচিতে লাগিল এক তালে
সুধামুখ চাঁদ শত শত।
পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া
পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।
মিলি যত গ্রহ ভাই বোন,
এক অন্নে হইল পালিত,
তারা-সহোদর যত ছিল
এক সাথে হইল মিলিত।
কত কত শত বর্ষ ধরি,
দূর পথ অতিক্রম করি,

পাঠাইছে বিদেশ হইতে
তারাগুলি, আলোকের দূত
ক্ষুদ্র ঐ দূরদেশবাসী
পৃথিবীর বারতা লইতে।
রবি ধায় রবির চৌদিকে,
গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,
চাঁদ হাসে গ্রহ মুখ চেয়ে
তারা হাসে তারায় হেরিয়া।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
চরাচরে বিস্তারিল পাশ।

পশিয়া মানস সরোবরে,
স্বর্ণ-পদ্ম করিলা চয়ন
বিষ্ণু দেব প্রসন্ন আননে
পদ্মপানে মেলিল নয়ন।
ফুটিয়া উঠিল শতদল,
বাহিরিল কিরণ বিমল,
মাতিলরে দ্যুলোক ভূলোক
আকাশে পূরিল পরিমল।

চরাচরে ব[illegible]াইয়া হাসি,
কোমল কমলদল হতে
উঠিল অতুল রূপরাশি।
মেলি দুটি নয়ন বিহ্বল,

ত্যজিয়া সে শতদলদল
ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ ;
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
ফুটিল রে বিচিত্র বরণ।
জগৎ মুখের পানে চায়
জগৎ পাগল হয়ে যায়,
নাচিতে লাগিল চারিদিকে,
আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
জগতের মুখ পানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি,
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলরাশি ;
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ চারিভিতে ;
চাহে তাঁর চরণ ছায়ায়
যৌবনকুসুম ফুটাইতে।
জগতের হৃদয়ের আশা,
দশদিকে আকুল হইয়া
ফুল হয়ে, পরিমল হয়ে
গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া।
এ কি হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস
এ কিরে মোহন ইন্দ্রজাল,
সৌন্দর্য্য-কুসুমে গেল ঢেকে

জগতের কঠিন কঙ্কাল।
হাসি হয়ে ভাতিল আকাশে
তারকার রক্তিম নয়ান,
জগতের হর্ষ কোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিয়ে ঢাকিল রূপরাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহা বল,
অশনির মুখে দিল হাসি।
সকলি হইল মনোহর
সাজিল জগত-চরাচর।

* * *

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে, যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসাম জগৎ-চরাচর।
শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল রে বিলাপ-সঙ্গীত,
কাঁদিয়া উঠিল চারিভিত।
পূরবে বিলাপ উঠে, পশ্চিমে বিলাপ উঠে
কাঁদিল রে উত্তর দক্ষিণ,

কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শান্তিহীন।
চারিদিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—
"জাগ' জাগ' জাগ' মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর !—
অলংঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর ;
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
একবার ছেড়ে দাও দেব,
অনন্ত এ আকাশ মাঝারে !"
জগতের আত্মা কহে কাঁদি
"আমারে নূতন দেহ দাও ;
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত
পাব মোরা নূতন জীবন।"
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে
জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর,
তিনকাল ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক্‌ দিগন্তর।

প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদিঅন্ত থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।
পিনাকেতে পুরিলা নিশ্বাস,
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,
জগতের সমস্ত বাঁধন।
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবিশশি গ্রহতারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্য্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।—
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়
অগ্নি—অগ্নি—শুধু অগ্নিময়।
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল।
খণ্ড খণ্ড রবি শশি, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা,
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মত
বরষিছে চারিদিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে।

সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন !
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

কবি

(অনুবাদ)

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক্, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া।
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া।
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙা টুক্‌টুক্,
কারো বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়ে গুলি।

বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ্‌লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্‌ বিশাল-কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধবট—
মাথায় নিবিড় জট ;
ত্রিবলীঅঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল ;
কোথা বা ঋষির মত
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতিভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই! ওই কবি।"

Victor Hugo.

বিসর্জ্জন

(অনুবাদ)

যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভালবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায় ! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস্।
আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যারে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্ আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধরে, সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরী হ'ল, যা' তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্ত্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস্ আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস্ সাথে নিয়ে ;
এক বিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে !

Victor Hugo.

তারা ও আঁখি

(অনুবাদ)

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হ'ল, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে
পাখিগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারিধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার,
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল।
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে।"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা,
ঢাল গো আমার পরে প্রণয়ের ধারা।"

Victor Hugo.

সূর্য্য ও ফুল

(অনুবাদ)

বিপুল মহিমাময় আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তিপরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে আকাশের পানে
অমর রবির আলো ভাতিছে যেখানে,
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ ছটা আমারো ত আছে।"

Victor Hugo.

সম্মিলন

(অনুবাদ)

সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
তার শান্ত নিদ্রাকালে নিশ্বাস পতনে
প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।

সুখের আবাসে সেই কাটাব জীবন,
দুজনে উঠিব মোরা, দুজনে বসিব,
নীল আকাশের নীচে ভ্রমিব দুজনে,
বেড়াইব মাঠে মাঠে উঠিব পর্ব্বতে
সুনীল আকাশ যেথা পড়েছে নামিয়া।
অথবা দাঁড়াব মোরা সমুদ্রের তটে,
উপলমণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ উপকূল
তরঙ্গের চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
থর থর কাঁপে আর জ্বল' জ্বল' জ্বলে!
যত সুখ আছে সেথা আমাদের হবে,
আমরা দুজনে সেথা হব দুজনের,
অবশেষে বিজন সে দ্বীপের মাঝারে
ভালবাসা, বেঁচে থাকা, এক হ'য়ে যাবে।
মধ্যাহ্নে যাইব মোরা পর্ব্বতগুহায়,
সে প্রাচীন শৈল-গুহা স্নেহের আদরে
অবসান রজনীর মৃদু জোছনারে
রেখেছে পাষাণ কোলে ঘুম পাড়াইয়া।
প্রচ্ছন্ন আঁধারে সেথা ঘুম আসি ধীরে
হয়ত হরিবে তোর নয়নের আভা।
সে ঘুম অলস প্রেমে শিশিরের মত,
সে ঘুম নিভায়ে রাখে চুম্বন-অনল
আবার নূতন করি জ্বালাবার তরে।
অথবা বিরলে সেথা কথা কব মোরা;
কহিতে কহিতে কথা, হৃদয়ের ভাব

এমন মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিবে
আর আমাদের মুখে কথা ফুটিবে না।
মনের সে ভাবগুলি কথায় মরিয়া
আমাদের চোখে চোখে বাঁচিয়া উঠিবে!
চোখের সে কথাগুলি বাক্যহীন মনে
ঢালিবে অজস্র স্রোতে নীরব সঙ্গীত,
মিলিবেক চৌদিকের নীরবতা সনে।
মিশিবেক আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আমাদের দুই হৃদি নাচিতে থাকিবে,
শোণিত বহিবে বেগে দোঁহার শিরায়।
মোদের অধর দুটি কথা ভুলি গিয়া
ক'বে শুধু উচ্ছ্বসিত চুম্বনের ভাষা।
দুজনে দুজন আর রবনা আমরা,
এক হয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।
দুইটি শরীর? আহা তাও কেন হ'ল?
যেমন দুইটি উল্কা জ্বলন্ত শরীর,
ক্রমশঃ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার
স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনেরে গ্রাস করি দোঁহে বেঁচে থাকে;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া,
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলনে।
এক আশা রবে শুধু দুইটি ইচ্ছার

এক ইচ্ছা রবে শুধু দুইটি হৃদয়ে,
একই জীবন আর একই মরণ,
একই স্বরগ আর একই নরক,
এক অমরতা কিম্বা একই নির্ব্বাণ।
হায় হায় একি হ'ল একি হ'ল মোর!
আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের সুদূর রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।
নামি বুঝি, পড়ি বুঝি, মরি বুঝি মরি।

Shelley.

স্রোত

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল,' যে যেথা আছ ভাই!
চলেছে যেথা রবি শশি চলরে সেথা যাই!
কোথায় চলে কে জানে তা', কোথায় যাবে শেষে!
জগৎ-স্রোত বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে!
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ, গণিবে কেবা কত।
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত।
ঢেউয়ের পরে খেলা করে আলোকে আঁধারেতে,
জলের কোলে লুকাচুরি জীবনে মরণেতে।

শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়।
অসীম কাল ভেসে যাব' অসীম আকাশেতে,
জগৎ কল-কলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়।
জীবন মাঝে উঠে ঢেউ মরণ গান গায়।
দেখিব চেয়ে চারিদিকে, দেখিব তুলে মুখ,
কত না আশা, কত হাসি, কত না সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালবাসা, কত না হায়-হায়,
তপন ভাসে, তারা ভাসে তা'রাও ভেসে যায়।
কত না যায়, কত চায়, কত না কাঁদে হাসে,
আমিত শুধু ভেসে যাব দেখিব চারি পাশে।

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস্ আমি আমি।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগর-পথ-গামি।
জগৎ-পানে যাবিনেরে, আপনা পানে যাবি,
সে যে রে মহা মরুভূমি কি জানি কি যে পাবি।
মাথায় করে আপনারে, সুখ দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস্ প্রতিকূলে সে ত রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস।
লইয়া তোর সুখ দুখ এখনি পাবি নাশ।

জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জল কণা।
আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,

যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হ'য়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

চেয়ে থাকা

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু—দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব'।
পরাণে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর।
জগতে যেন ডুবিয়া রব'
হইয়া রব ভোর।

ছুটিনী যায়--বহিয়া যায়
কে জানে কোথা যায় ;
তীরেতে ব'সে রহিব চেয়ে
সারাটি দিন যায়।
সুদূর জলে ডুবিছে রবি
সোণার লেখা লিখি,
সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে
করিছে ঝিকিমিকি।
সুধীর-স্রোতে তরণী-গুলি
যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায়, ভাসিয়া যায়,
কত না নরনারী।
না জানি তারা কোথায় থাকে
যেতেছে কোন্ দেশে ;
সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
থামিবে অবশেষে।
কত কি আশা গড়িছে ব'সে
তাদের মনখানি,
কত কি সুখ, কত কি দুখ,
কিছুই না জানি।

দেখিব পাখী আকাশে ওড়ে,
সুদূরে উড়ে যায়,

মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে,
আঁধার রেখাপ্রায়।
তাহারি সাথে সারাটি দিন
উড়িবে মোর প্রাণ ;
নীরবে বসি তাহারি সাথে
গাহিব তারি গান।
তাহারি মত মেঘের মাঝে
বাঁধিতে চাহি বাসা,
তাহারি মত চাঁদের কোলে
গড়িতে চাহি আশা।
তাহারি মত আকাশে উঠে,
ধরার পানে চেয়ে
ধরায় যারে এসেছি ফেলে
ডাকিব গান গেয়ে।
তাহারি মত, তাহারি সাথে
উষার দ্বারে গিয়ে,
ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব
উষারে জাগাইয়ে।

পথের ধারে বসিয়া রব
বিজন তরুছায়,
সমুখ দিয়ে পথিক যত
কত না আসে যায়।

ধূলায় ব'সে আপন মনে
ছেলেরা খেলা করে
মুখেতে হাসি সখারা মিলে
যেতেছে ফিরে ঘরে।

পথের ধারে, ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে,
ছোট ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কি গান গেয়ে।
তাহার পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চলে
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি,
হৃদয় যায় গলে।
এতটুকু সে পরাণটিতে
এতটা সুধারাশি!
কাছেতে তাই দাঁড়ায়ে তারে
দেখিতে ভালবাসি।

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
মায়েরে ডাকি ডাকি,
আকুল হ'য়ে পথিক মুখে
চাহিছে থাকি থাকি।
কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
জননী ছুটে আসে,

মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
কাঁদিতে গিয়ে হাসে।
অবাক্ হয়ে তাহাই দেখি
নিমেষ ভুলে গিয়ে,
দুইটি ফোঁটা বাহিরে জল,
দুইটি আঁখি দিয়ে।

যায় রে সাধ জগৎ পানে
কেবলি চেয়ে রই
অবাক্ হয়ে, আপনা ভুলে,
কথাটি নাহি কই।

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান।
পূরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।
ফুলেরা সব চাহিয়া আছে

আকাশ-পানে, মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
নয়নে দুটি শিশির কণা।
আকাশ পারে কে যেন বসে,
তাহারে যেন দেখিতে পায়,
বাতাসে দুলে বাহুটি তুলে
মায়ের কোলে ঝাঁপিতে যায়।
কি যেন দেখে, কি যেন শোনে,
কে যেন ডাকে, কে যেন গায়,
ফুলের সুখ, ফুলের হাসি
দেখিবি তোরা আয় রে আয়।

আ-মরি মরি অম্‌নি যদি
ফুলের মত চাহিতে পারি।
বিমল প্রাণে বিমল সুখে,
বিমল প্রাতে বিমল মুখে,
ফুলের মত অম্‌নি যদি
বিমল হাসি হাসিতে পারি।
দুলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
অসীম স্নেহে আকাশ হতে
কে যেন তারে খেতেছে চুমো,
কোলেতে তারি পড়িছে লুটে!
কে যেন তারি নামটি ধরে
ডাকিছে তারে সোহাগ করে

শুনিতে পেয়ে ঘুমের ঘোরে,
মুখ্‌টি ফুটে হাসিটি ফোটে,
শিশুর প্রাণে সুখের মত
সুবাসটুকু জাগিয়া ওঠে।
আকাশ পানে চাহিয়া থাকে
না জানি তাহে কি সুখ পায়।
বলিতে যেন শেখেনি কিছু
কি যেন তবু বলিতে চায়।

আঁধার কোণে থাকিস্‌ তোরা,
জানিস্‌ কিরে কত সে সুখ,
আকাশ পানে চাহিলে পরে
আকাশ পানে তুলিলে মুখ।
সুদূর দূর সুনীল নীল,
সুদূরে পাখী উড়িয়া যায়।
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
সুদূর হতে আসিছে বায়।
প্রভাত-করে করিয়ে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখীর গান লাগেরে যেন
দেহের চারি পাশে।
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,

ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে ;
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ-মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ-সুধা দান।
আমারি বুকে প্রভাত বেলা,
ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
হেলিছে কত, দুলিছে কত,
পুলকে ভরা মন,
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
আমারি স্নেহধন।
আমারি মুখে চাহিয়া তোর
আঁখিটি ফুটফুটি !
আমারি বুকে আলয় পেয়ে
হাসিয়া কুটিকুটি !
কেনরে বাছা, কেনরে হেন
আকুল কিলিবিলি,

কি কথা যেন জানাতে চাস্,
সবাই মিলি মিলি।
হেথায় আমি রহিব বসে,
আজি সকাল-বেলা,
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে
ভাই বোনের খেলা।
বুকের কাছে পড়িবি ঢ'লে
চাহিবি ফিরে ফিরে,
পরশি দেহে কোমল-দল
স্নেহেতে চোখে আসিবে জল,
শিশির সম তোদের পরে
ঝরিবে ধীরে ধীরে।

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মত উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মত
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।
মেঘের মত হারায়ে দিশা
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়;
কোথায় যাবে কিনারা নাই,

দিবসনিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখী,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
হৃদয় মোর মেঘের মত
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়।
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মত হাসিতে চায়।
জগৎ মাঝে ফেলিতে পা
চরণ যেন উঠিছে না,
সরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
হাসিটি যেন নামিল ভুঁয়ে,
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে
মালতী বধূ হাসিয়া তারে
করিল পরিহাস।
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি, ফুলের হাসি
কানন মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মত হাসিতে চায়।

সমাপন

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হের আজি ভোর-বেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসি-মুখ ভুলে গেছে দুখ শোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে,
এদের ডেকেছি দিবানিশি,
ভেবেছিনু মিছে আশা, বোঝেনা আমার ভাষা,
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি।
কাছে এরা আসিত না, কোলে বসে' হাসিত না,
ধরিতে চকিতে হত লীন,
মরমে বাজিত ব্যথা, সাধিলে না কহে কথা,
সাধিতে শিখিনি এত দিন।
দিত দেখা মাঝে মাঝে, দূরে যেন বাঁশি বাজে,
আভাস শুনিনু যেন হায়।
মেঘে কভু পড়ে রেখা, ফুলে কভু দেয় দেখা,
প্রাণে কভু বহে' চলে যায়।

আজ তারা এসেছেরে কাছে,
এর চেয়ে শোভা কিবা আছে!
কেহ নাহি করে ডর, কেহ নাহি ভাবে পর,
সবাই আমাকে ভাল বাসে,
আগ্রহে ঘিরিছে চারি পাশে।

এসেছিস তোরা যত জনা,
তোদের কাহিনী আজি শোনা।
যার যত কথা আছে, খুলে বল্ মোর কাছে,
আজ আমি কথা কহিব না।
আয় তুই, কাছে আয়, তোরে মোর প্রাণ চায়,
তোর কাছে শুধু ব'সে রই!
দেখি শুধু, কথা নাহি কই!
ললিত পরশে তোর, পরাণে লাগিছে ঘোর,
চোখে তোর বাজে বেণু বীণা;
তুই মোরে গান শুনাবি না!
জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নেরে, কাছে আয়, আমি যেরে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীত-রব,
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি,
চারিদিকে স্নেহপ্রেমরাশি।

আমারে ঘিরেছে কা'রা, সুখেতে করেছে সারা
জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা,
আর আমি কথা কহিব না!
আর আমি গান গাহিব না।

সন্ধ্যা সঙ্গীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য চার আনা

প্রকাশক
শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাস্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

সন্ধ্যা সঙ্গীত

উপহার

অয়ি সন্ধ্যে,

অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,

কেশ এলাইয়া,

নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ

জগতেরে কোলেতে লইয়া,

মৃদু মৃদু ও কি কথা কহিস্ আপন মনে

মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে,

জগতের মুখ পানে চেয়ে!

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই কথা

নারিনু বুঝিতে!

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই গান

নারিনু শিখিতে!

চোখে শুধু লাগে ঘুমঘোর,

প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর!

হৃদয়ের অতি দূর—দূর—দূরান্তরে

মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে

কে জানেরে কোথাকার উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।
অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সদাই!
যখনি শুনে সে তোর স্বর
শোনে যেন স্বদেশের গান,
সহসা সুদূর হতে অমনি সে দেয় সাড়া,
অমনি সে খুলে দেয় প্রাণ!
চারিদিকে চেয়ে দেখে—আকুল ব্যাকুল হয়ে
খুঁজিয়ে বেড়ায় যেন তোরে!
ডাকে যেন তোর নাম ধরে।
যেন তার কত শত পুরাণ সাধের স্মৃতি
জাগিয়া উঠেরে ঐ গানে!
ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাঁদিত ওই খানে!
বিজন গভীর রাতে ওই তারকার মাঝে
বসিয়া গাহিত যেন গান,
ওই খান হতে যেন জগতের চারিদিক
দেখিত সে মেলিয়া নয়ান!
সেই সব পড়ে বুঝি মনে,
অশ্রুবারি ঝরে দু নয়নে।
কত আশা, কত সখা, প্রাণের প্রেয়সী তার

হোথা বুঝি ফেলে আসিয়াছে,
প্রাণ বুঝি তাহাদের কাছে
আর বার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায় !
কত না পুরাণ' কথা, কত না হারান' গান
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
সরমের আধ হাসি সোহাগের আধ বাণী
প্রণয়ের আধ মৃদু ভাষ
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে !
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তা'রা সবে ভাসিয়া বেড়ায়,
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায় !
যবে এই নদী তীরে বসি তোর পদতলে,
তা'রা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে ;
হয়ত একটি কথা, একটি আধেক বাণী
চারিদিক হতে বারে বার
শ্রবণেতে পশে অনিবার !
হয়ত একটি হাসি, একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে, কভুবা মিলায় !
হয়ত একটি ছায়া, একটি মুখের ছায়া

আমার মুখের পানে চায়,
চাহিয়া নীরবে চলে যায় !
অয়ি সন্ধ্যা, স্নেহময়ী তোর স্বপ্নময় কোলে
তাই আমি আসি নিতি নিতি,
স্নেহের আঁচল দিয়ে প্রাণ মোর দিস্ ঢেকে,
এনে দিস্ অতীতের স্মৃতি !

আজি আসিয়াছি সন্ধ্যা,—বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান,
সাধ গেছে গাহিবারে—মৃদু স্বরে শুনাবারে
দু চারিটি গান !
সে গান না শোনে কেহ যদি,
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা, তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরাণ' গান যেথায় হারান' হাসি,
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেই থানে সযতনে রেখে দিস্ গান গুলি
রচে দিস্ সমাধি শয়ন !
জানি সন্ধ্যা, জানি তোর স্নেহ,
গোপনে ঢাকিবি তার দেহ,
বসিয়া সমাধি পরে, নিষ্ঠুর কৌতুক ভরে
দেখিস্ হাসে না যেন কেহ !

ধীরে শুধু ঝরিবে শিশির,
মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর।
স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে
একা সেথা রহিবে বসিয়া,
মাঝে মাঝে দুয়েকটি তারা
সেথা আসি পড়িবে খসিয়া!

গান আরম্ভ

ডাকি তোরে, আয়রে হেথায়,
সাধের কবিতা তুই আয়!
চারি দিকে খেলিতেছে মেঘ,
বায়ু আসি করিছে চুম্বন,
সীমা-হারা নভস্তল, দুই বাহু পসারিয়া
হৃদয়ে করিছে আলিঙ্গন।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এই খানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।
যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।

মেঘেতে মেঘেতে মিলে মিলে
হেলে দুলে বাতাসে বাতাসে,
হাসি হাসি মুখখানি করি'
নামিয়া আসিবি মোর পাশে।
বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
ঈষৎ মেলিয়া আঁখি পাতা
মৃদু হাসি পড়িবে ফুটিয়া,
হৃদয়ের মৃদুল কিরণ
অধরেতে পড়িবে লুটিয়া।
গলাটি জড়ায়ে ধরি মোর
বসে' র'বি কোলের উপর।
এলোথেলো কেশপাশ লয়ে
বসে বসে খেলিব হেথায়,
উষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়!
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধফুটো হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম!
কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি
আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সবে
অবাক্ হইয়া চেয়ে রবে!

তাই তোরে ডাকিতেছি আমি
কবিতা রে, আয় এক বার,
নিরিবিলি দুটিতে মিলিয়া
র'ব হেথা, বধূটি আমার!

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয়লো কবিতা মোর বামে।
চম্পক অঙ্গুলি দুটি দিয়ে
অন্ধকার ধীরে সরাইয়ে,
যেমন করিয়া ঊষা নামে।

বায়ু হতে আয়লো কবিতা,
আসিয়া বসিবি মোর পাশে,
কে জানে বনের কোথা হতে
ভেসে ভেসে সমীরণ স্রোতে
সৌরভ যেমন করে আসে!

হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
বধূ মোর, ধীরে ধীরে আয়।
ভীরু প্রেম যেমন করিয়া
ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া,
বঁধূর পায়ের কাছে গিয়ে
অমনি মুরছি পড়ে যায়!

অথবা শিথিল কলেবরে
এস তুমি, বস' মোর পাশে;

শোয়াইয়া তুষার শয়নে,
চুমি চুমি মুদিত নয়নে,
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে ;
পশ্চিমের আঁধার সাগরে
তারাটি যেমন করে যায় ;
অতি ধীরে মৃদু হেসে, সিঁদুর সীমন্ত দেশে
দিবা সে যেমন করে আসে
মরিবারে স্বামীর চিতায়,
পশ্চিমের জ্বলন্ত শিখায়।
পরবাসী ক্ষীণ আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
স্বদেশ কানন পানে ধায়
শ্রান্ত পদ উঠিতে না চায় ;
যেমনি কাননে পশে, ফুলবধূটির পাশে,
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি অমনি মরে যায় !
তেমনি, তেমনি করে এস,
কবিতা রে, বধূটি আমার,
ম্লান মুখে করুণা বসিয়া,
চোখে ধীরে ঝরে অশ্রু ধার।
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
মরমে রাখিবি মুখখানি !

সন্ধ্যা

ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয় !
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

তোর কাছে ফেলিরে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মনকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুণিতে গুণিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলীময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর !
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস্ মুখ পানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস্ নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গাস্
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,

কোমল কমল কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস্ দুনয়ান,
ভুলে যাই সকল যাতনা
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ!

তাই তোরে ডাকি একবার,
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ্,
বল্ তারে ঘুমাইতে বল্
কপালেতে হাতখানি রাখ্!
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
রচে' দে নিভৃত অন্তঃপুর।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা,
গুন্ গুন্ মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা,
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়!
স্রোতস্বিনী ঘুম ঘোরে, গাবে কুলু কুলু করে
ঘুমেতে জড়িত আধ' গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান।
দিন-শ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহমুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,

পদশব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙি লতা পাতা
ভৎর্সনা করিবে মরমরে।
ভাঙা ভাঙা গান গুলি মিলিয়া হৃদয় মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানাবিধ রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে!
আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়
জগতের নয়ন ঢেকে দে—
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে!

তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা!
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্ত্তে সে গেল মিশাইয়া!
যে সমুদ্র-তলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী,
চির-নির্ব্বাপিত ভাতি—

শত মৃত তারকার
মৃত দেহ রয়েছে শয়ান,
সেথায় সে করেছে পয়ান !

কেন গো কি হয়েছিল তার ?
একবার শুধালে না কেহ ?
কি লাগি সে তেয়াগিল দেহ ?

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কি যে সে কহিত !
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কি তারে দহিত !
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না !
জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ড, ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে !
তেমনি--তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত—দহিত তারে—দহিত কেবল !
জ্যোতির্ম্ময় তারা-পূর্ণ বিজন তেয়াগি,
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি !

তবে গো তোমরা কেন সহস্র সহস্র তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা ?
কহিতেছ—"আমাদের কি হয়েছে ক্ষতি ?
যেমন আছিল আগে তেমনি র'য়েছে জ্যোতি।"

হেন কথা বলিও না আর !
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব্ব আছিল কি তার ?)
আপনারে নিভাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার ?

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে,
অতল আকাশে !
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে ?
ওই আঁধার সাগরে !
এই গভীর নিশীথে !
ওই অতল আকাশে !

আশার নৈরাশ্য

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ ?
নিরাশারি মত যেন বিষণ্ণ বদন কেন ?
যেন অতি সঙ্গোপনে,
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস্ প্রবেশ !
ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া না পাস্,
কেন, আশা, কেন, তোর কিসের তরাস !
বহুদিন, আসিস্ নি প্রাণের ভিতর,
তাই কি সঙ্কোচ এত তোর ?

আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
নিজে তাহা কর না বিশ্বাস !
তাই মুখ ম্লান অতি, তাই হেন মৃদু-গতি,
তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস !
বসিয়া মরম স্থলে কহিছ চখের জলে—
"বুঝি, হেন দিন রহিবে না !
আজ যাবে, আসিবেত কাল
দুঃখ যাবে ঘুচিবে যাতনা !"
কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা ?
দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই ?
আমি কি তাদের চিনি নাই ?

তারা সবে আমারি কি নয় ?
তবে, আশা কেন এত ভয় ?
তবে কেন বসি মোর পাশ
মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস ?

বল, আশা, বসি মোর চিতে,
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হ'ত না সহিতে
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে !"
আরো কি সহিতে আছে একে একে মোর কাছে
খুলে বল, করিও না ভয় !
দুঃখ জ্বালা আমারি কি নয় ?
তবে কেন হেন ম্লান মুখ ?
তবে কেন হেন দীনবেশ ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস প্রবেশ ?

পরিত্যক্ত

চলে গেল ! আর কিছু নাই কহিবার !
চলে গেল ! আর কিছু নাই গাহিবার !
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীন হীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো !"
বুক শুধু ভেঙে গেল দলে' গেল গো !

বসন্ত চলিয়া গেলে বর্ষা কেঁদে কেঁদে বলে—
"ফুল গেল, পাখী গেল
আমি শুধু রহিলাম, সবি গেল গো।"
দিবস ফুরালে রাতি স্তব্ধ হয়ে রহে,
শুধু কেঁদে কহে—
"দিন গেল, আলো গেল—রবি গেল গো,
কেবল একেলা আমি—সবি গেল গো।"
উত্তর বায়ুর সম প্রাণের বিজনে মম
কে যেন কাঁদিছে শুধু
"চলে গেল চলে গেল
সকলেই চলে গেল গো !"
উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—

তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি
ধূলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখেনাক ভুলি
সবে চলে যায়!

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মত
মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত
সাথে না লইল!

তাই প্রাণ গাহে শুধু—কাঁদে শুধু—কহে শুধু—
"মোরে ফেলে গেল—
সকলেই মোরে ফেলে গেল
সকলেই চলে' গেল গো!"
একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি?
বুঝি চেয়েছিল!
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি?
বুঝি কেঁদেছিল!
বুঝি ভেবে ছিল—
"লয়ে যাই—নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে?
না-না কি হইবে লয়ে? কি কাজে লাগিবে?
তাই বুঝি ভেবেছিল!
তাই চেয়েছিল।

তার পরে ! তার পরে ?
তার পরে বুঝি হেসেছিল !
হসিত কপোলে তারি এক ফোঁটা অশ্রু বারি
মুহূর্ত্তেই শুকাইয়া গেল !
তার পরে ? তার পরে !
চলে গেল !
তার পরে ? তার পরে !
ফুল গেল, পাখী গেল, আলো গেল, রবি গেল—
সবি গেল—সবি গেল গো—
হৃদয় নিঃশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল
"সকলেই চলে গেল গো !
আমারেই ফেলে গেল গো !"

সুখের বিলাপ

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখে কহে নিশ্বাস ফেলিয়া—
"এমন জোছনা সুমধুর,
বাঁশরী বাজিছে দূর—দূর,
যামিনীর হসিত নয়নে
লেগেছে মৃদুল ঘুম-ঘোর।

নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা ;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা ;
মলয় সুদূর বন-ভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়া গুলি,
লাজুক ফুলের মুখ হতে
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি !
এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া।

হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ—কেহ—কেহ নাই হায় !"
আমি তারে শুধাইনু গিয়া—
"কেন, সুখ, কার কর আশা ?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল—
ভালবাসা, ভালবাসা গো !

সকলি—সকলি হেথা আছে
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,

আকাশে তারকা রাশি রাশি,
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি,
সকলি সকলি হেথা আছে,
সেই শুধু—সেই শুধু নাই,
ভালবাসা নাই শুধু কাছে!
অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া—
"এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে!
তাই সাধ যায় মনে মনে—
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে!
সাধ যায় মেঘটির মত,
কাঁদিয়া মরিয়া গিয়া আজি
অশ্রুজলে হই পরিণত!"
সুখ বলে—"এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ!"
"কেন সুখ, কেন হেন সাধ?"
"নিতান্ত একা যে আমি গো—
কেহ যে—কেহ যে নাই মোর!"
"সুখ কারে চায় প্রাণ তোর?

সুখ, কার করিস্ রে আশা ?”
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে
“ভালবাসা—ভালবাসা গো !”

হৃদয়ের গীতিধ্বনি

ওকি সুরে গান গাস্ হৃদয় আমার ?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই—
অবিরাম অনিবার—
ওকি সুরে গান গাস্ হৃদয় আমার ?
বিরলে বিজন বনে—বসিয়া আপন মনে
ভূমি পানে চেয়ে চেয়ে, এক্-ই গান গেয়ে গেয়ে—
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর !
মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকান’ ফুল,
পড়িছে শিশির কণা, পড়িছে রবির কর—
পড়িছে বরষা জল ঝরঝর ঝরঝর—
কেবলি মাথার পরে করিতেছে সমস্বরে
বাতাসে শুকান’ পাতা, মরমর মরমর ;
বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে এক্-ই গান এক্-ই গান, এক্-ই গান।

পারিনে শুনিতে আর, এক্-ই গান এক্-ই গান।
কখন্ থামিবি তুই, বল্ মোরে—বল্ প্রাণ!
'একেলা ঘুমায়ে আছি—
সহসা স্বপন টুটি,
সহসা জাগিয়া উঠি,
সহসা শুনিতে পাই—
হৃদয়ের এক ধারে—
সেই স্বর ফুটিতেছে—
সেই গান উঠিতেছে—
কেহ শুনিছে না যবে
চারিদিকে স্তব্ধ সবে
সেই স্বর, সেই গান—
অবিরাম অবিশ্রাম
অচেতন আঁধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে!
দিবসে মগন কাজে, চারিদিকে দলবল,
চারিদিকে কোলাহল।
সহসা পাতিলে কান, শুনিতে পাই সে গান;
নানাশব্দময় সেই জনকোলাহল
তাহারি প্রাণের মাঝে এক মাত্র শব্দ বাজে,
এক সুর, এক ধ্বনি, অবিরাম—অবিরল—
যেন সে কোলাহলের হৃদয়স্পন্দন-ধ্বনি—
সমস্ত ভুলিয়া যাই, বসে বসে তাই গণি!

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চির দিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস!
এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়!
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়।
হৃদয়রে! আর কিছু শিখিলিনে তুই,
শুধু ওই গান!
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান!

তোর গান শুনিবে না কেহ।
নাই বা শুনিল!
তোর গানে কাঁদিবে না কেহ!
নাই বা কাঁদিল।

তবে থাম্—থাম্ ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর—এক্-ই গান—এক্-ই গান!

দুঃখ আবাহন

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ!
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন।

যখনি হইবি শ্রান্ত বুকেতে রাখিস্ মাথা!
সে বিছানা সুকোমল শিরায় শিরায় গাঁথা!
সুখেতে ঘুমাস্ তুই হৃদয়ের নীড়ে;
অতি গুরু তোর ভার—
দুয়েকটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে,
যাক্ ছিঁড়ে!
জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন,
দুর্ব্বল বুকের পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল এক স্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান!
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দুনয়ান!
প্রাণের ভিতর হতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
তুই সুখেতে ঘুমাস্!

আয় দুঃখ আয় তুই! ব্যাকুল এ হিয়া!
দুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি একবার উচ্চস্বরে
অনাথ শিশুর মত ওঠরে কাঁদিয়া!
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে,
দুই হাতে তুলে নেরে   সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্!
ভাঙেত ভাঙিবে বাদ্য ছেঁড়েত ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
নেরে তবে তুলে নেরে,   সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্!
দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি   বিষম প্রমাদ গণি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়,
দুঃখ, দুই, আয় তুই আয়!
নিতান্ত একেলা এ হৃদয়!
আর কিছু নয়,
কাছে আয় একবার,   তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্
এক দৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্।
আর কিছু নয়—
নিরালয় এ হৃদয়

শুধু এক সহচর চায়!
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়!
কথা না কহিস্ যদি বসে' থাক্ নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিন রাতি।
যখনি খেলাতে চাস্, হৃদয়ের কাছে যাস্
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথী!—
আয় দুঃখ, হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন!
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
এখনো যা' রক্ত আছে
তাই তুই করিস্ শোষণ!

শান্তি-গীত

ঘুমা' দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা' তুই, ঘুমারে এখন।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন ত মিটেছে তিয়াষ?
দুঃখ তুই সুখেতে ঘুমাস্!

আজ জোছনার রাত্রে বসন্ত পবনে,
অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্য মনে,

বিগত দিবসগুলি শুধু একবার
পুরাণো খেলার ঠাঁই দেখিতে এসেছে
এই হৃদয়ে আমার ;
যবে বেঁচেছিল, তারা এই এ শ্মশানে
দিন গেলে প্রতিদিন পুড়াত' যেখানে
একেকটি আশা আর একেকটি সুখ,—
সেইখানে আসি তারা বসিয়া রয়েছে
অতি ম্লান মুখ !
সেখানে বসিয়া তারা সকলে মিলিয়া
অতি মৃদুস্বরে
পুরাণো কালের গীতি নয়ন মুদিয়া
ধীরে গান রে।
দুঃখ তুই ঘুমা' !
ধীরে—উঠিতেছে গান—
ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ,
নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন।
গানের প্রাণের মাঝে, তোর তীব্র কণ্ঠস্বর
ছুরীর মতন—
তুই—থাম্ দুঃখ থাম্,
তুই—ঘুমা' দুঃখ ঘুমা' !

কাল্ উঠিস্ আবার,
খেলিস্ দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার !

হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস্ তন্ত্রী বীণাটির তোর,
সারাদিন বাজাস্ বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।—
আজ রাত্রে র'ব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়!—

অসহ্য ভালবাসা

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কি ভাব তোমার মনে জাগে,
বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালবাসা
এত বুঝি ভাল নাহি লাগে!
এত ভালবাসা বুঝি পার না সহিতে,
এত বুঝি পার না বহিতে।

যখনি গো নেহারি তোমায়—
মুখ দিয়া, আঁখি দিয়া, বাহিরিতে চায় হিয়া,
শিরার শৃঙ্খল গুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,
ওই মুখ বুকে ঢাকে, ওই হাতে হাত রাখে,
কি করিবে ভাবিয়া না পায়,
যেন তুমি কোথা আছ খুঁজিয়া না পায়!

মন মোর পাগলের হেন প্রাণপণে শুধায় সে যেন
"প্রাণের প্রাণের মাঝে কি করিলে তোমারে গো পাই,
যে ঠাঁই র'য়েছে শূন্য, কি করিলে সে শূন্য পূরাই।"
এই রূপে দেহের দুয়ারে
মন যবে থাকে যুঁঝবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ বাগে
এত বুঝি ভাল নাহি লাগে!
তুমি চাও যবে মাঝে মাঝে
অবসর পাবে তুমি কাজে
আমারে ডাকিবে একবার
কাছে গিয়া বসিব তোমার!
মৃদু মৃদু সুমধুর বাণী
কব তব কানে কানে রাণী।
তুমিও কহিবে মৃদু ভাষ,
তুমিও হাসিবে মৃদু হাস,
হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি;
ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি।
চাও তুমি দুখহীন প্রেম,
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী,
বহে যেথা বসন্ত-বাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম,
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল,

উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।
প্রাণ যেথা কথা ভুলে যায়,
আপনারে ভুলে যায় হিয়া,
অচেতন চেতনা যেথায়
চরাচর ফেলে হা াইয়া।

এমন কি কেহ নাই, বল্ মোরে, বল আশা,
মার্জ্জনা করিবে মোর অতি—অতি ভালবাসা!

হলাহল

এমন ক'দিন কাটে আর!
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন-সলিল-ধার,
মৃদু হাসি, মৃদু কথা, আদরের, উপেক্ষার,
এই শুধু—এই শুধু—দিন রাত এই শুধু
এমন ক'দিন কাটে আর!

কটাক্ষে মরিয়া যায়, কটাক্ষে বাঁচিয়া উঠে,
হাসিতে হৃদয় জুড়ে, হাসিতে হৃদয় টুটে,
ভীরুর মতন আসে দাঁড়ায়ে রহে গো পাশে,
ভয়ে ভয়ে মৃদু হাসে, ভয়ে ভয়ে মুখ ফুটে,
একটু আদর পেলে অমনি চরণে লুটে,
অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধর পুটে;

একটু কটাক্ষ হেরি অমনি সরিয়া যায়,
অমনি জগত যেন শূন্য মরুভূমি হেন,
অমনি মরণ যেন প্রাণের অধিক ভায়!
প্রণয় অমৃত এ কি? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ শোণিত করেছে জল!
কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, বসে আছে এক ঠাঁই
হাসি ও কটাক্ষ লয়ে খেলেনা গড়িছে যত,
কভু ঢুলে-পড়া আঁখি—কভু অশ্রু ভারে নত।
দূর কর—দূর কর—বিকৃত এ ভালবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা!
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্ত-হিল্লোলময়—
হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সহজে বয়—
তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জ্জর মন,
হাসিহীন দু অধর, জ্যোতিহীন দু নয়ন!
দূরে যাও—দূরে যাও—হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে যাও—ভুলে যাও—ছেলে খেলা ভুলে যাও
দূর কর—দূর কর—বিকৃত এ ভালবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা!

অনুগ্রহ

এই যে জগৎ হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামি,
একি হে তোমার অনুগ্রহ ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।
ওই যে সম্মুখে সিন্ধু, এ কি অনুগ্রহ বিন্দু ?
ওই যে আকাশে শোভে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ !
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র এক জন,
আমারে যে করেছ সৃজন,
একি শুধু অনুগ্রহ করে'
ঋণ পাশে বাঁধিবারে মোরে ?
কটাক্ষে করিয়া অবহেলা,
হেসে ক্ষমতার হাসি, অসীম ক্ষমতা হতে
ব্যয় করিয়াছ এক রতি—
অনুগ্রহ করে মোর প্রতি ?
শুভ্র শুভ্র যুঁই দুটি ওই যে রয়েছে ফুটি
ওকি তব অতি শুভ্র ভালবাসা নয় ?
বল মোরে, মহাশক্তিময়
ওই যে জ্যোছনা হাসি, ওই যে তারকা রাশি,
আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
ওকি তব ভালবাসা নয় ?

ওকি তব অনুগ্রহ হাসি
কঠোর পাষাণ লৌহময় ?
তবে হে হৃদয়হীন দেব,
জগতের রাজ অধিরাজ,
হান' তব হাসিময় বাজ,
মহা অনুগ্রহ হ'তে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহিনা থাকিতে এ সংসারে !

কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মত,
স্নেহ করি আকাশের প্রায় ।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালবাসা চায় ।

সাক্ষী আছ তুমি অন্তর্যামী
কত খানি ভালবাসি আমি,
দেখি যবে তার মুখ, হৃদয়ে দারুণ সুখ
ভেঙে ফেলে হৃদয়ের দ্বার—
বলে "এ কি ঘোর কারাগার !"—

প্রাণ বলে "পারিনে সহিতে,
এ দুরন্ত সুখেরে বহিতে!"
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পূরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙে ফেলি উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ,
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।
তাহারে কবির অশ্রু হাসি
দিয়েছি কত না রাশি রাশি,
তাহারি কিরণে ফুটিতেছে
হৃদয়ের আশা ও ভরসা,
তাহারি হাসি ও অশ্রুজল
এ প্রাণের বসন্ত বরষা।

ভালবাসি, আর গান গাই—
কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
রাত্রি এত ভাল নাহি বাসে,
উষা এত গান নাহি গায়!

ভালবেসে কি পেয়েছি আমি!
গান গেয়ে কি পাইনু, স্বামি!
আগ্নেয়-পর্ব্বত-ভরা ব্যথা,
আর দুটি অনুগ্রহ কথা!

ভালবাসা স্বাধীন মহান্,
ভালবাসা পর্ব্বত সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন;
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্ব্বর করিবারে;
জীবন করিতে প্রবাহিত
কুসুম করিতে বিকশিত।
চাহে সে বাসিতে শুধু ভাল,
চাহে সে করিতে শুধু আল,
স্বপ্নেও কি ভাবে কভু ধরা,
তপনেরে অনুগ্রহ করা?
যবে আমি যাই তার কাছে
সে কি মনে ভাবে গো তখন,
অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে
এসেছে ভিক্ষুক এক জন?
অনুগ্রহ পাষাণ-মমতা,
করুণার কঙ্কাল কেবল,
ভাবহীন বজ্রে গড়া হাসি—

স্ফটিক-কঠিন অশ্রু জল।
অনুগ্রহ বিলাসী গর্ব্বিত,
অনুগ্রহ দয়ালু-কৃপণ—
বহু কষ্টে অশ্রু বিন্দু দেয়
শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন।
নীচ হীন দীন অনুগ্রহ
কাছে যবে আসিবারে চায়,
প্রণয় বিলাপ করি উঠে—
গীত গান ঘৃণায় পলায়।

হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে
রক্ষা কর অভাগা কবিরে,
অপযশ, অপমান দাও
দুঃখ জ্বালা বহিব এ শিরে!
সম্পদের স্বর্ণ কারাগারে,
গরবের অন্ধকার মাঝ—
অনুগ্রহ রাজার মতন
চিরকাল করুক্ বিরাজ!
সোণার শৃঙ্খল ঝঙ্কারিয়া,—
গরবের স্ফীত দেহ লয়ে—
অনুগ্রহ আসেনাক' যেন
আমাদের স্বাধীন আলয়ে!
গান আসে বলে গান গাই,
ভালবাসি বলে ভালবাসি,

কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
না হয় শুনোনা মোর গান,
ভালবাসা ঢাকা রবে মনে ;
অনুগ্রহ করে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরোনা এজনে।

আবার

তুমি কেন আইলে হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে ?
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার সখা, সবাই আমার বঁধু,
সবারেই আমি ভালবাসি,
তারাও আমারে ভালবাসে,
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে ?

এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহের নিকেতন,
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।

কেহ হেথা নাইক নিষ্ঠুর,
কিছু হেথা নাইক কঠিন,
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতিদিন!
সমীর কোমল মন, আসে হেথা অনুক্ষণ,
যখনি সে পায় অবকাশ,
যখনি প্রভাত ফুটে, যখনি সে জেগে উঠে,
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ;
দুই বাহু প্রসারিয়া, আমারে বুকেতে নিয়া,
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়!
আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
নিশি যবে পোহায় পোহায়;
উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা
আমার এ মুখ পানে চায়,
নীরবে চাহিয়া রহে, নীরব নয়নে কহে
"সখা, আজ বিদায়—বিদায়!"
ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতি দিন আসে মোর পাশ।
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস;
অতি ধীরে আলিঙ্গন করে,
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে "হায় হায়!"

কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রু বিন্দু সুধীরে শুখায়।
সবাই আমার মন বুঝে,
সবাই আমার দুঃখ জানে,
সবাই করুণ আঁখি মেলি
চেয়ে থাকে এই মুখপানে!
যে কেহ আমার ঘরে আসে
সবাই আমারে ভালবাসে,
তবে কেন তুমি এলে হেথা,
এ আমার সাধের আবাসে!

ফের' ফের'—ও নয়ন ভাবহীন ও বয়ন
আনিও না এ মোর আলয়ে
আমরা সখারা-মিলি আছি হেথা নিরিবিলি
আপনার মনোদুঃখ লয়ে।
এমনই হয়েছে শান্ত মন,
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা;
ভাল লাগে বিহঙ্গের গান,
ভাল লাগে তটিনীর কথা।
ভাল লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,
ভাল লাগে, সারাদিন বসে
দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।
এইরূপে সায়াহ্নের কোলে

রচেছি গোধূলি-নিকেতন,
দিবসের অবসান কালে
পশে হেথা রবির কিরণ।
আসে হেথা অতি দূর হতে
পাখীদের বিরামের তান,
ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা বাতাসের
থেকে থেকে মরণের গান।
পরিশ্রান্ত অবশ পরাণে
বসিয়া রয়েছি এই খানে।

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে,
নিও না, নিও না মন মোর;
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের ডোর!
আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর,
আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে
এ আমার গোধূলীর ঘর,
আবার আশ্রয় হারা, ঘুরে ঘুরে হই সারা,
ঝটিকার মেঘ খণ্ড সম,
দুঃখের বিদ্যুৎ-ফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম,—
তাহা হলে এ জনমে, নিরাশ্রয় এ জীবনে

ভাঙা ঘর আর গড়িবে না,
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না!
কাল সবে গড়েছি আলয়,
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়,
আজি তা' দিও না যেন ভেঙে
রাখ' তুমি রাখ' এ বিনয়!

পাষাণী

জগতের বাতাস করুণা,
করুণা সে রবিশশিতারা,
জগতের শিশির করুণা,
জগতের বৃষ্টিবারিধারা!
জননীর স্নেহধারাসম
এই যে জাহ্নবী বহিতেছে,
মধুরে তটের কানে কানে
আশ্বাস-বচন কহিতেছে—
এও সেই বিমল করুণা—
হৃদয় ঢালিয়া বহে যায়,
জগতের তৃষা নিবারিয়া
গান গাহে করুণ ভাষায়!
কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে ঊষার কিরণ,

করুণা সে জননীর আঁখি,
করুণা সে প্রেমিকের মন ;—
এমন যে মধুর করুণা,
এমন যে কোমল করুণা,
জগতের হৃদয়-জুড়ানো
এমন যে বিমল করুণা,
দিন দিন বুক ফেটে যায়,
দিন দিন দেখিবারে পাই—
যারে ভালবাসি প্রাণপণে
সে করুণা তার মনে নাই !
পরের নয়ন জলে তার না হৃদয় গলে,
দুখেরে সে করে উপহাস,
দুখেরে সে করে অবিশ্বাস ;
দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে,
প্রেমের কোমল প্রাণে শত শত শেল ফুটে,
হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদিতে চায়,
কাঁদিয়া সে বলে "হায় ! হায়,
এ ত নহে আমার দেবতা,
তবে কেন রয়েছে হেথায় ?"

তুমি নও, সে জন ত নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে ?
এলে যদি এস তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে

একবার সব দিই ঢেলে,
তোমার সে কঠিন পরাণ
যদি তাহে এক তিল গলে,
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে !
কাঁদিবারে শিখাই তোমায়,
পর-দুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস,
করুণার সৌন্দর্য্য অতুল
ও নয়নে করে যেন বাস।
প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
করুণারে করেছ পীড়ন,
প্রতিদিন ওই মুখ হতে
ভেঙে গেছে রূপের মোহন।
কুবলয় আঁখির মাঝারে
সৌন্দর্য্য পাইনা দেখিবারে,
হাসি তব আলোকের প্রায়,
কোমলতা নাহি যেন তায়,
তাই মন প্রতিদিন কহে,
"নহে, নহে, এ জন সে নহে।"

শোন বঁধু শোন, আমি করুণারে ভালবাসি,
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি !
তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালবাসি বলে যেন কখনো কোরনা ভুল !

যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমিও কেবল তার পাষাণ-প্রতিমা খানি!
তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
কেবল রয়েছে তব, পাষাণ আকার তার!

দুদিন

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার জাল,
শীর্ণ বৃক্ষ শাখা যত ফুলপত্রহীন;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতি মাতা শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসন খানি দেছেন টানিয়া;
পশ্চিমে গিয়েছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যা বেলা,
বিদেশে আইনু শ্রান্ত পথিক একেলা!

রহিনু দুদিন।
এখনো রয়েছে শীত বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণ-ভরা চুম্বন পরশে
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
মৃত-শয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে!

এই যে ফিরানু মুখ, চলিনু পূরবে,
আর কিরে এ জীবনে ফিরে আসা হবে?
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর!
ঘটনা ঘটিবে কত, বরষ বরষ শত
জীবনের পর দিয়া হয়ে যাবে পার;
হয়ত বা একদিন অতি দূর দেশে,
আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে, বাতাস যেতেছে বয়ে,
একেলা নদীর ধারে রহিয়াছি বসে,
হুহু করে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে রে দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দুয়েকটি সুর তার উদিবে স্মরণে,
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধ গুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সে দিনের কথা গুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

পাষাণ মানব মনে সহিবে সকলি!
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল প্রাণ ভেঙে রেখে গেনু!
তার সেই মুখখানি—কাঁদো কাঁদো মুখ,

এলানো কুন্তল জালে ছাইয়াছে বুক,
বাষ্পময় আঁখি দুটি অনিমিখ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে ; অঞ্চল লুটিছে,—
থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,—
সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটে না মেটে না তবু তিয়াষ আমার ;—
শত ফুল দলে গড়া সেই মুখ তার,
স্বপনেতে প্রতি নিশি হৃদয়ে উদিবে আসি,
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র গ্রহের মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার,
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে,
"যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা ভাঙা স্বরে।

ফুরালো দুদিন—
শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন
এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।
অচল শিখর পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দুদিনে কণা তার যায়নি গলিয়া,

কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে।
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।
দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে!

পরাজয় সঙ্গীত

ভাল করে যুঝিলিনে, হল তোরি পরাজয়,
কি আর ভাবিতেছিস্, ম্রিয়মাণ, হা হৃদয়!
কাঁদ তুই, কাঁদ, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে!
জানিতাম জানিতাম হা—রে
এমনি ঘটিবে অবশেষে!
সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল
তোরি শুধু হল পরাজয়,
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বার বার পড়িল লুটিয়া।

সান্ত্বনা সান্ত্বনা করি ফিরি
সান্ত্বনা কি মিলিল রে মন ?
জুড়াইতে ক্ষত বক্ষঃস্থল
ছুরিরে করিলি আলিঙ্গন !
ইচ্ছা, সাধ, আশা যাহা ছিল
অদৃষ্ট সকলি লুটে নিল।

মনে হইতেছে আজি, জীবন হারায়ে গেছে
মরণ হারায়ে গেছে হায়,
কে জানে একি এ ভাব ? শূন্যপানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায় !
পরাজিত এ হৃদয়, জীবনের দুর্গ মম
মরণে করিল সমর্পণ
তাই আজ জীবনে মরণ !
জাগ্, জাগ্, জাগ্ ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর,
এই বেলা প্রাণপণ কর !
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস্‌নে আর ?
যাহা পাস্ আঁকড়িয়া ধর্
সম্মুখে অসীম পারাবার।

সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ !
গেল, গেল বুঝি নিয়ে গেল,
আবর্ত্ত করিল বুঝি গ্রাস।

শিশির

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ ?
শিশুটির কল্পনার মত
জনমি অমনি অবসান ?
ঘুম-ভাঙা ঊষা মেয়েটির
একটি সুখের অশ্রু হায়,
হাসি তার ফুরাতে ফুরাতে
এ অশ্রুটি ফুরাইয়া যায় !

টুক্‌টুকে মুখখানি নিয়ে
গোলাপ হাসিছে মুচকিয়ে,
বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে,
বায়ুরে মাতাল করি তুলে ;
প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
কাহারে তাহার প্রাণ চায়,
তুলিয়া অলস পাখা দুটি

ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে।
সেই হাসি-রাশির মাঝারে
আমি কেন থাকিতে না পাই ?
যেমনি নয়ন মেলি, হায়,
সুখের নিমেষটির প্রায়,
অতৃপ্ত হাসিটি মুখে লয়ে
অমনি কেন গো মরে' যাই ?”

শুয়ে শুয়ে অশোক পাতায়
মুমূর্ষু শিশির বলে “হায় !
কোন সুখ ফুরায়নি যার
তার কেন জীবন ফুরায় !”

“আমি কেন হইনি শিশির ?”
কহে কবি নিঃশ্বাস ফেলিয়া।
“প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া !
হে বিধাতা, শিশিরের মত
গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমারে করনি তবে দান ?”

সংগ্রাম সঙ্গীত

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম!
এত দিন কিছু না করিনু,
এত দিন বসে রহিলাম,
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার!
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার!
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার!
উষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,
গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুরন্ত অশান্তি এক দিয়াছে ছাড়িয়া!
প্রাণ হতে মুছিতেছে অরুণের রাগ,
দিতেছে প্রাণের মাঝে কলঙ্কের দাগ!
প্রাণের পাখীর গান দিয়াছে থামায়ে,
বেড়াত' যে সাধ গুলি মেঘের দোলায় দুলি,
তাদের দিয়েছে হায় ভূতলে নামায়ে!
ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা,
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা!

ফুল ফুটে, আমি আর দেখিতে না পাই,
পাখী গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর!
দিন হল, আলো হল, তবু দিন নাই,
আমি শুধু নেহারি পাথার অন্ধকার!

মিছা বসে রহিব না আর
চরাচর হারায় আমার।
রাজ্যহারা ভিখারীর সাজে,
দগ্ধ, ধ্বংস ভস্মপরি ভ্রমিব কি হাহা করি
জগতের মরুভূমি মাঝে?
আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম!
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম!
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা!
ফিরে নেব হারান সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়,
জগতের দূর হবে ভয়।

হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে!
দুঃখে বিঁধি কষ্টে বিঁধি জর্জ্জর করিব হৃদি
বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস,
অবশেষে হইবে সে বশ,
জগতে রটিবে মোর যশ!
বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়
উল্লাসে পূরিবে চারিধার,
গাবে রবি, গাবে শশি, গাবে তারা শূন্যে বসি
গাবে বায়ু শত শত বার।
চারিদিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার!

আমি-হারা

হায় হায়!
জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিলরে হৃদয় মাঝারে,
দুলিতরে অরুণ-দোলায়!
হাসি তার ললাটে ফুটিত,
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত

সুকোমল অধর শয়নে।
ঘুমাইলে, নন্দন-বালিকা
গেঁথে দিত স্বপন-মালিকা,
জাগরণে, নয়নে তাহার
ছায়াময় স্বপন জাগিত;
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,
চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে
জোস্নাময় অমৃত মাগিত।
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখীটির মত
হরষে করিত শুধু গান!
কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয় মাঝারে
দুলিতরে অরুণ-দোলায়?
সচেতন অরুণ কিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি!

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িলরে ধূলি,

হৃদয়ের অরণ্য আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।
নয়নে পড়িছে তার রেণু,
শাখা বাজে সুকুমার কায় ;
ঘন ঘন বহিছে নিঃশ্বাস
কাঁটা বিঁধে সুকোমল গায় !
ধূলায় মলিন হ'ল দেহ,
সভয়ে মলিন হ'ল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখ পানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক !

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
পা'য় পা'য় বাজিতেছে বাধা,
তরু-শাখা লাগিছে মাথায়।
চারিদিকে মলিন, আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাথা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবিকর ?"
কেঁদে কেঁদে সাথে সে চলিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর,
"কোথা গো শিশির-মাথা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবি-কর !"

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার
পথ হল পঙ্কিল, মলিন,
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হ'ল বলহীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায়!

রাখ' দেব, রাখ, মোরে রাখ',
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাক',
আজি চারিদিকে মোর এ কি অন্ধকার ঘোর,
একবার নাম ধরে ডাক'!
পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে
কত রব মৃত্তিকা বহিয়া?
ধূলিময় দেহখানি ধূলায় আনিছে টানি
ধূলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া!

হারায়েছি আমার আমারে,
আজ আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
কখন বা সন্ধ্যাবেলা, আমার পুরাণ' সাথী
মুহূর্ত্তের তরে আসে প্রাণে;
চারিদিক নিরখে নয়ানে।
প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,

নিজের সমাধি পরে নিজে বসি উপছায়া
যেমন নিঃশ্বাস ফেলে হায়,
কুসুম শুকায়ে গেলে, যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়,
তেমনি সে আসে প্রাণে চায় চারিদিক পানে
কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায়!
বলে শুধু "কি ছিল, কি হল,
সে সব কোথায় চলে গেল!"

* * * *

বহু দিন দেখি নাই তারে,
আসেনি এ হৃদয় মাঝারে।
মনে করি মনে আনি তার সেই মুখখানি,
ভাল করে মনে পড়িছে না,
হৃদয়ে যে ছবি ছিল, ধূলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা!
ভুলে গেছি কি খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কি কথা বলিত!
যে গান গাহিত সদা, সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে!
যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ চেয়ে
আর তাহা পড়ে না স্মরণে!
শুধু যবে হৃদি মাঝে চাই
মনে পড়ে—কি ছিল, কি নাই!

গান সমাপন

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর
শুধু গাই গান!
স্নেহময়ী মা'র কাছে শৈশবে শিখিয়াছিনু
দুয়েকটি তান।
শুধু জানি তাই,
দিবানিশি তাই শুধু গাই।
শত ছিদ্র-ময় এই হৃদয়-বাঁশিটি ল'য়ে
বাজাই সতত,
দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া যায়
মৃদুল নিঃশ্বাসে পরিণত!
আঁধার জলদ যেন ইন্দ্রধনু হয়ে যায়,
ভুলে যাই সকল যাতনা।
ভাল যদি না লাগে সে গান,
ভাল সখা, তা'ও গাহিব না!

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসার তলে,
আকাশের দৈত্য-বালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙি ফেলি অতীতের কারা।

আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না !
এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞান রত্ন রাশির মাঝারে,
আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখ পানে চাই ;
ভাল যদি না লাগে সে গান
ভাল সখা, তা'ও গাহিব না !

বড় ভয় হয়, পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি, সেই গান গাই ;
তোমাদের মুখ পানে চাই।
শ্রান্ত দেহ হীনবল নয়নে পড়িছে জল
রক্ত ঝরে চরণে আমার,
নিশ্বাস বহিছে বেগে, হৃদয় বাঁশিটি মম
বাজে না—বাজে না বুঝি আর !
দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, কেহ দেখিলে না চেয়ে
যত গান গাই !
বুঝি কারো অবসর নাই !
বুঝি কারো ভাল নাহি লাগে,
ভাল সখা, আর গাহিব না !

———

উপহার

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এয়েছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার শুধু চেয়েছিলে!
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,—
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি!
আগে কে জানিত বল কত কি লুকান' ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান,
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিণী তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।
আকাশের পানে চাই— সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া!

একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া!

বল দেখি কত দিন আসনি এ শূন্য প্রাণে,
বল দেখি কত দিন চাওনি হৃদয় পানে,—
বল দেখি কত দিন শোননি এ মোর গান,
তবে সখি গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান।

বল মোরে বল দেখি, এ আমার গানগুলি
কেন আর ভাল নাহি লাগে,
প্রাণের রাগিণী শুনি নয়নে জাগে না আভা
কেন সখি কিসের বিরাগে?
যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে?
তার সাথে মিলিছে না সুর?
তাই কি আসনা প্রাণে, তাই কি শোননা গান,
তাই সখি, রয়েছ কি দূর!
ভাল সখি, আবার শিখাও,—
আর বার মুখপানে চাও,
একবার ফেল অশ্রুজল
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি;
তা হলে পুরাণ সুর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি!
সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখি
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,

এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখি
শূন্য আছে প্রাণের কুটীর।
নহিলে আঁধার মেঘ রাশি
হৃদয়ের আলোক নিভাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য চার আনা

প্রকাশক

শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্ত সমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,
মরম কুঞ্জপর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিল কুল।

সখিরে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভস-রস গান।
বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদি-বসন্ত সো মাধা?
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্ত সমীর শ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্ত-কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

২

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম-মুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে!

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহ বিষে দহি বহি গেল রয়নী
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব
বিফল এ পীরিতি লেহা
বিফলরে এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফলরে এ মঝু দেহা!
চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন জল,
চল সখি চল গৃহকাজে,
মালতি মালা রাখহ বালা,
ছিছি সখি মরু মরু লাজে।
সখিলো দারুণ আধি-ভরাতুর
এ তরুণ যৌবন মোর,
সখিলো দারুণ প্রণয় হলাহল
জীবন করল অঘোর।
তৃষিত প্রাণ মম দিবস যামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,

যোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগয় মোয় ।
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,
সো দিন আসব সখিরে,
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,
মরিব হলাহল ভখিরে ।
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবন মরণে ।

৪

শ্যামরে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা
রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা পানে,—
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত,
পরাণ থেহ ন মানে।
গহন তিমিরনিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদম তরুমূলে,
ভূমিশয়নপর আকুল কুন্তল,
কাঁদয় আপন ভূলে।
মুগধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্যপর কহে করুণ স্বর
বাজেরে বাঁশরি বাজে।
নিঠুর শ্যামরে, কৈসন অব তুঁহু
রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেম পিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশি?

পীতবাস তুঁহু কথিরে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি ?
কনক হার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বনমালা ?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলিরে,
কনকাসন কর আলা !
এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে
ভানু কহে, ছি ছি কালা !
ঝটিতি আও তুহুঁ হমারি সাথে,
বিরহ ব্যাকুল বালা।

৫

সজনি সজনি রাধিকালো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার,
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জীর রাব
কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনক দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলি বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূঁথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুল মালিকা।

তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জ-পথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া।

৬

বঁধুয়া, হিয়া পর আওরে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ পর চাওরে !
যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর মধু-মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না !
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাসরে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ !
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয় মন,
কঁহি তব ও মুখচন্দ্র ?
ইথি ছিল আকুল গোপ নয়নজল,
কথি ছিল ও তব হাসি ?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি !
তুঝ মুখ চাহয়ি শত যুগ ভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করলয়ে
সকল মান অভিমান !
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগত চরাচর
দুঁহুঁক প্রেমরস ভোর।

৭

শুন সখি বাজত বাঁশি।
গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ
চন্দ্রম ডারত হাসি।
দক্ষিণ পবনে কম্পিত তরুগণ,
তম্ভিত যমুনা বারি,
কুসুম সুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিত গতি,
সরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারি-ভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলক-পরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম?
মধুর কাননে মধুর বাঁশরী
বজায় হমারি নাম?
কত কত যুগ সখি পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তবত মিলল সখি শ্যাম রতন মম,
শ্যাম পরাণক প্রাণ।
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি
জপত জপত তব নামে,

সাধ ভইল ময়্ দেহ ডুবায়ব
চাঁদ-উজল যমুনামে !
"চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদ-মগন মহী, ভয় ডর কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ।"

৮

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে॥
দেখ সজনি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে ;

আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ!
নীল আকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লি বিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল মালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা!"
চকিত গহন নিশি দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে।

ভনে ভানু অব শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান।

১০

বজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ-দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলিরে কান?
হানে থিরথির, মরম-অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরাণ।
কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
পহুগো কত শত পিরীত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায়, বঁধু, যমুনা-বারিম
ডারিব দগধ-পরাণ।
সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,

হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রম-কিরণে,
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে,
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

১১

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মুরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুম-বন মাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।

আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়!
অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায়!
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়।

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন্ হমায় !
নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম
রাধা বিলসত হাসি ।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণ রাশি ।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি ?
শ্যাম ঘুমায় হমারা,
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল, তব
শীতল জোছন-ধারা ।
তারক-মালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাওয়ে ভাগি,
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
জ্বাললি বিরহক আগি ।
ভানু কহত অব "রবি অতি নিঠুর,
নলিন-মিলন অভিলাষে
কত নর নারীক মিলন টুটাওত,
ডারত বিরহ-হুতাশে ।"

১৩

সজনি গো——

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা

নিশীথ যামিনীরে।

কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব

অবলা কামিনীরে।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত

ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।

দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,

থরহর কম্পত দেহ।

ঘন ঘন রিম্‌ ঝিম্‌ রিম্‌ ঝিম্‌ রিম্‌ ঝিম্‌,

বরখত নীরদ পুঞ্জ।

ঘোর গহন ঘন তাল তমালে

নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

বোল ত সজনী এ দুরুযোগে

কুঞ্জে নিরদয় কান

দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত

সকরুণ রাধা নাম।

সজনি——

মোতিম হারে বেশ বনা দে

সীঁথি লগা দে ভালে।

উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম

বাঁধহ মালতি মালে।

খোল দুয়ার ত্বরা করি সখিরে,
ছোড় সকল ভয়লাজে,
হৃদয়, বিহগসম ঝটপট করতহি
পঞ্জর-পিঞ্জর মাঝে।
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোর-ক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস।

১৪

বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু
বজর পাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম
ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গ-বসন তব, ভীঁখত মাধব
ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ ?
বইস বইস পহু কুসুমশয়নপর
পদযুগ দেহ পসারি,
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে
কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর
রাখ বক্ষপর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহু মৃণালক ডোর।

ভানু কহে বৃকভানুনন্দিনী
প্রেমসিন্ধু মম কালা
তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জ্বালা।

১৫

মাধব, না কহ আদর বাণী,
না কর প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু ঝূট বোলসি
পীরিত করসি তু মোয় ?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নমু
না পতিয়াব রে তোয়।
ছিদল-তরী সম কপট-প্রেমপর
ডারমু যব মনপ্রাণ,
ডুবমু ডুবমু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ।
মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর ?
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ,
ক্ষমহ গো কুবচন মোর !
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব
তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্ম্মম, ব্যথিমু হিয়া তব
ছোড়য়ি কুবচন-বাণ।

মিটল মান অব—ভানু হাসতহিঁ
হেরই পীরিত-লীলা।
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু
পীরিতি-সাগর-বালা।

১৬

সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন-পান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জল ধায়।
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত মৃদু মধু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদিল রাধা,
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল "শ্যামরে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধুগো রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,

আছয় কোন্ হমার।"
পড়ল ভূমিপর শ্যামচরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত।
মাধব বৈসল মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াস বচন মিঠ ভাষল,
ধরইল বালিক হাত।
সখিলো, সখিলো বোল'ত সখিলো
যত দুখ পাওল রাধা,
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে
পাওল তছু কছু আধা ?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর দূর চলি গেল।
অব সো মথুরাপুরক পন্থমে,
ইহ যব্ রোয়ত রাধা,
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন
চরণে কি তিলভর বাধা ?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে "অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই।"

১৭

বার বার সখি বারণ করনু
 ন যাও মথুরা ধাম।
বিসরি প্রেমদুখ, রাজভোগ যথি
 করত হমারই শ্যাম।
ধিক্ তুঁহু দাম্ভিক, ধিক্ রসনা ধিক,
 লইলি কাহারই নাম?
বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি
 সোকি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
 রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিতিকো, ব্রজ কামিনীকো,
 নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব্ তুঁহু ঠারবি, সো নব নরপতি
 জনিরে করে অবমান,
ছিন্ন কুসুমসম ঝরব ধরাপর,
 পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল
 বৃন্দাবন সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
 উপজল নব নব রঙ্গ।

ভানু কহত—অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলিনা,
হমার শ্যামক লেহ।

১৮

হম যব না রব সজনী—
নিভৃত বসন্ত-নিকুঞ্জ-বিতানে
আসবে নির্ম্মল রজনী,
মিলন-পিপাসিত আসবে যব সখি
শ্যাম হমারই আশে,
ফুকারবে যব রাধা রাধা
মুরলী উরধ-শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই
যব হম আওব না ;
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই
যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম ?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম ?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম
শ্যামক শত শত নারী ;
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি।
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে ?

হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে
কহ সখি, রোয়ব কে ?
ভানু কহে চুপি "মানভরে রহ
আও বনে ব্রজ-নারী,
মিলবে শ্যামক থরথর আদর
ঝরঝর লোচন বারি।"

১৯

মরণরে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

মরণরে,
শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব্, নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও।
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,

রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।"

২০

কো তুঁহু বোলবি মোয়।
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

গোপবধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীরপর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয় ?

তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয় ?

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি,
জনম চরণপর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয় ?

কড়ি ও কোমল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

কড়ি ও কোমল

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়!

পুরাতন

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে—
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে—
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,—
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে—
শুনিছে পাতার মরমর।
কি জানি কত কি আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,
সবাই ত ভুলে আছে—কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।
বাতাস যেতেছে বহি তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস,
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।
উঠিছে প্রভাত রবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া।

বারেক যে চলে যায়, তারে ত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া।
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়।
কি দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন।
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝ'রে-পড়া পাতার মতন।
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন;
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাক তবে ঢাক মুখ নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়োনা ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

নূতন

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর !
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশণি পাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর—
বিশাল পর্ব্বত কেটে, পাষাণ হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও ত পশে সূর্য্যকর !
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে ত যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়।
হের হের, হায়, হায়, যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণ জাল।
লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের—নিরাশার অতিথের—
ঘোর স্তব্ধ সমাধি আবাস,—
ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস।

এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
গৃহ-হারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হলে, অনাহূত আসে চলে,
বাসা বেঁধে করে কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ;
সঙ্গে করে আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না ত ভয়,
চারিদিক হতে তারে ছোট ছোট হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই যে রে মরুস্থল, দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এইখানে ছিল "পুরাতন",
এক দিন ছিল তার শ্যামল যৌবন ভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন ?

আগেকার মত ক'রে স্নেহে তার নাম ধ'রে
উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন ?
নহে নহে, সে কি হয় ! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা' নব ফুলচয়, ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক্, সব তার নিয়ে যাক্,
নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে।
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয়রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

———

উপকথা

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি গীত গান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধ ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা।
কভু মনে লয় হেন এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মত ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে,
কত নদী কত সিন্ধু পার।
সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।

বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা   না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসি কান্না লঘুকায়া   শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা,   জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি   মেঘরাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে   বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ   করে তাহা সমাপণ
খেলারই মতন ভেঙে যায়।

যোগিয়া

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চ'লে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।

জুঁই-সরোবর তীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্ খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে।
ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারিধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারিভিতে সঙ্গীতের মাধুরীতে
মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্নছবি।
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোনো রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলো ছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।
বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার,
কোন্ খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।

একিরে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্ম্মরে মিশালো।
না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কতনা প্রাতে চাহিয়া আকাশ পাতে
কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে তা'রা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা কত ম্লান ভালবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয় ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায় অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি-কোলাহল
শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—

কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে !
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা !
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো এ কেমন ধারা।
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন !"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;

বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই।
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন।"

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ?
ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে?

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশী,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নাই আর।

শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে
কি দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রু-জল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি

সম্মুখে র'য়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতিসন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,

আসিবে যাইবে, হায়, সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালবাসা।
তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম কানন,
তখনো রে কত লোকে কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।
নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে না-জানি ভাবিবে কা'রে!
না জানি সে কি কাহিনী—কি সুখ—কি স্মৃতি!

দূর হতে আসিতেছে—শুন কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে।
কত যৌবনের হাসি, কত উৎসবের বাঁশী,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্ম্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

ওই দূর খেলাঘরে খেলাই'ছ কা'রা!
উঠেছে মাথার পরে আমাদেরি তারা।
আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে দুলি,
আমাদেরি পাখীগুলি গেয়ে হল সারা।
ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা
হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গণা।

আমাদের পানে, হায়, ভুলেও ত নাহি চায়,
মোদের ওরা ত কেউ ভাই বলিবেনা।
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন,
না জানি রে আর কা'রা করিবে চুম্বন।
সরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা ত শুনাব না প্রাণের বেদন।

আমাদের খেলাঘরে কা'রা খেলাইছ!
সাঙ্গ না হইতে খেলা চ'লে এনু সন্ধেবেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙে কোথা ফেলাইছ।
হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
মাটিতে কাটিয়া রেখা কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন।
সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত।
তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা;
ভেবেছিনু চিরদিন রবে মুকুলিত।
কোথায় রে—কে তাহারে করিলি দলিত!
ওই যে শুকান ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
উহার মরম কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যে দিন ফুটেছিল, নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত অনিলে।

ওই যে শুকায় চাঁপা প'ড়ে একাকিনী,
তোমরা ত জানিবে না উহার কাহিনী।
কবে কোন্ সন্ধেবেলা ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবী রাগিণী।
যা'রে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চ'লে, সেত নেই আর!
একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার।
কত সুখ, কত ব্যথা সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে যুগ যুগান্তর।

মথুরায়

মিশ্র কাফী—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরায় উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী পরাণ মজিল সই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?

একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা এ নিশি পোহায়, হায় !
কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল।
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই।
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই ?

বনের ছায়া

কোথারে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ !
তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কল রোলে
স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ ;
কোথারে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ !

কোথারে স্থনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে,
অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা।
দূর হতে বায়ু এসে চলে যায় দূর-দেশে,
গীত গান যায় ভেসে কোন্ দেশে যায় তারা।
হাসি, বাঁশি, পরিহাস, বিমল স্থখের শ্বাস,
মেলা-মেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তারে;
কেহ খেলে, কেহ দোলে, ঘুমায় ছায়ার কোলে,
বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদী নীরে।
বকুল কুড়োয় কেহ কেহ গাঁথে মালাখানি;
ছায়াতে ছায়ার প্রায়, বসে বসে গান গায়,
করিতেছে কে কোথায় চুপি চুপি কানাকানি।
খুলে গেছে চুলগুলি, বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি,
আঙুলে ধরেছে তুলি আঁখি পাছে ঢেকে যায়,
কাঁকন খসিয়া গেছে খুঁজিছে গাছের ছায়।
বনের মর্ম্মের মাঝে বিজনে বাঁশরী বাজে,
তারি স্থরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়।
ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায়।
লতাপাতা কতশত খেলে কাঁপে কত মত,
ছোট ছোট আলোছায়া ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মত খেলে কত ছেলে মেয়ে।

কোথায় সে গুন্ গুন্ ঝর ঝর মরমর,
কোথা সে মাথার পরে লতাপাতা থরথর।

কোথায় সে ছায়া আলো, ছেলে মেয়ে, খেলাধূলি,
কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি।
কোথারে সরল প্রাণ, গভীর আনন্দ গান,
অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ।

কোথায়

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে।

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে।

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।

নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে।

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় ;
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে।

দেখ, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিয়াছে আকুল ;
পুরাণ' সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহভাবে,
হায়, কোথা যাবে।

খেলাধূলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে।
সুখে দুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে।
হায়, কোথা যাবে।

চির দিন তরে হবে পর।
এ-ঘর রবে না তব ঘর।

যারা ওই কোলে যেত, তারাও পরের মত,
বারেক ফিরেও নাহি চাবে।
হায়, কোথা যাবে।

হায়, কোথা যাবে!
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তবে মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও।
যাবে যদি, যাও।

শান্তি

থাক্ থাক্ চুপ কর তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা কান্না দেখে কান্না পাবে যে।
কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমালো, ওরে তোরা কাঁদাস্‌নে আর।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পূবের জানালাখানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায়;
কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি।

কত রাত গিয়েছিল হায় কোলেতে শুকান' ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।
কতদিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি পরে,
সমুখের কুসুম কাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেরে কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালবাসা।
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা দিয়েছে ফুরিয়ে।
সেই রবি উঠেছে সকালে ফুটেছে সমুখে সেই ফুল,
ও কখন্ খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল!
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয় বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখ ওরে—থাম' থাম' হেস না, কেঁদ না।

পাষাণী মা

হে ধরণী, জীবের জননী
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন সবে তোর কোলে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা।
কেন চায়—কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালবাসা।

কেন হেথা পাষাণ পরাণ,
　　কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর।
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
　　কেন তারে করে দেয় দূর।
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায়,
　　তার তরে কাঁদিসনে কেহ,
এই কি, মা, জননীর প্রাণ,
　　এই কি, মা, জননীর স্নেহ।

হৃদয়ের ভাষা

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরীতে শ্বাস করে হায় হায়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কিরে আমারই গান? ভাবিতেছি তাই।
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি,
সে কথা কেমন করে জেনেছে সবাই।

মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারিনে তাহা আমি শুধু হায়।

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ

শেলি

১

মধুর সূর্য্যের আলো, আকাশ বিমল,
সঘনে উঠিছে নাচি তরঙ্গ উজ্জ্বল।
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে
সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপ গুলি, শুভ্র-শৈল-শির;
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি,
পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিশ্বাস সমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ;
বাতাসের গান আর পাখীদের গান,
সাগরের জলরব
পাখীদের কলরব
এসেছে কোমল হ'য়ে স্তব্ধতার সঙ্গীত সমান।

২

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে
শৈবাল বিচিত্র বর্ণ ভাসে দলে দলে।
আমি দেখিতেছি চেয়ে,
উপকূল পানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি।
বিরলে বালুকাতীরে
একা বসে রয়েছি রে,
চারিদিকে চমকিছে জলের বিজুলী।
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান,
তাই হতে উঠিতেছে কি একটি তান।
মধুর ভাবের ভরে
হৃদয় কেমন করে
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর কোন প্রাণ।

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইক আরাম,
ভিতরে নাইক শান্তি বাহিরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষ ধন—
জ্ঞানী ঋষি যোগিগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে;
আনন্দ মগন মন
করে তারা বিচরণ
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।

নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর ;
পূর্ণ করে আছে এরা সকলেরি ঘর,
সুখে তারা হাসে খেলে,
সুখের জীবন বলে,
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন,
যেমন বাতাস এই সলিল যেমন।
মনে হয় মাথা থুয়ে
এই খানে থাকি শুয়ে,
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মত,
কাঁদিয়া দুঃখের প্রাণ
ক'রে দিই অবসান.
যে দুঃখ বহিতে হবে বহিয়াছি কত।
আসিবে ঘুমের মত মরণের কোল,
ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসিবে কপোল।
মুমুর্ষু শ্রবণ তলে
মিশাইবে পলে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল।

ব্রাউনিং জায়া

সারাদিন গিয়েছিনু বনে,
ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত
মুগ্ধ মধুপের মত
গান গাহিয়াছি আন্‌মনে।

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়।
যত চাপিলাম মুঠি
পাপ্‌ড়িগুলি গেল টুটি,
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কি বলিছ সখা হে আমার,
ফুল নিতে যাব কি আবার।
থাক্ বঁধু, থাক্ থাক্,
আর কেহ যায় যাক্,
আমি ত যাব না কভু আর।

শ্রান্ত এ হৃদয় অতি দীন,
পরাণ হয়েছে বল হীন।
ফুলগুলি মুঠা ভরি
মুঠায় রহিবে মরি,
আমি না মরিব যতদিন।

আনেষ্ট্ মায়ার্স্

আমায় রেখ না ধ'রে আর,
আর হেথা ফুল না'হ ফুটে।
হেমন্তের পড়িছে নীহার,
আমায় রেখ না ধ'রে আর।
যাই হেথা হতে যাই উঠে,
আমার স্বপন গেছে টুটে।
কঠিন পাষাণ পথে
যেতে হবে কোন মতে
পা দিয়েছি যবে।
একটি বসন্ত রাতে
ছিলে তুমি মোর সাথে,
পোহাল ত, চলে যাও তবে।

ওব্রে ডি ভিয়র

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস
একটি বিরল অশ্রুবারি
ধীরে ওঠে, ধীরে ঝ'রে যায় ;
শুনিলে তোমার নাম আজ,
কেবল একটুখানি লাজ—
এই শুধু বাকি আছে হায়।
আর সব পেয়েছে বিনাশ।
এক কালে ছিল যে আমারি,
গেছে আজ করি পরিহাস।

অগষ্টা ওয়েব্‌ষ্টার

গোলাপ হাসিয়া বলে, "আগে বৃষ্টি যাক্ চ'লে,
দিক্ দেখা তরুণ তপন,
তখন ফুটাব এ যৌবন।"
গেল মেঘ, এল উষা, আকাশের আঁখি হ'তে
মুছে দিল বৃষ্ট বারি কণা,
সেত রহিল না।
কোকিল ভাবিছে মনে, "শীত যাবে কতক্ষণে,
গাছপালা ছাইবে মুকুলে,
তখন গাহিব মন খুলে।"
কুয়াশা কাটিয়া যায়—বসন্ত হাসিয়া চায়,
কানন কুসুমে ভ'রে গেল,
সে যে মরে গেল।

ঐ

এত শীঘ্র ফুটিলি কেন রে!
ফুটিলে পড়িতে হয় ঝ'রে;
মুকুলের দিন আছে তবু,
ফোটা ফুল ফোটেনা ত আর।
বড় শীঘ্র গেলি মধু মাস,
দুদিনেই ফুরাল নিশ্বাস।
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেল যে সে ফেরেনা আবার।

মার্স্‌ষ্টন্

হাসির সময় বড় নেই,
দুদণ্ডের তরে গান গাওয়া ;
নিমেষের মাঝে চুম’ খেয়ে
মুহূর্ত্তে ফুরাবে চুম’ খাওয়া।
বেলা নাই শেষ করিবারে
অসম্পূর্ণ প্রেমের মন্ত্রণা ;
সুখস্বপ্ন পলকে ফুরায়,
তার পরে জাগ্রত যন্ত্রণা।
কিছুক্ষণ কথা ক’য়ে লও,
তাড়াতাড়ি দেখে লও মুখ ;
দুদণ্ডের খোঁজ দেখা শুনা,
ফুরাইবে খুঁজিবার সুখ।
বেলা নাই কথা কহিবারে
যে কথা কহিতে ফাটে প্রাণ ;
দেবতারে দুট কথা বলে
পূজার সময় অবসান।
কাঁদিতে রয়েছে দীর্ঘ দিন,
জীবন করিতে মরুময়,
ভাবিতে রয়েছে চিরকাল,
ঘুমাইতে অনন্ত সময়।

ভিক্‌টর হ্যুগো

বেঁচেছিল, হেসে হেসে,
খেলা ক'রে বেড়াত সে,
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কি হ'ল তোমার।
শত রঙ্‌-করা পাখী,
তোর কাছে ছিল না কি।
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার।
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি।
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি।
শত-তারা-পুষ্পময়ী
মহতী-প্রকৃতি অয়ি,
না হয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে —
অসীম ঐশ্বর্য্য তব
তাহে কি বাড়িল নব ?
নূতন আনন্দ কণা মিলিল কি ওরে ?
অথচ তোমারি মত বিশাল মায়ের হিয়া,
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া।

ম্যুর

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম
একা বন আলো করিয়া ;
রূপসী তাহার সহচরীগণ
শুকায়ে পড়েছে ঝরিয়া।

একাকিনী আহা, চারিদিকে তার
কোন ফুল নাহি বিকাশে,
হাসিতে তাহার মিশাইতে হাসি
নিশাস তাহার নিশাসে।

বোঁটার উপরে শুকাইতে তোরে
রাখিব না একা ফেলিয়া,
সবাই ঘুমায়, তুইও ঘুমা'গে'
তাহাদের সাথে মিলিয়া।
ছড়ায়ে দিলাম দলগুলি তোর
কুসুম-সমাধি-শয়নে,
যেথা তোর বন-সখীরা সবাই
ঘুমায় মুদিত নয়নে।

তেমনি আমার সখারা যখন
যেতেছেন মোরে ফেলিয়া,
প্রেমহার হতে একটি একটি
রতন পড়িছে খুলিয়া,
প্রণয়ী-হৃদয় গেল গো শুকায়ে
প্রিয়জন গেল চলিয়া,
তবে এ আঁধার আঁধার জগতে
রহিব বল কি বলিয়া।

ব্রাউনিং জায়া

ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে,
ছেলেবেলা ওই নামে আমায় ডাকিত,
তাড়িতাড়ি খেলা-ধূলা সব ত্যাগ করে
অমনি যেতেম ছুটে
কোলে পড়িতাম লুটে,
রাশিকরা ফুলগুলি পড়িয়া থাকিত।
নীরব হইয়া গেছে সে স্নেহের স্বর
কেবল স্তব্ধতা রাজে
আজি এ শ্মশান মাঝে,
কেবল ডাকি গো আমি ঈশ্বর—ঈশ্বর।
মৃত কণ্ঠে আর যাহা শুনিতে না পাই,
সে নাম তোমারি মুখে শুনিবারে চাই।
হাঁ সখা, ডাকিও তুমি সেই নাম ধরে,
ডাকিলেই সাড়া পাবে,
কিছু না বিলম্ব হবে,
তখনি কাছেতে যাব সব ত্যাগ করে।

ক্রিষ্টিনা রসেটি

কেমনে কি হ'ল পারিনে বলিতে,
এইটুকু শুধু জানি—
নবীন কিরণে ভাসিছে সে দিন
প্রভাতের তনুখানি।
বসন্ত তখনো কিশোর কুমার,
কুঁড়ি উঠে নাই ফুটি,
শাখায় শাখায় বিহগ বিহগী
বসে আছে দুটি দুটি।

কি যে হয়ে গেল পারিনে বলিতে,
এইটুকু শুধু জানি—
বসন্তও গেল তা'ও চলে গেল
একটি না কয়ে বাণী।
যা-কিছু মধুর সব ফুরাইল,
সেও হল অবসান,
আমারেই শুধু ফেলে রেখে গেল
সুখহীন ম্রিয়মাণ।

সুইন্‌বর্ণ্‌

রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে
মনটি আমার আমি গোলাপে রাখিনু ঢেকে ;
সে বিছানা সুকোমল, বিমল নীহার চেয়ে,
তারি মাঝে মনখানি রাখিলাম লুকাইয়ে।
একটি ফুল না নড়ে, একটি পাতা না পড়ে,
তবু কেন ঘুমায় না, চমকি চমকি চায় ?
ঘুম কেন পাখা নেড়ে উড়িয়ে পালিয়ে যায় ?
আর কিছু নয়, শুধু গোপনে একটি পাখী
কোথা হতে মাঝে মাঝে উঠিতেছে ডাকি ডাকি।

ঘুমা তুই, ওই দেখ্‌, বাতাস মুদেছে পাখা,
রবির কিরণ হতে পাতায় আছিস্‌ ঢাকা ;
ঘুমা তুই, ওই দেখ্‌, তো চেয়ে দুরন্ত বায়
ঘুমেতে সাগর পরে ঢুলে পড়ে পায় পায় ;
দুখের কাঁটায় কিরে বিঁধিতেছে কলেবর ?
বিষাদের বিষ-দাঁতে করিছে কি জরজর ?
কেন তবে ঘুম তোর ছাড়িয়া গিয়াছে আঁখি ?
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখী।

শ্যামল কানন এই মোহমন্ত্রজালে ঢাকা,
অমৃত-মধুর ফল ভরিয়ে রয়েছে শাখা ;

স্বপনের পাখীগুলি চঞ্চল ডানাটি তুলি,
উড়িয়া চলিয়া যায় আঁধার প্রান্তর পরে ;
গাছের শিখর হতে ঘুমের সঙ্গীত ঝরে।
নিভৃত কানন পর শুনিনা ব্যাধের স্বর,
তবে কেন এ হরিণী চমকায় থাকি থাকি।
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখী।

ক্রিষ্টিনা রসেটি

দেখিনু যে এক আশার স্বপন
শুধু তা স্বপন, স্বপনময়,
স্বপন বই সে কিছুই নয়।
অবশ হৃদয় অবসাদময়
হারাইয়া সুখ-শ্রান্ত অতিশয়
আজিকে উঠিনু জাগি
কেবল একটি স্বপন লাগি।

বীণাটি আমার নীরব হইয়া
গেছে গীত গান ভুলি,
ছিঁড়িয়া টুটিয়া ফেলেছি তাহার
একে একে তারগুলি।

নীরব হইয়া রয়েছে পড়িয়া
সুদূর শ্মশান পরে,
কেবল একটি স্বপন তরে।

থাম্ থাম্ ওরে হৃদয় আমার,
থাম্ থাম্ একেবারে
নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি
একেবারে ভেঙে যা'রে—
এই তোর কাছে মাগি।
আমার জগৎ, আমার হৃদয়
আগে যাহা ছিল এখন্ তা নয়
কেবল একটি স্বপন লাগি।

হৃদ্

নহে নহে, এ নহে মরণ।
সহসা এ প্রাণপূর্ণ নিশ্বাস বাতাস
নীরবে করে যে পলায়ন,
আলোতে ফুটায় আলো এই আঁখি তারা
নিবে যায় একদা নিশীথে,
বহে না রুধির নদী,—সুকোমল তনু
ধুলায় মিলায় ধরণীতে,

ভাবনা মিলায় শূন্যে, মৃত্তিকার তলে
রুদ্ধ হয় অমর হৃদয়—
এই মৃত্যু ? এ ত মৃত্যু নয়।
কিন্তু রে পবিত্র শোক যায় না যে দিন
পিরিতির স্মিরিতি মন্দিরে,
উপেক্ষিত অতীতের সমাধির পরে
তৃণরাজি দোলে ধীরে ধীরে।
মরণ-অতীত চির-নূতন পরাণ
স্মরণে করে না বিচরণ,
সেই বটে সেই ত মরণ !

কোন জাপানী কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে

বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া,
বাতাসেতে দেবদারু উঠিছে শ্বসিয়া।
দিবসের পরে বসি রাত্রি মুদে আঁখি,
নীড়েতে বসিয়া যেন পাহাড়ের পাখী।
শ্রান্ত পদে ভ্রমি আমি নগরে নগরে,
বিজন অরণ্য দিয়া পর্ব্বতে সাগরে।
উড়িয়া গিয়াছে সেই পাখীটি আমার,
খুঁজিয়া বেড়াই তারে সকল সংসার।

দিন রাত্রি চলিয়াছি—শুধু চলিয়াছি—
ভুলে যেতে ভুলিয়া গিয়াছি।
আমি যত চলিতেছি রৌদ্র বৃষ্টি বায়ে
হৃদয় আমার তত পড়িছে পিছায়ে।
হৃদয় রে, ছাড়াছাড়ি হল তোর সাথে,
একভাব রহিল না তোমাতে আমাতে।
নীড় বেঁধেছিনু যেথা যা'রে সেইখানে,
একবার ডাক্ গিয়ে আকুল পরাণে।
কে জানে, হতেও পারে, সে নীড়ের কাছে
হয়ত পাখীটি মোর লুকাইয়ে আছে।
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টি জলে আমি ভ্রমিতেছি,
ভুলে যেতে ভুলিয়ে গিয়েছি।
দেশের সবাই জানে কাহিনী আমার,
বলে তা'রা "এত প্রেম আছে বা কাহার।
পাখী সে পালায়ে গেছে কথাটি না বলে,
এমন ত সব পাখী উড়ে যায় চলে।
চিরদিন তারা কভু থাকে না সমান,
এমন ত কত শত রয়েছে প্রমাণ।
ডাকে, আর গায়, আর উড়ে যায় পরে,
এ ছাড়া বল ত তা'রা আর কিবা করে?
পাখী গেল যার, তার এক দুঃখ আছে—
ভুলে যেতে ভুলে সে গিয়াছে।

সারাদিন দেখি আমি উড়িতেছে কাক,
সারারাত শুনি আমি পেচকের ডাক।

চন্দ্র উঠে অস্ত যায় পশ্চিম সাগরে,
পূরবে তপন উঠে জলদের স্তরে।
পাতা ঝরে, শুভ্র রেণু উড়ে চারিধার,
বসন্ত মুকুল এ কি? অথবা তুষার?
হৃদয় বিদায় লই এবে তোর কাছে—
বিলম্ব হইয়া গেল—সময় কি আছে?
শান্ত হ'রে—একদিন সুখী হবি তবু
মরণ সে ভুলে যেতে ভোলে না ত কভু।

বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ

দিনের আলো নিবে এল, সূর্য্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়।
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে।
কত দিনের লুকোচুরী কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসি মুখ
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে না যায় লেখাজোকা।

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বাণ এল সে কোথা।
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা;
সে দিনো কি এম্নিতর মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে কি হল তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।

———

সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে, সাতটি চাঁপা ভাই ;
রাঙা-বসন পারুল দিদি, তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি কর্ত্তেছে টুক্‌টুক্‌।
ঘুমটি ভাঙে পাখির ডাকে রাতটি যে পোহালো,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে চাঁপার মত আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে মুখখানি বের করে,
কি দেখ্‌চে সাত ভায়েতে সারা সকাল ধ'রে।

দেখ্‌চে চেয়ে ফুলের বনে গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে, চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায় দুষ্টু ছেলের মত,
লতায় পাতায় হেলাদোলা কোলাকুলি কত।
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌চে ভাই বোন্‌,
দুখিনী এক মায়ের তরে আকুল হল মন।

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন বুকের দুরু দুরু।
কেবল শুনি কুলুকুলু এ কি ঢেউয়ের খেলা,
বনের মধ্যে ঘুঘু ডাকে সারা দুপুর বেলা।

মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে খুঁজে বেড়ায় কা'কে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ক'রে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে শুন্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা মনে পড়ে আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে মেঘ চলেছে ভেসে,
পাখীগুলি উড়ে উড়ে চলেছে কোন্ দেশে।
প্রজাপতির বাড়ি কোথায় জানে না ত কেউ,
সমস্ত দিন কোথায় চলে লক্ষ হাজার ঢেউ।
দুপুর বেলা থেকে থেকে উদাস হল বায়,
শুক্‌নো পাতা খসে পড়ে কোথায় উড়ে যায়।
ফুলের মাঝে গালে হাত দেখ্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে কাঁদ্‌চে প্রাণ মন।

সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল স্তব্ধ পাখীর ডাক,
থেকে থেকে করচে কা কা দুটো একটা কাক।
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি, পূবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি চাঁপা ফুলের ঘরে।
"গল্প বল পারুল দিদি" সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে মনে পড়ে মাকে।

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে, ঝাঁঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল আটটি ভাই বোন।

সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মাকে,
সকাল বেলা "জাগো জাগো" পারুল দিদি ডাকে।

পুরানো বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা,
পুকুর ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা,
কঠিন বাহু আঁকা বাঁকা,
স্তব্ধ যেন আছ আঁকা,
শিরে আকাশ পট।
নেবে নেবে গেছে জলে,
শিকড়গুলো দলে দলে,
সাপের মত রসাতলে,
আলয় খুঁজে মরে।

শতেক শাখা বাহু তুলি,
বায়ুর সাথে কোলাকুলি,
আনন্দেতে দোলাদুলি,
গভীর প্রেম ভরে।
ঝড়ের তালে নড়ে মাথা,
কাঁপে লক্ষ কোটি পাতা,
আপন মনে কি গাও গাথা,
দুলাও মহাকায়া।
তড়িৎ পাশে উঠে হেসে,
ঝড়ের বেলা ঝটিৎ এসে,
দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে,
তলে গভীর ছায়া।
দখিন বায়ু তোমার কোলে
তোমার বাহু পরে দোলে,
গান গাহে সে উতরোলে,
ঘুমোলে তবে থামে।
পাতার ফাঁকে তারা ফুটে,
পাতার কোলে বাতাস লুটে,
ডাইনে তব প্রভাত উঠে,
সন্ধ্যা টুটে বামে।

নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট ?

কতই শাখী তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে,
ছোট ছেলেরে তাদেরি মত
ভুলে কি যেতে আছে ?
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধেছিল যে নীড়,
ডালেপালায় সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড়।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক্ দু-নয়নে ?
তোমার তলে মধুর ছায়া
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে
শালিখ পাখী দুটি।
ভাঙা ঘাটে নাইত কারা
তুল্‌ত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
করত টলমল।
জলের উপর রোদ প'ড়েছে
সোনামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া।

ছোট ছেলে রইত চেয়ে
বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।
বায়ুর মত খেল্‌ত যদি
তোমার চারিভিতে,
ছায়ার মত শুত যদি
তোমার ছায়াটিতে।
পাখীর মত উড়ে যেত
উড়ে আস্‌ত ফিরে,
হাঁসের মত ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে।
নাইচে যারা তাদের মত
নাইতে যেত যদি,
জল আন্‌তে যেত পথে
কোথায় গঙ্গা নদী।
খেল্‌ত যে সব ছেলেগুলি
ডাক্‌ত যদি তারে,
তাদের সাথে খেল্‌ত সুখে
তাদের ঘরে দ্বারে।

মনে হ'ত তোমার ছায়ে
কতই কিযে আছে,

কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাক্‌ত গাছে।
মনে হ'ত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।
আমি যদি তাদের হতেম,
কেন হলেম পর?
ছায়ার তলে তারা থাকে
পাতার ঝরঝরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে।
দূরে বাজে মূলতানে তান
পড়ে আসে বেলা,
ঘাসে বসে দেখে তারা
আলো ছায়ার খেলা।
সন্ধ্যে হ'লে বেণী বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে
খেলায় ঝুলি ঝুলি।
গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারিভিত,
চাঁদের আলোয় শুভ্রতনু—
ঝিমি ঝিমি গীত।
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিত মশাই,

বেত হাতে নাইক বসে
মাধব গোঁসাই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা,
পুকুর ধারে আঁধার-করা
বট গাছের তলা।

আজকে কেন নাইক তারা,
আছে আর সকলে,
তারা তাদের বাসা ভেঙে
কোথায় গেছে চলে।
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙে দিল কে?
ছায়া কেবল রৈল পড়ে,
কোথায় গেল সে?
ডালে বসে পাখীরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে?
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে?
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপে খাপে,
পাখীর সঙ্গে মিলেমিশে
ছিল চুপেচাপে,—

দুপুর বেলা নূপুর তাদের
বাজ্‌ত অনুক্ষণ,
শুনে ছোট ভাই ভগিনীর
আকুল হ'ত মন।
ছেলেবেলায় ছিল তারা,
কোথায় গেল শেষে।
গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি
মাসি-পিসির দেশে।

হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী, একরত্তি মেয়ে।
াসিখুসি চাঁদের আলো মুখটি আছে ছেয়ে।
টফুটে তার দাঁত ক'খানি পুট্‌পুটে তার ঠোঁট্।
খের মধ্যে কথাগুলি সব্ উলোট পালোট্।
চি কচি হাত দুখানি, কচি কচি মুঠি,
খ নেড়ে কেউ কৈলে কথা হেসেই কুটিকুটি।
াই তাই তাই তালি দিলে দুলে দুলে নড়ে,
লগুলি সব কালো কালো মুখে এসে পড়ে।
চলি—চলি—পা—পা", টলি টলি যায়,
রবিণী হেসে হেসে আড়ে আড়ে চায়।
তটি তুলে চুড়ি দু-গাছি দেখায় যাকে তাকে,
সির সঙ্গে নেচে নেচে নোলক দোলে নাকে।

রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে মুক্ত' আছে ফ'লে'
মায়ের চুমোখানি যেন মুক্ত' হয়ে দোলে !
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে ডাকে আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোথেকে এল চাঁদের মত মেয়ে !
কচি প্রাণের হাসিখানি চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি আরো বেশী ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ কেমন ক'রে আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি নেমে আস্‌বে কাছে।
সুধা মুখের হাসিখানি চুরি করে নিয়ে,
রাতারাতি পালিয়ে যাবে মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখ্‌ব ধ'রে রাণীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা রবে হাসিরাশিতে।

মা লক্ষ্মী

কার পানে, মা, চেয়ে আছ
মেলি দুটি করুণ আঁখি !
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখী।
কে কারে কি বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা,

করুণায় যে ভরে এল
দুখানি তোর আঁখির পাতা।
খেল্‌তে খেল্‌তে মায়ের আমার,
আর বুঝি হ'ল না খেলা,
ফুলের গুচ্ছ কোলে প'ড়ে
কেন মা এ হেলাফেলা।
অনেক দুঃখ আছে হেথায়,
এ জগৎ যে দুঃখে ভরা,
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।
লক্ষ্মী আমার বল্‌ দেখি মা
লুকিয়ে ছিলি কোন্‌ সাগরে,
সহসা আজ কাহার পুণ্যে
উদয় হলি মোদের ঘরে।
সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলি
হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা।
থামো, থামো, ওর কাছেতে
কোয়োনা কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে
কেউ কারে দিওনা ব্যথা।
সইতে যদি না পারে ও,
কেঁদে যদি চলে যায়—

এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে
　　ফুলের মত ঝরে যায়।
ওযে আমার শিশির কণা,
　　ওযে আমার সাঁঝের তারা,
কবে এল কবে যাবে,
　　এই ভয়েতে হইরে সারা।

আকুল আহ্বান

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
　　আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি,
　　আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
　　মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না!
একে একে সবাই ঘরে এল,
　　আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না!
সময় হ'ল বেঁধে দেব চুল,
　　পরিয়ে দেব রাঙা কাপড় খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
　　কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী!

রাত হ'ল, আঁধার করে আসে
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
শূন্য শয়ন শূন্য পানেই চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।
শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে,
মায়ের তরে আছে তবু চেয়ে।

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
চুপি চুপি আয় মা মায়ের কাছে।
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া?

মায়ের আশা

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
একটি সে ত পর'তে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও রবে না তার তরে।
তার তরে যে মা কেবল আছে,
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মার অশ্রুজল,
কিছু নাই—নাই আর কেহ।
খেল্‌ত যারা তারা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা আজও তারা হাসে,
তার তরে যে কেহ ব'সে নেই
মা শুধু রয়েছে তার আশে।
হায় গো বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মার ভালবাসা!
কত জনের কত আশা পূরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা!

পত্র*

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ—

স্থলচর বরেষু।

জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্র লোকের গায়ে প'ড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে যে বাস করা দায় ভন্‌ভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই—কোথায় পালাই—জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গা-প্রাপ্তির আশা করে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না ব'লে ক'য়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।

দুনিয়ার এ মজ্‌লিষেতে এসেছিলেম গান শুন্‌তে;
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে রাগ রাগিণীর জাল বুন্‌তে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাঁশি,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুন্‌তে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গী ক'রে বেঁকে বলে—
"আমার কথা শোন সবাই গান শোন আর নাই শোন।
গান যে কা'কে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব, তাই শোন।"

---

*নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত।

টীকে করেন ব্যাখ্যা করেন, জেঁকে ওঠে বক্তিমে,
কে দেখে তার হাত পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমে।
চন্দ্র সূর্য্য জ্বলচে মিছে আকাশ খানার চালাতে—
তিনি বলেন "আমিই আছি জ্বলতে এবং জ্বালাতে।"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ হয়নাক তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক্ না সবাই টপ্পা খেয়াল ধুরবোদ,—
গায় না যে কেউ—আসল কথা নাইক কারো সুর বোধ!
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়চে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে!
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায় বেকার যত ছেলেপিলে,—
কর্ণ ধ'রে পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে তাই উড়েছে এত ধুলো।
ক্ষুদে ক্ষুদে "আর্য্য"গুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন "আমি কল্কি" গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি।
পাড়ায় এমন কত আছে কত কব' তার,
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা' অবতার।
দাঁতের জোরে হিন্দু-শাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
দাঁতকপাটি লাগে, তাদের দাঁত খিঁচুনীর ভঙ্গী দেখে।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বা-ওয়ালা সঙের দল।

বাক্য-বন্যা ফেনিয়ে আসে ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে,
কোন ক্রমে রক্ষে পেলেম মা-গঙ্গারি ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা কুলুকুলু তান।
সাগর পানে বহন করে গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো আঁধার খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরি ঢেউ।
সারাদিবস হেলে দোলে দেখে না ত কেউ।
পূর্ব্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে সন্ধ্যা নেমে যায়।
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।
ঝাউবনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে।
এই শান্তি সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম সুখে ছিলেম খুব।

জান ত ভাই আমি হচ্চি জলচরের জাত,
আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই—ভাসি দিন রাত।
রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ্ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখ্‌লে আবার ডুবি অগাধ জলে,
এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।

তুমি কেন ছিপ্ ফেলেছ শুক্‌নো ডাঙায় বসে ?
বুকের কাছে বিদ্ধ করে টান মেরেচ কসে।
আমি তোমায় জলে টানি তুমি ডাঙায় টান',
অটল হয়ে বসে আছ হার ত নাহি মান।
আমারি নয় হার হয়েছে তোমারি নয় জিৎ—
খাবি খাচ্চি ডাঙায় পড়ে হয়ে পড়ে চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চল, ছিপ গুটিয়ে নাও,—
রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা ঢাক পিটিয়ে দাও।

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয় ;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ, গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে-হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার !

তারায় তারায় সদা থাকে চোকে চোকে
অন্ধকারে অসীম গগনে।

ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম,
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কি আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম—চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে
অনন্তের মাঝখানে দুদণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে পড়ে' রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর!

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী
শূন্য-ঘেরি জগতের ভীড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি
আমাদের দুদণ্ডের নীড়,—
কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রি বেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি।

তাই মনে ক'রে কিরে চোকে জল আসে
একটুকু চোকের আড়ালে।
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসে
সেও কি রবে না এক কালে।
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার।
ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।

পত্র

(১)

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা,
　　দুলিতেছে আকাশ সাগরে,—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
　　শুধু কি মা যাব খেলা করে।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
　　অরণ্য বহিছে ফুল ফল,—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
　　গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল।

শুধু কি মা হাসি-খেলা প্রতি দিন রাত,
　　দিবসের প্রত্যেক প্রহর।
প্রভাতের পরে আসি নূতন প্রভাত
　　লিখিছে কি একই অক্ষর।
কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে,
　　অলস নয়ন নিমীলন,
দণ্ড-দুই ধরণীর ধূলিতে লুটায়ে
　　ধূলি হয়ে ধূলিতে শয়ন।

নাই কি, মা, মানবের গভীর ভাবনা,
　　হৃদয়ের সীমাহীন আশা।
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
　　জীবনের অনন্ত পিপাসা।

হৃদয়েতে শুষ্ক কি, মা, উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন।
জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন।

শুনোনা কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা।
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি
শকুনির মত নির্ম্মমতা।
শুনোনা করিছে কারা কথা কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে।

তুমি এস দূরে এস, পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেল বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি।
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।

আছে মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্ত্ত্যের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।

কেন মা, তোমারে কেহ চাহেনা জানাতে
মানবের উচ্চ কুলশীল,
অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
তোমার যে সুগভীর মিল।
কেন কেহ দেখায় না, চারিদিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার।
ঘেরি তোরে, ভোগ-সুখ ঢালি নব নব
গৃহ বলি রচে কারাগার।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
চেয়ে দেখ আকাশের পানে,
পড়ুক বিমল-বিভা, পূর্ণ রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমল-নয়ানে।

আনন্দে ফুটিয়া ওঠ শুভ্র সূর্য্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মত,
দাঁড়াও সায়াহ্ন মাঝে পবিত্র হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত।

শোন শোন উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্ব-চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল।
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্য পথ দিয়া,
উঠিছে সঙ্গীত কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্।

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে.
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।

জেনো মা এ সুখে-দুঃখে-আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরোনা কোরোনা অবিশ্বাস।
সুখ বলে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কি যে চাই জানিনা আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

ক্ষুদ্র সুখ ভেঙে যায় না সহে নিশ্বাস,
ভাঙে বালুকার খেলাঘর,
ভেঙে গিয়ে বলে দেয়, এ নহে আবাস,
জীবনের এ নহে নির্ভর।
সকলে শিশুর মত কত আব্‌দার
আনিছে তাঁহার সন্নিধান,
পূর্ণ যদি নাহি হ'ল, অমনি তাহার
ঈশ্বরে করিছে অপমান।

কিছুই চাবনা মাগো আপনার তরে,
পেয়েছি যা' শুধিব সে ঋণ,
পেয়েছি যে প্রেম সুধা হৃদয় ভিতরে,
ঢালিয়া তা' দিব নিশিদিন।

সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ,
নিশিদিসি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মত
ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মত শির নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা।
জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্ব প্রায়
এই কিরে সুখের লক্ষণ।

এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে
মানবত্ব এ নয় এ নয়।
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানব-হৃদয়।
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন
আপনার আত্মার মাঝার।
চারিদিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণ মন,
হেথা আছে, কোথা নেই আর।
বাহিরের সুখ সে, সুখের মরীচিকা,
বাহিরেতে নিয়ে যায় ছলে,
যখন মিলায়ে যায় মায়া কুহেলিকা,
কেন কাঁদি সুখ নেই বলে।

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তি-নিকেতনে
চিরজ্যোতি চির ছায়াময়।
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত আলয়ে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্য-জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহা সুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখ শান্তিদান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়েরি সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা ;
মানবেরে জ্যোতি দাও, কর আশীর্ব্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্ত্তি মধুরিমা।

কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে
কিছুতে মা বলিতে না পারি,
স্নেহ মুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্ব্বাদ কর মা গ্রহণ।

বান্দোরা

পত্র

(২)

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।

ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ,
তরী কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এস মা উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত-হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে।

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ পরাণ।
শাণিত ছুরীর মত বিঁধাইয়া বাণী,
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোক,
পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।
ব্যথিত, করুক স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃত নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর।

তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগুধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভাল।

বান্দোরা

পত্র

(৩)

আমার এ গান, মাগো, শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে?
আমার প্রাণের কথা
নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মত যাবে কি মা ভেসে।

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের পরে নাম ধরে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির আশীর্ব্বাদ সম কাছে কাছে থাকে।

বিজনে সঙ্গীর মত করে যেন বাস।
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।

পড়িয়া সংসার ঘোরে
কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস।

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্ব্বল পরাণে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পূরে,
ইষ্টমন্ত্রসম সদা বাজে তোর কানে।

আমার এ গান যদি সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয় তোমার ভূষণ।
পৃথিবীর ধূলিজাল
ক'রে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন।

আমার এ গান যদি নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হ'য়ে এলাইয়া ডানা।
সৌরভের মত তোরে
নিয়ে যায় চুরি করে,
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা।

এ গান যদি রে হয় তোর ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।

তোমার মুখের পরে
জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা।

আমার এ গান যদি পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরাণে।
তপ্ত শোণিতের মত
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যদি তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ আঁখি।
যবে হায় সব গান
হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যদি বেঁচে থাকি।

খেলা

পথের ধারে অশথ্-তলে
মেয়েটি খেলা করে ;
আপন মনে আপনি আছে
সারাটি দিন ধ'রে।
উপর পানে আকাশ শুধু,
সমুখ পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ্ পড়েছে
মধুর পথ ঘাট।
দুটি একটি পথিক চলে
গল্প করে হাসে।
লজ্জাবতী বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।
আকাশ-ঘেরা মাঠের ধারে
বিশাল খেলা-ঘরে,
একটি মেয়ে আপন মনে
কতই খেলা করে।

মাথার পরে ছায়া পড়েছে
রোদ পড়েছে কোলে,
পায়ের কাছে একটি লতা
বাতাস পেয়ে দোলে।

মাঠের থেকে বাছুর আসে
দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
ড্যাবা ড্যাবা চোক।
কাঠ-বিড়ালী উস্কখুস্ক
আশে পাশে ছোটে,
শব্দ পেলে লেজটি তুলে
চমক খেয়ে ওঠে।
মেয়েটি তাই চেয়ে দেখে
কত যে সাধ যায়,
কোমল গায়ে হাত বুলায়ে
চুমো খেতে চায়।

সাধ যেতেছে কাঠ-বিড়ালী
তুলে নিয়ে বুকে,
ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু
খাবার দেবে মুখে।
মিষ্টি-নামে ডাক্‌বে তারে
গালের কাছে রেখে,
বুকের মধ্যে রেখে দেবে
আঁচল দিয়ে ঢেকে।
"আয় আয়" ডাকে তাই
করুণ স্বরে কয়,

খেলাধুলো তার হলো নাকো আর, হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত দেখাত না কা'রে আর।

আশীর্ব্বাদ

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

ছোট ছোট হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারি ধারে।
সোনার রবির আলো কত তার লাগে ভালো,
ভাল লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি, ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে, এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,

বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

তোমার কোলের কাছে কত সাধে আসিয়াছে,
তোমা-পরে কত না বিশ্বাস।
ঐ কোল হ'তে খ'সে এ যেন গো পথে ব'সে
একদিন না ফেলে নিশ্বাস।
নতুন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে,
এত শত লোক আছে এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটি না ক'য়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো এ বিশ্বাস রেখো রেখো,
পাথারে দিওনা বিসর্জ্জন।

ক্ষুদ্র এ মাথার পর রাখ গো করুণ-কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা।
এ ঘোর সংসার মাঝে এসেছে কঠিন কাজে,
আসেনি করিতে শুধু খেলা।
দেখে মুখ শতদল চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে, সুকুমার প্রাণ ছিঁড়ে হয় খান্ খান্,
জীবনের পারাবারে যুঝি।

এই হাসি মুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ।
উহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ।
বল, "সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক্ বাতাস,—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।"

বসন্ত অবসান

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান।
কখন্ বসন্ত গেল এবার হল না গান।

এবার বসন্তে কিরে যূঁথীগুলি জাগে নিরে?
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান?
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না ত, চলে গেল ম্রিয়মাণ।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান।

যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধে-বেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান।

বসন্তের শেষ রাতে এসেছিরে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা কি তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান।

বাঁশি

বেহাগ—আড়াখেমটা।

ওগো শোন কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোন কে বাজায়।

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোন কে বাজায়।

বিরহ

ভৈরবী—একতালা

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচি রে।

যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছি রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে।

ওই বাঁশি স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি।
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি!

আমি   সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো   আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব।

বাকী

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

বিলাপ

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওগো   এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাশরি।
তবে   সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজেনা বাঁশরী।

সখি হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন
সেথা কি পবন বহে না।
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
মোর কথা তারে কহে না।
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে।
যবে কুসুম শয়নে নয়নে নয়নে
কেটে ছিল সুখ রাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথী রে।
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখিজল।
না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধ না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে সব' বেদনা।

ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসেনা।

সারাবেলা

মিশ্র ভৈরবী—আড়াখেমটা।

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কি খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।

সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুল বনে।

আকাঙ্ক্ষা

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়।
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুল বাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো।

কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়।

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুলহার।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

তুমি

মিশ্র বারোয়াঁ—আড়াখেমটা

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা।

কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা।
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি চেয়ে চলে যাও।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা।

ভুল

কানাড়া—যৎ।

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,
তাহারে পড়েছে মনে বকুল তলে!
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

সেদিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে ;
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানী,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!

মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চ'লে।
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে।
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

গান

মিশ্র কালাংড়া—আড়াখেম্‌টা।

(ওগো) কে যায় বাঁশরী বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
(তারে) মনে পড়ে যারে চাই যে।
(তার) আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
(আমি) আমার কথা তারে জানাব কি করে,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে!

কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে!

ছোট ফুল

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোট ছোট ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক্, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ কারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে।
ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস—

মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

যৌবন স্বপ্ন

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়া'য়ে নিশ্বাস।
বসন্তের কুসুম কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হ'য়ে এসে, মরমের সরমে বিব্রত।
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ
সচকিত স্বপনের মত জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ।
শত নূপুরের রুণুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

ক্ষণিক মিলন

আকাশের দুইদিক হ'তে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুই খানি দিশাহারা মেঘ—কে জানে এসেছে কোথা হ'তে!
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে।
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনা-শোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়া-দ্বীপে, কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে,
কোন্ সন্ধ্যা-সাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা।
মেলে দোঁহে তবুও মেলে না তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা ব'লে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ,—
দুটী চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন সরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখি-পাতা, মাঝে সুখ-স্বপন আভাস।
দোঁহার পরশ ল'য়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা,
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী, ল'য়ে গেল উষার বারতা।

গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরী খানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কাননমাঝে বসন্ত সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত।

তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হ'য়ে পল্লবের মত।
জগৎ-কমল-বনে কমল-আসনা
কত দিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।
সে এলনা এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হ'য়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর?

—

স্তন

(১)

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ-তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কি যেন বাঁশীর ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,

সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
সরমে মরিতে চায় অঞ্চল আড়ালে।
প্রেমের সঙ্গীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

স্তন

(২)

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহার-ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু-রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত-রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে
বিমল পবিত্র দুটী বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখ-সুপ্ত ধরণীর পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।

চুম্বন

অধরের কাণে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটী অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটী চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হ'তে কুসুম চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

বিবসনা

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।

বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্ব্বাঙ্গে মলয় বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নিলীমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুখ বিমল উষা মানব ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা।
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেওনা যেওনা।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা।
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক অক্ষরে।
পরশে বহিয়া আনে মরম বারতা
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে।
কণ্ঠ হ'তে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।

দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়োনা ছিঁড়োনা দুটি বাহুর বন্ধন।

চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়।
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ ছায়ায়।
যৌবনসঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,—
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল।

হৃদয় আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কি রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনক বরণ।
হৃদয় চাতক হ'য়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয় চকোর চাবে হাসির কিরণ।

অঞ্চলের বাতাস

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ,
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।

অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণে বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হ'তে করি হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ আভাস।
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস।
ওগো কে জানাতে চাহে মরম বারতা।
দিয়ে গেল সর্ব্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্ব্বাঙ্গের কানে কানে কথা।

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।

হৃদয় লুকান আছে দেহের সায়রে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

স্মৃতি

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারান' সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক
কত নব জগতের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক;
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কিরে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়।

সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।
কতনা মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস বায়ু বসন্ত সন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা।
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে!

কল্পনার সাথী

যখন কুসুম বনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমা যামিনা,
দক্ষিণে বাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী ;—
যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি,
দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে আনত বয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
মালা গাঁথ' ভোরবেলা গুন্ গুন্ তানে ;—
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে বসে,
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,

কখন আঁচল খানি পড়ে যায় খ'সে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন্ অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে,
তখন আমি কি সখি থাকি তব সাথে।

হাসি

সুদূর প্রবাসে আজি কেনরে কি জানি
কেবলি পড়িছে মনে তার হাসিখানি।
কখন্ নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন্ থামিয়া গেল সাগরের বাণী।
কোথায় ধরার ধারে বিরহ-বিজন
একটি মাধবী লতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।
সারারাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া।
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া।
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন।

নিদ্রিতার চিত্র

মাধায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ আঁধার,
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়।
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায়।
চারিদিকে পৃথিবীতে চির জাগরণ
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে।
কোথা হ'তে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরি কানে কানে।
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর গানে পড়িছে ঝরিয়া;
চিরদিন কাননের নীরব মর্ম্মর।
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে,
যেমনি ভাঙিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।

কল্পনা-মধুপ

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন্ গুন্ গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন।
বিকল হৃদয় ল'য়ে পাগল পরাণ
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ।

বেলা ব'হে যায় চলে—শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরীর তান,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুমদলের বেড়া তারি মাঝে ছায়া,
সেথা ব'সে করি আমি কল্পমধু পান;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান;
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী।

পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে,
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্তকালের মোর জীবন মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,

লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে।

শ্রান্তি

সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয়;
পড়েছে শিথিল হ'য়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম শয়ন,
কুসুম রেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে।
যেন কোন অস্তাচলে সন্ধ্যা-স্বপ্নময়
রবির ছবির মত যেতেছি গড়ায়ে;
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়;
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই।

বন্দী

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ।
চুম্বন-মদিরা আর করায়োনা পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ।
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক্ অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রাম-হাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

কেন ?

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধু হাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া।

কেন তনু বাহু ডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ ছুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।
মানব হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্ম্মভেদী খেলা।

মোহ

এ মোহ ক দিন থাকে, এ মায়া মিলায়।
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির-আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখীতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর।
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলকভরে, যৌবন কাতর।

তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ অনল,
মনে পড়ে হাসি আসে ? চোখে আসে জল ?

পবিত্র প্রেম

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ও'রে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার!
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়;
সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা,
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস' তারে করিছ বিনাশ!

পবিত্র জীবন

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখ, পবিত্র এ মানব জীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা।
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি;
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

মরীচিকা

এস, ছেড়ে এস, সখি, কুসুম শয়ন!
বাজুক্ কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন।

দেখ ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ শিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চল গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখ-রৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

গান রচনা

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন ;
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লব পাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া ল'য়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।

কারে যেন দেব' ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে ?
ভুলে ভুলে গান গাই—কে শোনে, কে নাই শোনে,
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।

সন্ধ্যার বিদায়

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে,—
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে,
চরণের পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে ;—
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লান-বধূ যায় বিষাদের বাসর-শয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল-নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি, কেনরে কাঁদেনা কণ্ঠ তুলে,
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরতরুমূলে,
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে ভুলে যায় আশীর্ব্বাদ করা।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস ;
আপনার সমাধি মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস॥

রাত্রি

জগতেরে জড়াইয়া শতপাকে যামিনী-নাগিনী,
আকাশ পাতাল জুড়ি ছিল প'ড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা।

ঊষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিত রাগিণী।
রাঙা-আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি,
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি।
পশ্চিম সাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে ব'লে ডুবিতেছে বাসুকি-ভগিনী,
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা;
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর;

নিভৃতে স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।

বৈতরণী

অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী,
চৌদিকে চাপিয়া আছে আঁধার রজনী।
পূর্ব্ব তীর হতে হুহু আসিছে নিশ্বাস
যাত্রী লয়ে পশ্চিমেতে চলেছে তরণী।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ বিকাশ,
কেহ কারে নাহি চেনে ব'সে নত শিরে।
গলে ছিল বিদায়ের অশ্রু-কণা হার
ছিন্ন হ'য়ে একে একে ঝরে পড়ে নীরে।
ঐ বুঝি দেখা যায় ছায়া পরপার,
অন্ধকারে মিটি মিটি তারা দীপ জ্বলে।
হোথায় কি বিস্মরণ, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুল দলে।
অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী,
ভেসে চলে কর্ণধারবিহীন তরণী।

মানব-হৃদয়ের বাসনা

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কতদিক হতে তারা ধায় কত দিকে।
কত না অদৃশ্য-কায়া ছায়া আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে করে হায় হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশান শয়ন ;
অন্ধকারে হের শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখী হ'য়ে কার পানে ধায়।
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারিকণা
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়।
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক।
নিশীথিনী স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে অবাক।

সিন্ধু গর্ভ

উপরে স্রোতের ভরে ভাসে চরাচর,
নীল সমুদ্রের পরে নৃত্য ক'রে সারা।
কোথা হ'তে ঝরে যেন অনন্ত নির্ঝর
ঝরে আলোকের কণা রবি শশি তারা।
ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা
পূর্ণ করিবারে চায় আকাশ সাগর।
সহসা কে ডুবে যায় জলবিম্ব পারা,
দুয়েকটি আলো রেখা যায় মিলাইয়া,
তখন ভাবিতে বসি কোথায় কিনারা,
কোন্ অতলের পানে ধাই তলাইয়া।
নিম্নে জাগে সিন্ধু গর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।
কোথা নিবে যায় আলো, থেমে যায় গীত,
কোথা চিরদিন তরে অসীম আড়াল।
কোথায় ডুবিয়া গেছে অনন্ত অতীত।

ক্ষুদ্র অনন্ত

অনন্ত দিবস রাত্রি কালের উচ্ছ্বাস
তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ,
একটি মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস—
মৃদু আলো আঁধারের মিলন আবেশ—
তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই,—
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ—
একটু অধর তার ছুঁই কি না ছুঁই—
আপন আনন্দ ল'য়ে উঠিতেছে ফুটে,
আপন আনন্দ ল'য়ে পড়িতেছে টুটে।
সমগ্র অনন্ত ঐ নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমনি পলক টুটে ফুল ঝরে যায়
অনন্ত আপনা মাঝে আপনি মিলায়।

সমুদ্র

কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে,
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন।
অব্যক্ত অস্ফুটবাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।

যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস ;
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জ্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাঁটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে।
অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ সংসার।
সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানব ভাষায় ;
শান্ত করে দিই ওই চির ব্যাকুলতা,
সমুদ্র বায়ুর ওই চির হায় হায়।
একটি সঙ্গীতে মোর দিবস রজনী
ধ্বনিবে পৃথিবী-ঘেরা সঙ্গীতের ধ্বনি।

অস্তমান রবি

আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান।
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটো কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান।
থাম ওই সমুদ্রের প্রান্ত-রেখা পরে,
মুখে মোর রাখ তব একমাত্র আঁখি।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
দুজনের আঁখি পরে সায়াহ্ন আঁধার
আঁখির পাতার মত আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমির-স্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া।
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখী,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকী।

অস্তাচলের পরপারে

(সন্ধ্যা সূর্য্যের প্রতি)

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগর তীরে দিবসের পানে।
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে।

সারারাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়।
প্রভাত পাখীরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়।
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নব প্রভাতের মাঝে শিশিরের মত।
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া।

প্রত্যাশা

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে।
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ
অমনি কেনরে বসি কাতরে কাঁদিতে।
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহিনাক আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা।

মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
"পাইনি" "পাইনি" বলে আর কাঁদিব না।
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি ;
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি।

স্বপ্নরুদ্ধ

পারি না করিতে আমি সংসারের কাজ,
লোক মাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
ভাসায়ে জীবন তরী সাগরের মাঝে,
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।
পুরুষের মত যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারিনাক লয়ে নিজ বল,
সহস্র সঙ্কল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।
আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি,
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

অক্ষমতা

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা,
সলিল রয়েছে পড়ে শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই চাই।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা,
মানব জীবন যেন সকলি নিষ্ফল,
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণ হুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে ;
মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়,
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়।

জাগিবার চেষ্টা

মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এস তবে,
পাশে ব'সে স্নেহ ক'রে জাগাও আমায়।
স্বপ্নের সমাধি মাঝে বাঁচিয়া কি হবে,
যুঝিতেছি জাগিবারে,—আঁখি রুদ্ধ হায়।

ডেকো না ডেকো না মোরে ক্ষুদ্রতার মাঝে,
স্নেহময় আলস্যেতে রেখনা বাঁধিয়া,
আশীর্ব্বাদ ক'রে মোরে পাঠাও গো কাজে,
পিছনে ডেকো না আর কাতরে কাঁদিয়া।
মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল,
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নব প্রাণ।
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান?
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোন কাজ।

কবির অহঙ্কার

গান গাহি বলে কেন অহঙ্কার করা।
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না সরমে।
খাঁচার পাখীর মত গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানব জনমে।
সুখ নাই—সুখ নাই—শুধু মর্ম্ম ব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়,
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা,
প্রাণে ম'রে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়।
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্ব্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে কর গো আহ্বান,

বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল,
দূর করি হীন গর্ব্ব, শূন্য অভিমান।
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি।

বিজনে

আমারে ডেকোনা আজি এ নহে সময়,
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।
ভর্ৎসনা করিব তারে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক্ সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন্ বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহকোলে বসে শিখুক্ সে স্নেহ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস্‌নে কেহ।

সিন্ধুতীরে

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী।
চির দিবসের রবি ওঠে অস্ত যায়,
চির দিবসের কবি গাহিছে হেথায়।
ধরণীর চারিদিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান,
হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে উঠে প্রাণ।
শত যুগ হেথা বসে মুখপানে চায়,
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়।
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া।

সত্য

(১)

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বলে;
কে কি বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে।

"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে।
বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙ অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভাল,
যে গৃহে জানালা নাই সে ত কারাগার,
ভেঙে ফেল, আসিবেক স্বরগের আলো।
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি।
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি।

সত্য

(২)

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশি
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীম সুন্দর।
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
চির স্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়,
আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
চরাচর শির তুলি তোমা পানে চায়।

আমার হৃদয় দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুব তারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগে রবে, নিবিবে না আর,
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার।

আত্মাভিমান

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জ্জর।
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।
সকলের কাছে কেন যাচি গো নির্ভর,
গৃহ নাই, গৃহ নাই, মোর গৃহ নাই।
অতি তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান
সহিতে পারে না হায় তিল অসম্মান।
আগে ভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
ক্ষুদ্র বলে পাছে কেহ জানিতে না পায়।
বরঞ্চ আঁধারে রব ধূলায় মলিন
চাহিনা চাহিনা এই দীন অহঙ্কার—
আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন,
বেড়াবনা চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার।
আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
বিনীত ধূলায় শয্যা সুখের শয়ন।

আত্ম অপমান

মোছ তবে অশ্রুজল, চাও হাসি মুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরাণে।
কেহ ভাল বাসে কেহ নাহি ভাল বাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে,
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাক নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারী,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার,
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম অপমান।

ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি সখা, কেন হাহাকার,
আপনার পরে মোর কেন সদা রোষ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার,
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।

সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি--
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণ বাহু-আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম্মসার।
কোথা নাথ কোথা তব সুন্দর বদন,
কোথায় তোমার নাথ বিশ্ব-ঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করগো গোপন,
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার,
ভাঙ নাথ, ভাঙ নাথ অভিমান তার।

প্রার্থনা

তুমি কাছে নাই ব'লে হের সখা তাই
"আমি বড়" "আমি বড়" করিছে সবাই!
সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে "এ জগতে আর কিছু নাই।"
নাথ তুমি একবার এস হাসি মুখে
এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক্ লজ্জায়—
সুখ দুঃখ টুটে যাক্ তব মহা সুখে,
যাক্ আলো অন্ধকার তোমার প্রভায়।

নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
নহিলে ঘুচেনা আর মর্ম্মের ক্রন্দন,
শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধা পিপাসায়
প্রেম বলে পরিয়াছি মরণ বন্ধন।
কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি—
খেলাঘর ভেঙে পড়ে রচিবে সমাধি।

বাসনার ফাঁদ

যারে চাই, তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার।
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার।
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি,
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি।
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল বলে জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই,
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি।
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কি করি।

চিরদিন

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা,
কেবা আসে কেবা যায়, কোথা ব'সে জীবনের মেলা,
কেবা হাসে কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা।
কোথা খ'সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে।
এত ভাঙা, এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কেবা, কোথা সিন্ধু, কোথা ঊর্ম্মি, কোথা তার বেলা;
গভীর অসীম গর্ভে নির্ব্বাসিত নির্ব্বাপিত সর্ব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ-মণ্ডপে শুধু বসে আছে এক "চির-দিন"।

(২)

কি লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি।
প্রলয়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন।
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ।
চির-বিরহীর মত চির-রাত্রি রহিয়াছ জাগি।

অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়-বাতাস,
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি।
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখীদের স্বর—
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর,
হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, নাই তব হাসি, কান্না, মায়া,
আসি থাকি চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া।

(৩)

তাই কি? সকলি ছায়া? আসে, থাকে, আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগ যুগান্তর ধ'রে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা-উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়।
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার?
যুগ যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশী শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার।
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,

বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

(৪)

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতি দিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদান প্রদান।
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথারে!
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন।
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

আহ্বান গীত

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙালী কই।
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
বঙ্গ সাগরের তীরে,
"বাঙালীর ঘরে কে আছিস্ আয়"
ডাকিতেছে ফিরে ফিরে।
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,
পথে কেন নাই লোক,
সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন,
বেঁচে আছে শুধু শোক।
গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে
চেয়ে থাকে হিমগিরি,
রবি শশি উঠে অনন্ত গগনে
আসে যায় ফিরি ফিরি।

কত না সংকট, কত না সন্তাপ
মানবশিশুর তরে,
কত না বিবাদ কত না বিলাপ
মানবশিশুর ঘরে।

কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস,
কেহ কারে নাহি মানে,
ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস
হৃদয়ের মাঝখানে।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয়বেদনা,
সংশয়-আঁধারে যুঝে,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা,
কে দিবে আলয় খুঁজে।
মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস,
করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস—
শোন শোন সৈন্যগণ।

পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
বাতাস ছুটেছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিয়াছে কত ভাই।
বঙ্গের কুটীরে এসেছে বারতা,
শুনেছে কি তাহা সবে?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
জলদ-গম্ভীর রবে?
হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি?
আঁখি খুলেছে কি কেহ?

ভেঙেছে কি কেহ সাধের পুতলি ?
ছেড়েছে খেলার গেহ ?
কেন কানাকানি, কেন রে সংশয় ?
কেন মর' ভয়ে লাজে ?
খুলে ফেল দ্বার, ভেঙে ফেল ভয়,
চল পৃথিবীর মাঝে।

ধরা-প্রান্তভাগে ধূলিতে লুটায়ে,
জড়িমা-জড়িত তনু,
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে
ঘুমায় কীটের অণু।
চারিদিকে তার আপন উল্লাসে
জগৎ ধাইছে কাজে,
চারিদিকে তার অনন্ত আকাশে
স্বরগ সঙ্গীত বাজে।
চারিদিকে তার মানবমহিমা
উঠিছে গগনপানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা,
অসীমের মাঝখানে।
সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস,
আপনারে জানে বড়,
আপনি গণিছে আপন নিশ্বাস,
ধূলা করিতেছে জড়।

সুখ দুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম,
জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম,
কেন গো ঘুমাও তুমি।
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে,
শুনিতেছ হাহাকার—
তীর কোথা আছে দেখ মুখ তুলে,
এ সমুদ্র কর পার।
মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে,
তুমি এস, দাও যোগ—
বাধার মতন জড়াও চরণ—
একিরে করম ভোগ।
তা যদি না পার' সর' তবে সর'
ছেড়ে দেও তবে স্থান,
ধূলায় পড়িয়া মর' তবে মর'—
কেন এ বিলাপ গান।

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার,
ভেবে দেখ্ তোরা কারা।
মানবের মত ধরিয়া আকার,
কেনরে কীটের পারা ?

আছে ইতিহাস আছে কুলমান,
আছে মহত্ত্বের খণি,
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান,
শোন্ তার প্রতিধ্বনি।
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
গ্রহতারকার পথ—
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
উড়াতেন মনোরথ।
চাতকের মত সত্যের লাগিয়া
তৃষিত আকুল প্রাণে,
দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া
চাহিয়া বিশ্বের পানে।

তবে কেন সবে বধির হেথায়,
কেন অচেতন প্রাণ,
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
বিশ্বের আহ্বান গান।
মহত্ত্বের গাথা পশিতেছে কানে,
কেনরে বুঝিনে ভাষা?
তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে,
কেন রে জাগে না আশা?
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে,
কেন রে নাচে না প্রাণ,

নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে
কেন রে জাগেনা গান ?
কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে,
পড়ে আছি মুখোমুখি,
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
জগতের সুখে সুখী।

চল দিবালোকে, চল লোকালয়ে,
চল জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের পরে,
নৃত্য গীত নব নব,
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এক-কণ্ঠ হ'য়ে কব।
মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।
মানবের কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই—
বঙ্গের দুয়ারে তাই শৃঙ্গা বাজে—
শুনিতে পেয়েছি ভাই।

মুছে ফেল ধূলা, মুছ অশ্রুজল,
ফেল ভিখারীর চীর—
পর' নব সাজ, ধর' নব বল,
তোল' তোল' নত শির।
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেও পাছে—
দাসত্বের আভরণ।
সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন
হাসিয়া চাহিবে ধীরে—
পূরব রবির হিরণ কিরণ
পড়িবে তোমার শিরে।
বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া
হৃদয়ের শতদল,
জগৎ মাঝারে যাইবে লুটিয়া
প্রভাতের পরিমল।

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে,
ভাসিবে নয়ন জলে,

বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে,
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—
ঘুচে যায় অপমান।

শেষ কথা।

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখীর মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান মরে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় তার হইবে বিলয়।

সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

কণিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য চার আনা

প্রকাশক
শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

কণিকা

যথার্থ আপন

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান
বাঁশের মাচাটি তাঁর পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকায়না তাই,
চন্দ্র সূর্য্য তারকারে করে ভাই ভাই।
নভশ্চর বলে তাঁর মনের বিশ্বাস,
শূন্যপানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস।
ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা-ডোরে।
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে
উড়ে যাব আপনার জ্যোতির্ম্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি।

শক্তির সীমা

কহিল কাঁসার ঘটি খন্ খন্ স্বর,
কূপ, তুমি কেন খুড়া হলেনা সাগর ?
তাহা হলে অসঙ্কোচে মারিতাম ডুব,
জল খেয়ে লইতাম পেটভরে' খুব।—
কূপ কহে, সত্য বটে ক্ষুদ্র আমি কূপ,
সেই দুঃখে চিরদিন করে আছি চুপ।
কিন্তু বাপু তার লাগি তুমি কেন ভাব ?
যতবার ইচ্ছা যায় ততবার নাব' ;—
তুমি যত নিতে পার সব যদি নাও
তবু আমি টিঁকে রব দিয়ে থুয়ে তাও।

নূতন চাল

একদিন গরজিয়া কহিল মহিষ
ঘোড়ার মতন মোর থাকিবে সহিস্।
একেবারে ছাড়িয়াছি মহিষি-চলন,
দুই বেলা চাই মোর দলন-মলন।
এই ভাবে প্রতিদিন রজনী পোহালে,
বিপরীত দাপাদাপি করে সে গোহালে।
প্রভু কহে—চাই বটে,—ভাল তাই হোক্,
পশ্চাতে রাখিল তার জন দশ লোক।

দুটো দিন না যাইতে কেঁদে কয় মোষ,
আর কাজ নেই প্রভু, হয়েছে সন্তোষ।
সহিসের হাত হতে দাও অব্যাহতি,
দলন-মলনটার বাড়াবাড়ি অতি।

অকর্ম্মার বিভ্রাট

লাঙ্গল কাঁদিয়ে বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,—
তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা।
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি।
ফলা কহে—ভাল ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কি আরামে থাক ঘরে বসে।
ফলাখানা টুটে গেল, হলখানা তাই
খুসি হয়ে পড়ে থাকে, কোন কর্ম্ম নাই।
চাষা বলে এ আপদ আর কেন রাখা,
এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।
হল বলে—ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে,
খাটুনি যে ভাল ছিল জলুনির চেয়ে।

হার-জিৎ

ভীমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।
ভীমরুল কহে, আছে সহস্র প্রমাণ
তোমার দংশন নহে আমার সমান।
মধুকর নিরুত্তর ছল ছল আঁখি ;—
বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি—
কেন বাছা নতশির,—এ কথা নিশ্চিত
বিষে তুমি হার মান, মধুতে যে জিৎ।

ভার

টুনটুনি কহিলেন—রে ময়ূর, তোকে
দেখে' করুণায় মোর জল আসে চোখে।
ময়ূর কহিল, বটে! কেন, কহ শুনি,
ওগো মহাশয় পক্ষী, ওগো টুনটুনি!
টুনটুনি কহে—এ যে দেখিতে বেআড়া,
দেহ তব যত বড় পুচ্ছ তারে বাড়া।
আমি দেখ লঘুভারে ফিরি দিনরাত,
তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত।
ময়ূর কহিল, শোক করিয়োনা মিছে,
জেনো ভাই ভার থাকে গৌরবের পিছে।

কীটের বিচার

মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,
কেটেকুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।
পণ্ডিত খুলিয়া দেখি হস্ত হানে শিরে,
বলে, ওরে কীট তুই একি করিলি রে?
তোর দন্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে
হেন খাদ্য কত আছে ধূলির উপরে।
কীট বলে, হয়েছে কি, কেন এত রাগ,
ওর মধ্যে ছিল কিবা, শুধু কালো দাগ!
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার
আগাগোড়া কেটেকুটে করি ছারখার!

যথাকর্ত্তব্য

ছাতা বলে. ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায় অবিচার আমারে না সয়।
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র বৃষ্টি যত কিছু সব আমাপরে!
তুমি যদি ছাতা হ'তে কি করিতে দাদা?
—মাথা কয়, বুঝিতাম মাথার মর্য্যাদা।
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।

অসম্পূর্ণ সংবাদ

চকোরী ফুকরি কাঁদে—ওগো পূর্ণ চাঁদ,
পণ্ডিতের কথা শুনি গণি পরমাদ।
তুমি না কি এক দিন রবে না ত্রিদিবে,
মহাপ্রলয়ের কালে যাবে না কি নিবে!
হায় হায় সুধাকর, হায় নিশাপতি,
তা হইলে আমাদের কি হইবে গতি?
চাঁদ কহে, পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া,
তোমার কতটা আয়ু এস শুধাইয়া।

ঈর্ষার সন্দেহ

লেজ নড়ে, ছায়া তারি নড়িছে মুকুরে,
কোনমতে সেটা সহ্য করে না কুকুরে,
দাস যবে মনিবেরে দোলায় চামর
কুকুর চটিয়া ভাবে এ কোন্ পামর।
গাছ যদি নড়ে ওঠে, জলে ওঠে ঢেউ
কুকুর বিষম রাগে করে ঘেউ ঘেউ।
সে নিশ্চয় বুঝিয়াছে ত্রিভুবন দোলে
ঝাঁপ দিয়া উঠিবারে তারি প্রভুকোলে।
মনিবের পাতে ঝোল খাবে চুকুচুকু
বিশ্বে শুধু নড়িবেক তারি লেজটুকু।

গুণের অধিকার ও দেহের অধিকার

অধিকার বেশি কার বনের উপর
সেই তর্কে বেলা হল, বাজিল দুপর।
বকুল কহিল, শুন বান্ধব সকল,
গন্ধে আমি সর্ব্ব বন করেছি দখল।
পলাশ কহিল শুনি মস্তক নাড়িয়া
বর্ণে আমি দিগ্বিদিক্ রেখেছি কাড়িয়া।
গোলাপ রাঙিয়া উঠি করিল জবাব
গন্ধে ও শোভায় বনে আমারি প্রভাব।
কচু কহে গন্ধ শোভা নিয়ে থাও ধুয়ে
হেথা আমি অধিকার গাড়িয়াছি ভুঁয়ে।
মাটির ভিতরে তার দখল প্রচুর,
প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিৎ হইল কচুর।

নিন্দুকের দুরাশা

মালা গাঁথিবার কালে ফুলের বোঁটায়
ছুঁচ নিয়ে মালাকর দুবেলা ফোটায়।
ছুঁচ বলে মনোদুঃখে ওরে জুঁই দিদি,
হাজার হাজার ফুল প্রতিদিন বিঁধি,
কত গন্ধ কোমলতা যাই ফুঁড়ে ফুঁড়ে
কিছু তার নাহি পাই এত মাথা খুঁড়ে।

বিধি পায়ে মাগি বর জুড়ি কর ছুটি
ছুঁচ হয়ে না ফোটাই, ফুল হয়ে ফুটি।—
জুঁই কহে নিশ্বসিয়া—আহা হোক্ তাই,
তোমারো পুরুক্ বাঞ্ছা, আমি রক্ষা পাই।

রাষ্ট্রনীতি

কুড়ালি কহিল, ভিক্ষা মাগি ওগো শাল,
হাতল নাহিক, দাও একখানি ডাল।
ডাল নিয়ে হাতল প্রস্তুত হল যেই,
তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিন্তা নেই ;—
একেবারে গোড়া ঘেঁষে লাগাইল কোপ,
শাল বেচারার হল আদি অন্ত লোপ।

গুণজ্ঞ

আমি প্রজাপতি ফিরি রঙিন্ পাখায়
কবি ত আমার পানে তবু না তাকায়।
বুঝিতে না পারি আমি, বলত ভ্রমর,
কোন্ গুণে কাব্যে তুমি হয়েছ অমর?
অলি কহে, আপনি সুন্দর তুমি বটে,
সুন্দরের গুণ তব মুখে নাহি রটে।
আমি ভাই মধু খেয়ে গুণ গেয়ে ঘুরি,
কবি আর ফুলের হৃদয় করি চুরি।

চুরি নিবারণ

সুও রাণী কহে, রাজা, দুও রাণীটার
কত মৎলব আছে বুঝে ওঠা ভার।
গোয়ালঘরের কোণে দিলে ওরে বাসা,
তবু দেখ অভাগীর মেটে নাই আশা।
তোমারে ভুলায়ে শুধু মুখের কথায়
কালো গোরুটিরে তব দুহে নিতে চায়।
রাজা বলে ঠিক্ ঠিক্, বিষম চাতুরী,
এখন কি করে ওর ঠেকাইব চুরী?
সুও বলে, একমাত্র রয়েছে ওষুধ,
গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ।

আত্মশত্রুতা

খোঁপা আর এলোচুলে বাধিল বচসা,
জুটিল পাড়ার লোক দেখিতে তামসা।
খোঁপা কয়, এলোচুল, কি তোমার ছিরি!
এলো কয়, খোঁপা তুমি রাখ বাবুগিরি।
খোঁপা কহে, টাক ধরে হই তবে খুসি।
—তুমি যেন কাটা পড়—এলো কয় রুষি।
কবি মাঝে পড়ি বলে—মনে ভেবে দেখ্
দুজনেই এক তোরা, দুজনেই এক।
খোঁপা গেলে চুল যায়,—চুলে যদি টাক
খোঁপা তবে কোথা রবে তব জয়ঢাক!

দানরিক্ত

জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে'
সারাদিন ঝিকিঝিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি কোথায় বিলীন।
আমি দেখ চিরকাল থাকি জল-ভরা,
সারবান্, সুগম্ভীর, নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওরে বাপু, কোরোনা গরব,
তোমার পূর্ণতা সে ত আমারি গৌরব।

স্পষ্টভাষী

বসন্ত এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি,
দিনরাত্রি গাহে পিক' নাহি তার ছুটি।
কাক বলে, অন্য কাজ নাহি পেলে খুঁজি'
বসন্তের চাটুগান সুরু হল বুঝি।
গান বন্ধ করি পিক উঁকি মারি কয়—
তুমি কোথা হতে এলে কে গো মহাশয়।—

আমি কাক স্পষ্টবাদী—কাক ডাকি বলে।
পিক কয়, তুমি ধন্য, নমি পদতলে;
স্পষ্টভাষা তব কণ্ঠে থাক্ বারো মাস,
মোর থাক্ মিষ্টভাষা আর সত্যভাষ।

প্রতাপের তাপ

ভিজা কাঠ অশ্রুজলে ভাবে রাত্রিদিবা,
জ্বলন্ত কাঠের আহা দীপ্তি তেজ কিবা।
অন্ধকার কোণে পড়ে' মরে ঈর্ষারোগে,
বলে, আমি হেন জ্যোতি পাব কি সুযোগে।
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে, কাঁচা কাঠ ওগো,
চেষ্টাহীন বাসনায় বৃথা তুমি ভোগো।
আমরা পেয়েছি যাহা মরিয়া পুড়িয়া,
তোমারি হাতে কি তাহা আসিবে উড়িয়া?
ভিজা কাঠ বলে—বাবা, কে মরে আগুনে,
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে—তবে থাক্ ঘুণে।

নম্রতা

কহিল কঞ্চির বেড়া,—ওগো পিতামহ
বাঁশবন, নুয়ে কেন পড় অহরহ?
আমরা তোমারি বংশে ছোট ছোট ডাল,
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল।

বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটতে বড়তে,
নত হই, ছোট নাহি হই কোন মতে।

ভিক্ষা ও উপার্জ্জন

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস্?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন্ বসুমতী—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

উচ্চের প্রয়োজন

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
হাট ভরে দিই আমি কত শস্য ফল।
পর্ব্বত দাঁড়ায়ে রন্ কি জানি কি কাজ,
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
বিধাতার অবিচার কেন উঁচুনীচু
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।
গিরি কহে—সব হলে সমভূমিপারা
নামিত কি ঝরণার সুমঙ্গলধারা।

অচেতন মাহাত্ম্য

হে জলদ, এত জল ধরে আছ বুকে
তবু লঘু বেগে ধাও বাতাসের মুখে।
পোষণ করিছ শত ভীষণ বিজুলী
তবু স্নিগ্ধ নীল রূপে নেত্র যায় ভুলি।
এ অসাধ্য সাধিতেছ অতি অনায়াসে
কি করিয়া, সে রহস্য কহি দাও দাসে।
গুরুগুরু গরজনে মেঘ কহে বাণী
আশ্চর্য্য কি আছে ইথে আমি নাহি জানি।

শক্তের ক্ষমা

নারদ কহিল আসি—হে ধরণী দেবী,
তব নিন্দা করে নর তব অন্ন সেবি'।
বলে মাটি, বলে ধূলি, বলে জড় স্থূল,
তোমারে মলিন বলে অকৃতজ্ঞকুল।
বন্ধ কর অন্নজল, মুখ হোক্ চুন,
ধূলামাটি কি জিনিস বাছারা বুঝুন্!
ধরণী কহিলা হাসি—বালাই, বালাই,
ওরা কি আমার তুল্য, শোধ লব তাই?
ওদের নিন্দায় মোরে লাগিবে না দাগ,
ওরা যে মরিবে যদি আমি করি রাগ।

প্রকারভেদ

বাব্‌লাশাখারে বলে আম্রশাখা, ভাই,
উনানে পুড়িয়া তুমি কেন হও ছাই ?
হায় হায় সখি তব ভাগ্য কি কঠোর !—
বাব্‌লার শাখা বলে—দুঃখ নাহি মোর।
বাঁচিয়া সফল তুমি, ওগো চূতলতা,
নিজেরে করিয়া ভস্ম মোর সফলতা !

খেলেনা

ভাবে শিশু, বড় হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা।
বড় হলে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজনপানে।
আরো বড় হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে !

এক-তর্‌ফা হিসাব

সাতাশ, হলে না কেন একশো-সাতাশ,
থলিটি ভরিত, হাড়ে লাগিত বাতাস।
সাতাশ কহিল, তাহে টাকা হত মেলা,
কিন্তু কি করিতে বাপু বয়সের বেলা ?

অল্প জানা ও বেশি জানা

তৃষিত গর্দ্দভ গেল সরোবরতীরে,
ছিছি কালো জল, বলি চলি এল ফিরে।
কহে জল—জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল শাদা!

মূল

আগা বলে—আমি বড়, তুমি ছোট লোক!
গোড়া হেসে বলে, ভাই ভাল তাই হোক্।
তুমি উচ্চে আছ বলে গর্ব্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব্ব মোর।

হাতে কলমে

বোল্‌তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউ-চাক্,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক।—
মধুকর কহে তারে—তুমি এস ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউ-চাক রচ' দেখে যাই।

পর-বিচারে গৃহভেদ

আম্র কহে—একদিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;—
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি,
মূল্যভেদ সুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি !

গরজের আত্মীয়তা

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,—
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে ?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে !

সাম্যনীতি

কহিল ভিক্ষার ঝুলি, হে টাকার তোড়া,
তোমাতে আমাতে ভাই ভেদ অতি থোড়া,—
আদান প্রদান হোক্ !—তোড়া কহে রাগে
সে থোড়া প্রভেদটুকু ঘুচে যাক্ আগে !

কুটুম্বিতা-বিচার

কেরোসিন্ শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেন কালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,—
কেরোসিন্ বলি উঠে—এস মোর দাদা!

উদার-চরিতানাম্

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য্য উঠি বলে তারে—ভাল আছ ভাই?

জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের সম্ভোগ

"কালো তুমি"—শুনি জাম কহে কানে কানে,—
যে আমারে দেখে সেই কালো বলি জানে,—
কিন্তু সেইটুকু জেনে ফের কেন যাদু,
যে আমারে খায় সেই জানে আমি স্বাদু।

সমালোচক

কানা-কড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,—
তুমি ষোলোআনা মাত্র, নহ পাঁচশিকে।
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা,—
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।

স্বদেশদ্বেষী

কেঁচো কয়—নীচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ করে' বলে—চুপ চুপ।
তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ।

ভক্তি ও অতিভক্তি

ভক্তি আসে রিক্তহস্ত প্রসন্নবদন,
অতিভক্তি বলে, দেখি কি পাইলে ধন।
ভক্তি কয়—মনে পাই, না পারি দেখাতে ;—
অতিভক্তি কয়, আমি পাই হাতে হাতে।

প্রবীণ ও নবীন

পাকাচুল মোর চেয়ে এত মান্য পায়,
কাঁচাচুল সেই দুঃখে করে হায় হায়।
পাকাচুল বলে, মান সব লও বাছা,
আমারে কেবল তুমি করে দাও কাঁচা।

আকাঙ্ক্ষা

আম্র, তোর কি হইতে ইচ্ছা যায় বল্‌ !
সে কহে হইতে ইক্ষু সুমিষ্ট সরল।—
ইক্ষু, তোর কি হইতে মনে আছে সাধ !
সে কহে হইতে আম্র সুগন্ধ সুস্বাদ।

কৃতীর প্রমাদ

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি—
হাত পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।
হাত পা কহিল হাসি, হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি, আমরা যে তাই করি ভুল।

অসম্ভব ভালোর বাসস্থান

যথাসাধ্য-ভাল বলে, ওগো আরো-ভাল,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাক আলো?
আরো-ভাল কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্ম্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।

নদীর প্রতি খালের অবজ্ঞা

খাল বলে, মোর লাগি মাথা-কোটাকুটি,
নদীগুলা আপনি গড়ায়ে আসে ছুটি'।
তুমি খাল মহারাজ—কহে পারিষদ—
তোমারে যোগাতে জল আছে নদীনদ।

স্পর্দ্ধা

হাউই কহিল, মোর কি সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে—তার গায়ে লাগেনাক কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

অযোগ্যের উপহাস

নক্ষত্র খসিল দেখি দীপ মরে হেসে।
বলে, এত ধূমধাম, এই হল শেষে!
রাত্রি বলে, হেসে নাও, বলে নাও সুখে,
যতক্ষণ তেলটুকু নাহি যায় চুকে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

বজ্র কহে, দূরে আমি থাকি যতক্ষণ
আমার গর্জ্জনে বলে মেঘের গর্জ্জন,—
বিদ্যুতের জ্যোতি বলি মোর জ্যোতি রটে,
মাথায় পড়িলে তবে বলে—বজ্র বটে!

পরের কর্ম্ম-বিচার

নাক বলে, কান কভু ঘ্রাণ নাহি করে,
রয়েছে কুণ্ডল দুটো পরিবার তরে।
কান বলে, কারো কথা নাহি শুনে নাক,
ঘুমোবার বেলা শুধু ছাড়ে হাঁকডাক।

গদ্য ও পদ্য

শর কহে আমি লঘু, গুরু তুমি গদা,
তাই বুক ফুলাইয়া খাড়া আছ সদা।
কর তুমি মোর কাজ, তর্ক যাক্ চুকে,—
মাথাভাঙা ছেড়ে দিয়ে বেঁধ গিয়ে বুকে।

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব,—হাসে অন্তর্যামী।

ক্ষুদ্রের উপকার-দম্ভ

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির—
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

সন্দেহের কারণ

কত বড় আমি!—কহে নকল হীরাটি।
তাই ত সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

নিরাপদ নীচতা

তুমি নীচে পাঁকে পড়ি ছড়াইছ পাঁক,
যেজন উপরে আছে তারি ত বিপাক।

পরিচয়

দয়া বলে, কেগো তুমি, মুখে নাই কথা!
অশ্রুভরা আঁখি বলে—আমি কৃতজ্ঞতা।

অকৃতজ্ঞ

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

অসাধ্য চেষ্টা

শক্তি যার নাই নিজে বড় হইবারে
বড়কে করিতে ছোট তাই সে কি পারে!

ভাল মন্দ

জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর।
জেলে কহে মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।

একই পথ

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি!

কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ

দেহটা যেমনি করে' ঘোরাও যেখানে
বাম হাত বামে থাকে ডান হাত ডানে।

গালির ভঙ্গী

লাঠি গালি দেয়, ছড়ি, তুই সরু কাঠি।
ছড়ি তারে গালি দেয়—তুমি মোটা লাঠি।

কলঙ্ক ব্যবসায়ীর কলঙ্ক

ধূলা, কর কলঙ্কিত সবার শুভ্রতা
সেটা কি তোমারি নয় কলঙ্কের কথা?

প্রভেদ

অনুগ্রহ দুঃখ করে—দিই, নাহি পাই।
করুণা কহেন, আমি দিই নাহি চাই।

নিজের ও সাধারণের

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।

মাঝারির সতর্কতা

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে ;—
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

শত্রুতাগৌরব

পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোন ছুতা,
জান না আমার সাথে সূর্য্যের শত্রুতা !

উপলক্ষ্য

কাল বলে, আমি সৃষ্টি করি এই ভব।
ঘড়ি বলে, তা হলে আমিও স্রষ্টা তব।

নূতন ও সনাতন

রাজা ভাবে নব নব আইনের ছলে
ন্যায় সৃষ্টি করি আমি।—ন্যায় ধর্ম্ম বলে—
আমি পুরাতন, মোরে জন্ম কেবা আর।
যা তব নূতন সৃষ্টি সে শুধু অন্যায়।

দীনের দান

মরু কহে—অধমেরে এত দাও জল,
ফিরে কিছু দিব হেন কি আছে সম্বল।
মেঘ কহে—কিছু নাহি চাই, মরুভূমি,
আমার এ দানের সুখ দান কর তুমি।

কুয়াশার আক্ষেপ

কুয়াশা, নিকটে থাকি, তাই হেলা মোরে,
মেঘ ভায়া দূরে রন্ থাকেন গুমরে।
কবি কুয়াশারে কয়, শুধু তাই না কি ?
মেঘ দেয় বৃষ্টিধারা, তুমি দাও ফাঁকি।

গ্রহণে বিনয় দানেও বিনয়

কৃতাঞ্জলি কর কহে, আমার বিনয়
হে নিন্দুক, কেবল নেবার বেলা নয়।
নিই যবে নিই বটে অঞ্জলি জুড়িয়া,
দিই যবে সেও দিই অঞ্জলি পূরিয়া।

অনাবশ্যকের আবশ্যকতা

কি জন্যে রয়েছ সিন্ধু তৃণ শস্যহীন
অর্দ্ধেক জগৎ জুড়ি নাচ নিশিদিন।
সিন্ধু কহে, অকর্ম্মণ্য না রহিত যদি
ধরণীর স্তন হতে কে টানিত নদী ?

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে

গন্ধ চলে যায়, হায়, বন্ধ নাহি থাকে,
ফুল তারে মাথা নাড়ি ফিরে ফিরে ডাকে।
বায়ু বলে, যাহা গেল সেই গন্ধ তব,
যেটুকু না দিবে তারে গন্ধ নাহি ক'ব।

নতি স্বীকার

তপন উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়—
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।

পরস্পর ভক্তি

বাণী কহে, তোমারে যখন দেখি, কাজ,
আপনার শূন্যতায় বড় পাই লাজ।
কাজ শুনি কহে—অয়ি পরিপূর্ণা বাণী,
নিজেরে তোমার কাছে দীন বলে জানি।

বলের অপেক্ষা বলী

ধাইল প্রচণ্ড ঝড়, বাধাইল রণ,—
কে শেষে হইল জয়ী?—মৃদু সমীরণ।

কর্ত্তব্য গ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য্য ? কহে সন্ধ্যা রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি

রাত্রে যদি সূর্য্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

মোহ

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্ব্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

ফুল ও ফল

ফুল কহে ফুকারিয়া—ফল, ওরে ফল,
কতদূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।

অস্ফুট ও পরিস্ফুট

ঘটিজল বলে, ওগো মহা পারাবার
আমি স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার।
ক্ষুদ্র সত্য বলে মোর পরিষ্কার কথা,
মহাসত্য তোমার মহান্ নীরবতা।

প্রশ্নের অতীত

হে সমুদ্র, চিরকাল কি তোমার ভাষা?
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর?
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর।

স্বাধীন পুরুষকার

শর ভাবে, ছুটে চলি, আমি ত স্বাধীন,—
ধনুকটা একঠাঁই বদ্ধ চিরদিন।
ধনু হেসে বলে, শর, জান না সে কথা
আমারি অধীন জেনো তব স্বাধীনতা।

বিফল নিন্দা

তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফুল।
শুনিয়া নীরবে হাসি কহিল শিমুল—
যতক্ষণ নিন্দা করে আমি চুপে চুপে
ফুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে।

মোহের আশঙ্কা

শিশু পুষ্প আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা
শ্যামল সুন্দর স্নিগ্ধ, গীতগন্ধ ভরা ;
বিশ্ব জগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
আমি যত কাল থাকি তুমিও থাকিয়ো ।

স্তুতি নিন্দা

স্তুতি নিন্দা বলে আসি—গুণ মহাশয়,
আমরা কে মিত্র তব ? গুণ শুনি কয়—
দুজনেই মিত্র তোরা শত্রু দুজনেই—
তাই ভাবি শত্রু মিত্র কারে কাজ নেই ।

পর ও আত্মীয়

ছাই বলে, শিখা মোর ভাই আপনার,
ধোঁয়া বলে, আমি ত যমজ ভাই তার ।
জোনাকি কহিল, মোর কুটুম্বিতা নাই
তোমাদের চেয়ে আমি বেশি তার ভাই ।

আদি রহস্য

বাঁশি বলে, মোর কিছু নাহিক গৌরব,
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব ।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি,—
যেজন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি ।

অদৃশ্য কারণ

রজনী গোপনে বনে ডালপালা ভরে'
কুঁড়িগুলি ফুটাইয়া নিজে যায় সরে'।
ফুল জাগি বলে, মোরা প্রভাতের ফুল,
মুখর প্রভাত বলে নাহি তাহে ভুল।

সত্যের সংযম

স্বপ্ন কহে—আমি মুক্ত! নিয়মের পিছে
নাহি চলি!—সত্য কহে—তাই তুমি মিছে।
স্বপ্ন কয়, তুমি বদ্ধ অনন্ত শৃঙ্খলে।
সত্য কয়, তাই মোরে সত্য সবে বলে।

সৌন্দর্য্যের সংযম

নর কহে—বীর মোরা যাহা ইচ্ছা করি।
নারী কহে জিহ্বা কাটি—শুনে লাজে মরি।
পদে পদে বাধা তব—কহে তারে নর।
কবি কহে—তাই নারী হয়েছে সুন্দর।

মহতের দুঃখ

সূর্য্য দুঃখ করি বলে নিন্দা শুনি স্বীয়
কি করিলে হব আমি সকলের প্রিয়?
বিধি কহে, ছাড় তবে এ সৌর সমাজ,
দু'চারি জনেরে লয়ে কর ক্ষুদ্র কাজ।

অনুরাগ ও বৈরাগ্য

প্রেম কহে, হে বৈরাগ্য, তব ধর্ম্ম মিছে।
প্রেম, তুমি মহামোহ—বৈরাগ্য কহিছে—
আমি কহি ছাড়্ স্বার্থ, মুক্তিপথ ত্যাখ্।
প্রেম কহে, তাহলে ত তুমি আমি এক।

বিরাম

বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

জীবন

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।

অপরিবর্ত্তনীয়

এক যদি আর হয় কি ঘটিবে তবে?
এখনো যা হয়ে থাকে, তখনো তা হবে।
তখন সকল দুঃখ ঘোচে যদি ভাই?
এখন যা সুখ আছে দুঃখ হবে তাই।

অপরিহরণীয়

মৃত্যু কহে, পুত্র নিব, চোর কহে, ধন,
ভাগ্য কহে, সব নিব যা তোর আপন।
নিন্দুক কহিল, লব তব যশোভার,
কবি কহে, কে লইবে আনন্দ আমার ?

সুখদুঃখের একই স্বরূপ

শ্রাবণের মোটা ফোঁটা বাজিল যূথীরে,—
কহিল, মরিনু হায় কার মৃত্যুতীরে।—
বৃষ্টি কহে, শুভ আমি নামি মর্ত্ত্যমাঝে,
কারে সুখরূপে লাগে কারে দুঃখ বাজে।

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম—চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে ?
সে কহিল ফিরে দেখ !—দেখিলাম থামি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

সত্যের আবিষ্কার

কহিলেন বসুন্ধরা,—দিনের আলোকে
আমি ছাড়া আর কিছু পড়িত না চোখে।
রাত্রে আমি লুপ্ত যবে, শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত এ জগতের জ্যোতির্ম্ময়ী লেখা।

সুসময়

শোকের বরষা দিন এসেছে আঁধারি'
ও ভাই গৃহস্থ চাষী ছেড়ে আর বাড়ি।
ভিজিয়া নরম হল শুষ্ক মরু মন,
এই বেলা শস্য তোর করেনে বপন।

ছলনা

সংসার মোহিনী নারী কহিল সে মোরে
তুমি আমি বাঁধা রব নিত্য প্রেমডোরে।
যখন ফুরায়ে গেল সব লেনা-দেনা,
কহিল, ভেবেছ বুঝি উঠিতে হবে না?

সজ্ঞান আত্মবিসর্জ্জন

বীর কহে, হে সংসার, হায় রে পৃথিবী,
ভাবিস্‌নে মোরে কিছু ভুলাইয়া নিবি।
আমি যাহা দিই তাহা দিই জেনেশুনে,
ফাঁকি দিয়ে যা পেতিস্ তার শতগুণে।

স্পষ্ট সত্য

সংসার কহিল, মোর নাহি কপটতা,
জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, সবই স্পষ্ট কথা।
আমি নিত্য কহিতেছি যথাসত্য বাণী,
তুমি নিত্য লইতেছ মিথ্যা অর্থখানি।

আরম্ভ ও শেষ

শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহঙ্কার তবে।
আরম্ভ কহিল, ভাই, যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ উদয়।

বস্ত্র হরণ

সংসারে জিনেছি বলে দুরন্ত মরণ
জীবন বসন তার করিছে হরণ।
যত বস্ত্রে টান দেয়, বিধাতার বরে
বস্ত্র বাড়ি চলে তত নিত্যকাল ধরে।

চির-নবীনতা

দিনান্তের মুখচুম্বি রাত্রি ধীরে কয়,—
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়!
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন।

মৃত্যু

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ,—তব বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মত নিত্যকাল দোলে।

শক্তির শক্তি

দিবসে চক্ষুর দম্ভ দৃষ্টিশক্তি লয়ে—
রাত্রি যেই হল সেই অশ্রু যায় বয়ে।
আলোরে কহিল—আজ বুঝিয়াছি ঠেকি
তোমারি প্রসাদ বলে তোমারেই দেখি।

——

ধ্রুব সত্য

আমি বিন্দুমাত্র আলো, মনে হয় তবু
আমি শুধু আছি আর কিছু নাই কভু।
পলক পড়িলে দেখি আড়ালে আমার
তুমি আছ হে অনাদি আদি অন্ধকার।

——

এক পরিণাম

শেফালি কহিল আমি ঝরিলাম, তারা!
তারা কহে, আমারো ত হল কাজ সারা;—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি।

ক্ষণিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য বার আনা

সূচী

ক্ষণিকা

উদ্বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে !
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে !

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে' বসে' গাঁথিস্‌নে আর,
বাঁধিস্‌নে স্মৃতি-বাহিনী।
যা আসে আসুক্, যা হবার হোক্,
যাহা চলে' যায় মুছে যাক্ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্ দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক্ শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী!

ফুরায় যা' দেরে ফুরাতে!
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে' যাস্‌নেক কুড়াতে!
বুঝি নাই যাহা, চাইনা বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাইনা খুঁজিতে,
পূরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পূরাতে!
যখন যা পাস্ মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে!

ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে' ফেলে' দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি!
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে

আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মত যাক্ যাক্ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি!
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি!

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে!
ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে!
মর্ম্মরতানে ভরে' ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে!

যথাসময়

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে ওজনদরে মিলে,
বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা.

হঠাৎ পড়ে ঋণ-শোধেরি পালা,
ঋণী জনের না পাওয়া যায় দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হ'রে কবি,
খিলের পরে খিল, লাগাও খিল!
কথার সাথে গাঁথ কথার মালা,
মিলের সাথে মিল, মিলাও মিল!

কপাল যদি আবার ফিরে যায়,
প্রভাতকালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎমেঘে ত্বরিত বরিষণে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,
তখন খাতা পোড়াও ক্ষ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল, লাগাও দিল!
বাহুর সাথে বাঁধ মৃণাল বাহু,
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল!

মাতাল

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস্ মাতামাতি,
থলি ঝুলি উজাড় করে' ফেলে'
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা করে' সুরু
পাঁজিপুথি করিস্ পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস্,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের পরে লাগাস্ ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
নষ্ট হ'ল দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে' পক্ক হল মাথা,
অনেক দেখে' দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভাল
বসে' বসে' কেবল জমা করি,
ফেলা-ছড়া ভাঙা-ছেঁড়ার বোঝা
বুকের মাঝে উঠ্ছে ভরি-ভরি,

গুঁড়িয়ে সে সব উড়িয়ে ফেলে' দিক্
দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া!
বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

হোক্‌রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক্ দিশাহারা,
দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে'
এক দমকে করুক্ লক্ষ্মীছাড়া!
সংসারেতে সংসারী ত ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্ত বড় লোক,
সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন্ তাঁরা ভবের কাজে লেগে;—
লাগুক্ মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া!
বুঝেছি ভাই কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

শপথ করে' দিলাম ছেড়ে আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলবো ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা!
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে' ফেলে'
নয়নবারি শূন্য করি' দিব.

উচ্ছ্বসিত মদের ফেণা দিয়ে
অট্টহাসি শোধন করি' নিব !
ভদ্রলোকের তক্‌মা-তাবিজ ছিঁড়ে'
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া !
শপথ ক'রে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া !

যুগল

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখ মম,
বন্ধ কর শ্রীমদ্ভাগবত।
শাস্ত্র যদি নেহাৎ পড়তে হবে
গীতগোবিন্দ খোলা হোক্ না তবে,
শপথ মম, বোলোনা এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ !
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর,
আজকে শুধু এক্ বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর !

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মান্‌বনাক রাজার দারোগারে,—
কেল্লা হ'তে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরা-ছুরি,
বলব, রে ভাই, বেজার কোরোনাক,
গোল হতেছে, একটু থেমে' থাক,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখ
ক্ষ্যাপার মত কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি!
একটুখানি সরে' গিয়ে কর
সঙের মত সঙিন্‌ ঝমঝমর,
আজ্‌কে শুধু এক্‌ বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর!

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে,—
ভাগ্য নামে অতিবর্ষা সম!
একদিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়ই আনে শেষাশেষি,
জানত ভাই দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাক মম!

ফাগুন মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর,
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
আমরা দুটি অমর দুটি অমর!

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে।
বনে এত বকুল ফোটে,
গেয়ে মরে কোকিলপাখী,
লতাপাতার অন্তরালে
বড় সরস ঢাকাঢাকি!
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ সব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নীচে!

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে,
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে।

২

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান্ মুখে নানা কথা,
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা ;
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধরে' থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় ;
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
একথা সে বিশেষ বোঝে।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে !

৩

আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী,
মনুর শাস্ত্র শুধ্রে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—

বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সা কড়ি করুন জমা,
দেখুন্ বসে' বিষয় পত্র,
চালান্ মাম্‌লা মকদ্দমা ;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে'
যুবারা যাক্ বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্য সাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে !

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে !

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী !
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি,—
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে,

নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই,—
হায়রে আমার হতভাগ্য!
সময় যে নেই,—সময় যে নেই!

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে
ঝরে' পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু,—

তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়ই বর্ব্বরতা,—
সময় যে নেই,—সময় যে নেই!

এস আমার শ্রাবণ-নিশি,
এস আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এস আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,

তুমি এস, তুমিও এস,
  তুমি এস—এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
  ধরণীর নাম মর্ত্ত্যভূমি!

যে যায় চলে' বিরাগভরে
  তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে' কাটাই, এমন
  সময় যে নেই—সময় যে নেই!

ইচ্ছে করে বসে' বসে'
  পদ্যে লিখি গৃহকোণায়—
তুমিই আছ জগৎ জুড়ে—
  সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়!
ইচ্ছে করে কোনও মতেই
  সান্ত্বনা আর মান্‌বনারে,
এমন সময় নতুন আঁখি
  তাকায় আমার গৃহদ্বারে,—

চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি,
  তারেই শুধু আপন জেনেই,—
কখন তবে বিলাপ করি?
  সময় যে নেই,—সময় যে নেই।

———

অতিবাদ

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
  সকল কথাই বাড়িয়ে বলে,
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দুধারে সব উদার চিত্তে
  বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।

আমারো দ্বার মুক্ত পেয়ে
  সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজ্‌কে আমি কোন মতেই
  বল্‌বনাক সত্য কথা!

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
  সকল প্রকার অজস্রত্ব!
কেন রাখব কথার ওজন?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন?
ছুটুক্ বাণী যোজন যোজন
  উড়িয়ে দিয়ে যত্ত্ব ণত্ব!

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে'
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্য পুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি
তোমারি নাম বেড়ায় রটি;
থাক হৃদয়-পদ্মটিতে
এক্ দেবতা আমার চিতে!—
চাইনে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি।

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে'
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

ত্রিভুবনে সবার বাড়া,
এক্‌লা তুমি সুধার ধারা,
ঊষার ভালে এক্‌টি তারা,
এ জীবনে একটি আলো!—

সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে যে
সে সব কথা যাক্ ঢেকে,
সময় বুঝে মানুষ দেখে,
তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

সত্য থাকুন্ ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে,
এবং আমার কবির গানে,
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,

কণ্ঠ আমার যতই ফাটো,
বল্‌বো তবু উচ্চস্বরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করচে ভুবন নূতন সৃষ্টি
মুচ্‌কি হাসির সুধার বৃষ্টি
চল্‌চে আজি জগৎ জুড়ে।

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজ্‌কে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এম্‌নি করে'
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেকজনে—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুট্‌ল নূতন চোখের কোণে।

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজ্‌কে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে,
কাল সকালে যাবে ভুলে,
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!
হে সুন্দরী তেমনি কবে
এ সব কথা ভুল্‌ব যবে
মনে রেখো আমায় তবে,—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্ন পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,—

চল্‌চে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সদাই দিবারাত্র—
পাত্রাধার কি তৈল, কিম্বা
তৈলধার কি পাত্র,—
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্ত-নাশন্
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস্ কি আসন ?
গান তা' শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে !

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান ?
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদপরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনীর মঞ্চ জুড়ি'
পঞ্চহাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলেনা কেউ পাতা ;
আস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা।

ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে
যত্ন পূরা মাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী
সেথায় করবি যাত্রা ?
গান তা' শুনি কর্ণমূলে
মর্ম্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান ?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
একজামিনের পড়ায়,
মন্টা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায় !
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব
সাম্নে আছে খোলা,
কর্ত্তৃজনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা ;—
সেইখানেতে ছেঁড়া-ছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল,
করবি কি তুই খেলা ?

গান তা' শুনে মৌন মুখে
রহে দ্বিধার ভরে,—
যাব-যাব করে!

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ
যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে, ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে।
বালিশতলে বইটি চাপা
টানিয়া লয় তারে,—
পাতাগুলিন্ ছেঁড়া-খোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে,—
কাজল-আঁকা সিঁদুর মাথা
চুলের গন্ধে ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে
চাস্ কি যেতে ত্বরা?
বুকের পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান!

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ ?

যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়
আড়াল বুঝে' আঁধার খুঁজে'
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখী তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়,
পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে ?

হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান !

বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালবাসে
কেউ বা বাস্‌তে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে।
কতকটা সে স্বভাব তাদের,
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক,—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে,
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়্‌বে,
পরের ভোগে থাক্‌বে বাকি।
মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আস্‌চে এম্‌নি রকম
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম।

মনের অজ কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই অসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগ্‌ল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্ত্তেকে পাঁজর গুলো
উঠ্‌ল কেঁপে আর্ত্তরবে,—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে' মর্ত্তে হবে?
ভেসে থাকৃতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার ত বিনাবাক্যে
টুপ্ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবি,—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।

মনের তাই কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয়নি সবাই,
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
কেউ বা মরে তোমার চাপে;—

তবু ভেবে দেখ্‌তে গেলে
এম্‌নি কিসের টানাটানি ?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া' যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

মনেরে তাই কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে'
অস্তাচলে বসে' বসে'
আঁধার করে' তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে'
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্য্যটা
যত শীঘ্র পারো সারো।

খুব খানিকটে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া—
মনের সঙ্গে এক রকমে
করেনে ভাই বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোল।
ভুলে যা' ভাই কাহার সঙ্গে
কতটুকুন্ তফাৎ হ'ল।
মনেরে তাই কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক্
সত্যেরে লও সহজে।

অচেনা

কেউ যে কারে চিনিনাক
সেটা মস্ত বাঁচন।
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্ক-নাচন।
বুকের মধ্যে মনটা থাকে
মনের মধ্যে চিন্তা,—
সেইখানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন্ তা'।

বাইরে যা পাই সম্‌জে নেব
তার আইন-কানুন্
অন্তরেতে যা আছে তা'
অন্তর্যামীই জানুন্।

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে!

বাইরে থাকুক্ মধুর মূর্ত্তি,
সুধামুখের হাস্য,
তরল চোখে সরল দৃষ্টি
করব না তার ভাষ্য।
বাহু যদি তেমন করে'
জড়ায় বাহু বন্ধ
আমি দুটি চক্ষু মুদে
রৈব হয়ে অন্ধ।
কে যাবে ভাই মনের মধ্যে
মনের কথা ধর্ত্তে?
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
কেউটে সাপের গর্ত্তে?

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচেনাক,
মন বলে যা পায়রে
কোন জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায়রে!
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস্?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিষ?
চলেন তিনি গোপন চলে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে, এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে।

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে!

তথাপি

তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই ;
এমন কথার দেবনাক আভাসও
আমারো মন তোমার পায়ে বাধা নাই।
নাইক আমার কোন গরব-গরিমা
যেমন করেই কর আমায় বঞ্চিত,
তুমি না রও তোমার সোনার প্রতিমা
রবে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত।

কিন্তু তবু তুমিই থাক সমস্যা যাক্ ঘুচি।
স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি।

দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
সেটা কিন্তু বলে রাখাই সঙ্গত।
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
নিন্দা তারা করতে পারে অন্ততঃ।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায় ?
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জ্জনা।
ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয় ত পাব চারজনা।

কিন্তু তবু তুমিই থাক সমস্যা যাক্ ঘুচি।
চারের চেয়ে একের পরেই আমার অভিরুচি।

কবির বয়স

ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
বসে' বসে' ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
শুন্‌তেছ কি পরকালের ডাক?
কবি কহে, সন্ধ্যা হ'ল বটে,
শুন্‌চি বসে' লয়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ তরুণীতে,
দুটি আঁখির পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে ;—

কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুল্‌বে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে'
পরকালের ভাল মন্দই গণি।

২

সন্ধ্যা-তারা উঠে' অস্তে গেল,
চিতা নিবে' এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদবর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে।

শৃগালসভা ডাকে ঊর্দ্ধরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে,—
এমন কালে কোন গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
যোড়হস্ত ঊর্দ্ধে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে,—

ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে?

৩

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক্-বয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়,
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে;—

কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন্ শুনি পরকালের ডাক?
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক্ পাক।

বিদায়

তোমরা নিশি যাপন কর
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহ—
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই!
মাথার দিব্য, উঠোনা কেউ
আগ্ বাড়িয়ে দিতে আমায়,
চল্‌চে যেমন চলুক তেমন
হঠাৎ যেন গান না থামায়।
আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুন্‌চি যেটা
হাতে সেটা আস্‌চে না যে।

একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থাম্‌তে যে চাই ;—
আজ্‌কে কিছু শ্রান্ত আছি,—
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই !

আঁধার আলোয় শাদায় কালোয়
দিন্‌টা ভালই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইক কোন ঝগড়া-ঝাঁটি।
মাঝে মাঝে ভেবেছিলুম
একটু-আধ্‌টু এটা-ওটা
বদল যদি পার্‌ত হতে
থাকৃতনাক কোন খোঁটা,—
বদল হ'লে তখন মনটা
হয়ে পড়ত ব্যতিব্যস্ত,
এখন যেমন আছে আমার
সেইটে আবার চেয়ে বস্‌ত।
তাই ভেবেছি দিনটা আমার
ভালই গেছে,—কিছু না চাই—
আজ্‌কে শুধু শ্রান্ত আছি,
ঘুমতে যাই—ঘুমতে যাই !

অপটু

যতবার আজ গাঁথনু মালা
পড়ল খসে' খসে'—
কি জানি কার্ দোষে!
তুমি হোথায় চোখের কোণে
দেখ্‌চ বসে' বসে'!
চোখ দুটিরে প্রিয়ে
শুধাও শপথ নিয়ে
আঙুল আমার আকুল হ'ল
কাহার দৃষ্টিদোষে?

আজ যে বসে' গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে।
মধুর হাসি খেলে তোমার
চতুর রাঙা ঠোঁটে।
কেন এমন ত্রুটি?
বলুক্ আঁখি দুটি।
কেন আমার রুদ্ধকণ্ঠে
কথাই নাহি ফোটে।

রেখে দিলাম মাল্য বীণা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে'
বসি পায়ের পাশে।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে
এমন কোন কর্ম্ম দেহ
অকর্ম্মণ্য দাসে।

উৎসৃষ্ট

মিথ্যে তুমি গাঁথ্‌লে মালা
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি কণ্ঠে আমার
দেবে তুলে ?
দাও ত ভালই, কিন্তু জেনো
হে নির্ম্মলে,
আমার মালা দিয়েছি ভাই
সবার গলে।
যে কটা ফুল ছিল জমা
অর্ঘ্যে মম

উদ্দেশেতে সবায় দিনু :—
নমো নমঃ।

কেউ বা তাঁরা আছেন কোথা
কেউ জানেনা,
কারো বা মুখ ঘোম্‌টা-আড়ে
আধেক চেনা,—
কেউ বা ছিলেন অতীত কালে
অবন্তীতে,
এখন তাঁরা আছেন শুধু
কবির গীতে।
সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে
পরিচ্ছদে
কহেন বিধি—তুভ্যমহং
সম্প্রদদে।

হৃদয় নিয়ে আজকি প্রিয়ে
হৃদয় দেবে?
হায় ললনা সে প্রার্থনা
ব্যর্থ এবে।
কোথায় গেছে সেদিন আজি
যেদিন মম
তরুণকালে জীবন ছিল
মুকুল সম;

সকল শোভা সকল মধু
গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে বন্ধ ছিল
বন্দী মত।

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে
অনেক দূরে,—
অনেক দেশে অনেক বেশে
অনেক সুরে।
কুড়িয়ে তারে বাঁধ্‌তে পারে
একটি থানে
এমনতর মোহন মন্ত্র
কেই বা জানে!
নিজের মনত দেবার আশা
চুকেই গেছে,
পরের মনটি পাবার আশায়
রৈনু বেঁচে।

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাস্‌বি কিনা
বুঝব কেমন করে' ?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
ঠাট্টা করে' ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাস্‌বি কিনা
বুঝবো কেমন করে' ?
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;

উল্টা করে’ বলি আমি
সহজ কথাটাই।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যর্থ করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

সোহাগভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে’ পাব কিনা
বুঝব কেমন ক’রে ?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
গর্ব্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে,
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের পরে বুকের কথা
উথ্‌লে ওঠে পাছে।

অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই
না আসি তোর কাছে।
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয় রে পাছে।
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই ;
স্পর্দ্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

পরামর্শ

সূর্য্য গেল অস্তপারে,—
লাগ্‌ল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠ্‌ল হাহা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রাণীর দেশে
নূতন সাজে সেজে?
এবার যদি বাতাস উঠে'
তুফান জাগে শেষে
ফিরে আস্‌বি নে যে!

অনেকবার ত হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী!
সিন্ধুপানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রসারসি।

এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোর
ভরে' উঠ্‌ছে জলে।
অশ্রু সেঁচে' চল্‌বি কত
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে।

এবার তবে ক্ষান্ত হ'রে
ওরে শ্রান্ত তরী !
রাখ্‌রে আনাগোনা !
বর্ষ-শেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি,
ঐ যেতেছে শোনা।
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি' ;
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি'।

ইচ্ছা যদি করিস্‌ তবে
এপার হতে পারে
যাস্‌রে খেয়া বেয়ে।

আন্‌বে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে।
ওপারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী,
সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু
এঘাট ওঘাট,
ইচ্ছা করিস যদি।

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধরে' বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্ব্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়বেনাক আর,
হায় রে মরণ-লুভী।
ঘাটে সে কি রৈবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা-ডুবি।

ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী
হে প্রেয়সী!

বল্‌চে—কবি তোমার ছবি
আঁকচে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে;
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাক্‌চে শেষে বাংলা দেশে
উচ্চ কথা।

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী
হে প্রেয়সী!

২

সে কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রাণী!

ফেলুক্ মুছি' হাস্য-শুচি
তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
কর রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।

তাই কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রাণী!

৩

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—

ঠেক্‌ল কখন্ তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়

পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।

৪

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্ত্তি-কলাপ।

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

৫

সে সব ক্ষতি পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি।
হরিণ-আঁখি।

লোকের মনে সিংহাসনে
নাইক দাবী,
তোমার মনো-গৃহের কোনো
দাও ত চাবী।
মরার পরে চাইনে ওরে
অমর হ'তে।
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।

খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি।
হরিণ-আঁখি।

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,

একটী শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বস্‌ত সন্ধ্যা হ'লে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।

জীবনতরী বহে' যেত
মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে।

২

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাক্‌তনাক ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইক মৃত্যু জরা।

ছ'টা ঋতু পূর্ণ করে'
ঘট্‌ত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্ত্তা তাহার
রৈত কাব্যে গাঁথা।

বিচ্ছেদ(ও) সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মত
মন্দগতি চলত রচি'
দীর্ঘ করুণ গাথা।

আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাক্‌তনাক
কিছুমাত্র ত্বরা।

৩

অশোক কুঞ্জ উঠ্‌ত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে ;
বকুল হ'ত ফুল্ল, প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।

প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মত।
কোনো নামটি মন্দালিকা
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝঙ্কারিত কত।

আস্‌ত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক শাখা উঠ্‌ত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।

৪

কুরবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈত হাতে
কি জানি কোন্ কাজে।

অলক সাজ্‌ত কুন্দফুলে,
শিরীষ পর্‌ত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নব-নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধুঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখ্‌ত মুখে বালা।

কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকৃত সাজে,
কুরবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে।

৫

কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংস-মিথুন আঁকা।

বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রৈত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গণিত বসে’।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুল্‌ত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে’ খসে’।

মিলন-রাতে বাজ্‌ত পায়ে
নূপুর দুটি বাঁকা;
কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা।

৬

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।

কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ কর্ত্ত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কৈত শৌরসেনী,
বলত সখার গলা ধরে'—
হলা পিয় সহি।

জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে॥

৭

নবরত্নের সভার মাঝে
রৈতাম একটি টেরে,
দূর হৈতে গড় করিতাম
দিঙনাগাচার্য্যেরে।

আশা করি নামটা হ'ত
ওরি মধ্যে ভদ্রমত,
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিম্বা বসুভূতি।

স্রগ্ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি' দুটি চারটি
ছোটখাটো পুঁথি।

ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোক-রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে
রৈতাম একটি টেরে।

৮

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে।

কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।

ছল ক'রে তার বাধ্‌ত আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে।

৯

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল !
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ শাল।

হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।

কোন্ স্বরগে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল !
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল।

১০

যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন
সে সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরি দুঃখে আমায়
করচে অন্যমনা।

তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেম্‌নি বকুল ফোটে গাছে,
যদিও সে পায় না নারীর
মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিণ হতে বাতাসটুকু
তেম্‌নি লাগে মিঠা।

অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইক কোথাও
সে সব বরাঙ্গনা।

১১

এখন যাঁরা বর্ত্তমানে,
আছেন মর্ত্তলোকে,
মন্দ তারা লাগ্‌ত না কেউ
কালিদাসের চোখে।

পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
ব'লেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীয় চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্চে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।

মরব না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্যনামে
আছেন মর্ত্ত্যলোকে।

১২

আপাতত এই আনন্দে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস ত নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি ত পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান্‌নি মহাকবি।

বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।

প্রিয়ে তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে।

প্রতিজ্ঞা

আমি হবনা তাপস, হবনা, হবনা,
যেমনি বলুন্ যিনি।
আমি হবনা তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুল বন,
যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
তবে হবনা তাপস, হবনা, যদি না
পাই সে তপস্বিনী।

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন মল
রিণিকৃঝিনি
আমি হবনা তাপস, হবনা, যদি না
পাই গো তপস্বিনী।

আমি হবনা তাপস, তোমার শপথ,
যদি সে তপের বলে
কোন নূতন ভুবন না পারি গড়িতে
নূতন হৃদয় তলে।
যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরম দ্বার,
কোনো নূতন আঁখির ঠার
না লই চিনি।
আমি হবনা তাপস, হবনা, হবনা,
না পেলে তপস্বিনী।

পথে

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে ;
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মত জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।
আমি কোথায় চলেছিলেম
অকারণে !

জলের ধারে কুটীরখানি
পাতা-ঢাকা,
দ্বারের পরে নুয়ে পড়ে
নিম্বশাখা।
ঐ যে শুনি মাঝে মাঝে—
না-জানি কোন নিত্যকাজে
কোথায় দুটি কাঁকন বাজে
গৃহকোণে।
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে !

দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক হীরা,
শর্ষেক্ষেতে উঠ্‌চে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে!

আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শানে বাজ্‌চে কলস
ক্ষণে ক্ষণে।
সে সব কথা ভাব্‌চি বসে'
অকারণে!

দীর্ঘ হয়ে পড়চে পথে
বাঁকা ছায়া,

গোষ্ঠ ঘরে ফিরচে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে ক্ষেতের পরে
ধূসর আলো ধূধূ করে,
বসে' আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।
আবার ধীরে চল্‌চি ফিরে
অকারণে!

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক;
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাৎ,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক!

২

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে ;
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে।
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে।

৩

ওরে বিহান্ হল জাগরে ভাই—
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ঐযে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠ্‌ল ঘরে ঘরে।
হের মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর রেণু,
হের আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ-দোহন করে।
ওরে বিহান্ হল জাগরে ভাই—
ডাকে পরস্পরে।

৪

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরি কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া তরীর পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে।

৫

মোরা নব-নবীন ফাগুন রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুল-রশি
দিবে নীপশাখায় কসি'
যবে দখিন বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠ্‌বে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে।

৬

আমি হবনা ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাবনা আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক ;
যদি ননী-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোকনীপের ছায়ে
আমি কোনজন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।

কর্ম্মফল

পরজন্ম সত্য হলে'
কি ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টানবে ধরে'
বাংলা দেশের এ রাজধানী।
গদ্যপদ্য লিখনু কেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

২

ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এম্‌নি কটু বল্‌ব তাকে।
যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৩

বল্‌ব, এসব কি পুরাতন।
আগাগোড়া ঠেক্‌চে চুরি।
মনে হচ্চে, আমিও এমন
লিখ্‌তে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।
আরো যে সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজচে ব্যথা,
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৪

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদি পুনর্জন্মে
হও পুনর্ব্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম কসে' বসে' বসে'
প্রতিবাদের প্রতি বচন।
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৫

লিখব, ইনি কবি সভায়
হংস মধ্যে বকো যথা।
তুমি লিখবে—কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা।
আমি তোমায় বলব—মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে—রূঢ়,
তার পরে যা লেখালেখি
হবে না সে রুচি-রোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব
আমি কড়া সমালোচন।

———

কবি

আমি যে বেশ সুখে আছি
অন্ততঃ নই দুঃখে কৃশ,
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।
সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে।
কিন্তু সেটা এত সুদূর
এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কি না আছে, তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির।
মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ,
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
জানেনা সেই খবর কেহ।

কাব্য পড়ে' যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।

আঁধার করে' রাখেনি মুখ,
দিবারাত্রি ভাঙচে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্য মুখেই বয় গো।

ভালবাসে ভদ্র সভায়
ভদ্র পোষাক পরতে অঙ্গে,
ভালবাসে ফুল্ল মুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে,
মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাস্‌তে হবে
একেক সময় দিব্যি বুঝে।
সাম্‌নে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্য মনে;
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
রয় না বসে' ঘরের কোণে।
বন্ধুরা কয়, লোকটা রসিক,
কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি?
শত্রুরা কয়, লোকটা হাল্কা,
কিছু কি তার নাইক ভিত্তি?

কাব্য দেখে' যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।

চাঁদের পানে চক্ষু তুলে'
রয়না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো।

সুখে আছি লিখ্‌তে গেলে
লোকে বলে, প্রাণটা ক্ষুদ্র।
আশাটা এর নয়ক বিরাট,
পিপাসা এর নয়ক রুদ্র।
পাঠকদলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর;
বলে, একটু হেসে খেলেই
ভরে' যায় এর মনের জঠর।
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যা যদি হয় সে, তবু
ফেলো পাঠক চোখের সলিল।
তাহার পরে আশিষ কোরো
রুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষুব্ধ বুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।
কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।

বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।
সহজ লোকের মতই যেন
সরল গল্প কয় গো।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহ আমায় ধনী,
তাহা হ'লে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনী।

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মত চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রৈব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

২

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি,
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি'
কূল-কিনারা পরিহরি,
কোন্ দিকে রে বাইব তরী
আকুল কালো নীরে।
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালু মরুর তীরে।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

৩

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে;
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক্ মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেণায় ফেণা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাবত তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈবনা আর কভু।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

৪

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইচে নগ-নদী।
সোনার রেণু আন্‌ব ভরি
সেথায় নামি যদি।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

৫

অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্চি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।

নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে'
অপূর্ব্ব ধন যত।
ভিখারী মোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মত।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই।

বিদায় রীতি

হায় গো রাণী, বিদায় বাণী
এম্‌ন করে শোনে ?
ছি ছি ঐ যে হাসিখানি
কাঁপচে আঁখিকোণে !
এতই বারে বারে ফিরে'
মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে,
ভাব্‌চ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে' ঘুরে'
ফিরে' আস্‌বে আবার।

আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য করে'ই বলি
আমারো সেই সন্দেহ হয়
ফিরে' আস্‌ব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমা-রাত আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায়,—
এরাও ত নয় যাবার।
সহস্রবার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার।

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়োনাকো।
ভ্রমক্রমে ক্ষণেকতরে
এনো গো জল আঁখির পরে,
আকুল স্বরে যখন কব—
সময় হ'ল যাবার।
তখন না-হয় হেসো, যখন
ফিরে আস্‌ব আবার।

নষ্ট স্বপ্ন

কাল্‌কে রাতে মেঘের গরজনে,
রিমিঝিমি বাদল-বরিষণে,
ভাব্‌তেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্ত্তি ধরে'
বাদ্‌লা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি।
বৃথা স্বপ্নে কাট্‌ল সারারাতি।

হায় রে, সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি ;
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে
আমি চলি আমার শূন্য পথে।

কাল্‌কে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত,
মিথ্যা যদি মধুররূপে
আস্‌ত কাছে চুপে চুপে
তাহা হ'লে কাহার হয় ক্ষতি ?
স্বপ্ন যদি ধর্‌ত সে মূরতি ?

একটি মাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারের স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরু-পাহাড় দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল,
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল।

২

রৌদ্র তখন মাথার পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের পরে,
আকুল ঘ্রাণে নিইনি তাহার
শীতল পরিমল।
রেখেছিলেম লুকিয়ে, আমার
একটি আঙুর ফল।

৩

বেলা যখন পড়ে' এল,
রৌদ্র হ'ল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠ্‌ল হুহু
ধূ ধূ বালুর ডাঙা;—
থাক্‌তে দিনের আলো,
ঘরে ফেরাই ভালো,—
তখন খুলে দেখ্‌নু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল,
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল।

সোজাসুজি

হৃদয়পানে হৃদয় টানে,
নয়নপানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়ক মোটে।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে,
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি,
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

২

বসন্তী-রং বসনখানি
নেশার মত চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যুথীর মালা
স্তুতির মত বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া, একটু রাখা,
একটু প্রকাশ, একটু ঢাকা,
একটু হাসি, একটু সরম,
দু'জনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৩

মধুমাসের মিলনমাঝে
মহান্ কোন রহস্য নেই,
অসীম কোন অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মত নাইক কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৪

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত।
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
করিনে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৫

শুনেছিনু প্রেমের পাথার
নাইক তাহার কোন দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা;
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
অনেক বাঁকা গলি ঘুঁজি।
আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

অসাবধান

আমায় যদি মনটি দেবে,
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ার খানা,
ভোলা আমার প্রাণ,
কখন যে কার আনাগোনা,
নইক সাবধান।

পথের ধারে বাড়ি আমার,
থাকি গানের ঝোঁকে,
বিদেশী সব পথিক এসে
যেথা-সেথাই ঢোকে।
ভাঙে কতক, হারায় কতক
যা আছে মোর দামী
এমনি করে' একে একে
সর্ব্বস্বান্ত আমি।

আমায় যদি মনটি দেবে—দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ।

আমায় যদি মনটি দেবে,
নিষেধ তাহে নাই;
কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরোনা কেউ দায়ী।
ভুলে যদি শপথ করে'
বলি কিছু কবে,
সেটা পালন না করি ত
মাপ করিতেই হবে।
ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে,
রাগ কোরোনা চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হ'লে।

কোন দিন বা পূজার সাজি
কুসুমে হয় ভরা,
কোন দিন বা শূন্য থাকে,
মিথ্যা সে দোষ ধরা।

আমায় যদি মনটি দেবে—নিষেধ তাহে নাই;
কিছুর তরে আমায় কিন্তু কোরোনা কেউ দায়ী।

আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে;
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে।
দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নবরাগের বাঁশি,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।
প্রশ্ন যদি শুধাও কভু
মুখটি রাখি বুকে,
মিথ্যা কোন জবাব পেলে
হেসো সকৌতুকে।
যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকৃতে দিয়ো।
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।

আমায় যদি মনটি দেবে—রাখিয়া যাও তবে ;
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাক্‌তে হবে।

স্বপ্নশেষ

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই।
আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান
তাই নিয়ে কি রচি' দিব
একটি ছোট গান ?
একটি ছোট মালা, তোমার
হাতের হবে বালা,
একটি ছোট ফুল, তোমার
কানের হবে দুল ;
একটি তরুতলায় বসে
একটি ছোট খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধেবেলায়।

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।

যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়!
বর্ষা নদী পার হবি কি ওই?
হায় গো হায়!
অকূল মাঝে ভাসবি কে গো
ভেলার ভরসায়?
আমার তরীখান
সৈবে না তুফান;
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান,
শান্ত তীরে তীরে, তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে;
একটি কুমুদ তুলে, তোমার
পরিয়ে দেব চুলে।
ভেসে ভেসে শুন্‌বে বসে
কত কোকিল ডাকে
কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।
ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—সত্য করি' কই,
হায় গো পথিক হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে পার হব না ওই
আকুল যমুনায়।

কূলে

আমাদের এই নদীর কূলে
নাইক স্নানের ঘাট,
ধূধূ করে মাঠ।
ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ্ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।
সকাল বেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের পরে,
নৌকা চলে দু'একখানি
অলস বায়ুভরে।
আঘাটাতে বসে রৈলে
বেলা যাচ্চে বয়ে ;—
দাও গো মোরে কয়ে'
ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই ?
সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই।

আমাদের এ নদীর কূলে
ভাঙা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।

দূর গ্রামের দু'একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারাদিবস ধরি'।
জলের পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর-শাখা হ'তে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।
ঘাসের পরে অশথতলে
যাচ্চে বেলা বয়ে ;—
দাও আমারে কয়ে'
আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই ?
সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।

যাত্রী

আছে, আছে স্থান!
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
না হয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি,
এমন কিছু নয় সে বেশী,

না হয় কিছু ভারি হবে
আমার তরীখান,—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি ?
আছে, আছে স্থান !

এস, এস নায়ে !
ধূলা যদি থাকে কিছু
থাক্‌না ধূলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ বরণ
বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই
এস, এস নায়ে !

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেকতরে
বস্‌বে আমার তরী পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা
এলে যদি তুমিও এস,
যাত্রী আছে নানা।

কোথা তোমার স্থান ?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান ?
বল্‌তে যদি না চাও, তবে
শুনে আমার কি ফল হবে ;
ভাব্‌ব বসে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি,
কোথা তোমার স্থান ?

একগাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক ।
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে ।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,

আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুইটি পাড়ায় বড়ই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসম ফুলের ডালা
বেচ্‌তে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

আমাদের এই গ্রামের গলি পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে,
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শন।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খাঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুই তীরে

আমি ভালবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু'একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধ্যেবেলায় ভিড়ে।

আমি ভালবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।

২

তুমি ভালবাস তোমার
ঐ ওপারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুইধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

সকাল সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে, ভাসায় ভেলা।

তুমি ভালবাস তোমার
ঐ ওপারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৩

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে এক(ই) গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি, শুয়ে
বিজন বালু ভুঁয়ে,
তুমি শোন, কাঁখের কলস
ঘাটের পরে থুয়ে।

তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে এক(ই) গান সে
শোনায় নিরবধি।

অতিথি

ঐ শোন গো অতিথ্ বুঝি আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ রাখ তোমার কাজ,
রাখ কাজ!

শুন্‌চ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ।

পায়ে পায়ে বাজিয়োনাক মল,
ছুটোনাক চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ।

ঐ শোন গো অতিথ্ এল আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ রাখ তোমার কাজ,
রাখ কাজ।

২

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।

আঁধার কিছু নাইক আঙিনাতে,
আজ্‌কে দেখ ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আকাশ আলোময়।
না-হয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি,
যদি শঙ্কা হয়।

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।

৩

না-হয় কথা কোয়োনা তার সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।

প্রশ্ন যদি শুধায় কোন-কিছু
নীরব থেকো মুখটি করে নীচু
নম্র দু নয়নে।
কাঁকন যেন ঝঙ্কারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আন্‌বে যবে সাথে
অতিথি সজ্জনে।

না-হয় কথা কোয়োনা তার সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।

৪

ওগো বধূ হয়নি তোমার কাজ ?
গৃহ-কাজ ?
ঐ শোন কে অতিথ্‌ এল আজ,
এল আজ।

সাজাওনি কি পূজারতির ডালা?
এখনো কি হয়নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ?
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই কি শিরে?
হয়নি সন্ধ্যাসাজ?

ওগো বধূ হয়নি তোমার কাজ?
গৃহ-কাজ?
ঐ শোন কে অতিথ্ এল আজ,
এল আজ।

সম্বরণ

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।
আজকে কেবল বউকথাকও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে,
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সাম্‌নে অশোক টগর চাঁপা চামেলি।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

এম্‌নিতর বাতাস-বওয়া সকালে
নিজেরে মন হাজারো বার ঠকালে।
আপ্‌নারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ সকলে।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

ভেবেছি তাই আজকে কিছুই গাবনা,
গানের সঙ্গে গলিয়ে প্রাণের ভাবনা,
আপ্‌না ভুলে ওরে ভাবোন্মাদ,
দিস্‌নে ভেঙে তোর বেদনা বাঁধ,
মনের সঙ্গে মনের কথা গাঁথা সে।
গাবনা গান আজকে দখিন বাতাসে।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

বিরহ

তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।
সূর্য্য তখন মাঝ গগনে
রৌদ্র খরতর।
ঘরের কর্ম্ম সাঙ্গ করে'
ছিলেম তখন একলা ঘরে,
আপন মনে বসে' ছিলেম
বাতায়নের পর।
তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।

২

চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের
নানা গন্ধ নিয়ে,
আস্‌তেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাক্‌তেছিল শ্রান্তি-বিহীন,
একটি ভ্রমর ফির্‌তেছিল
কেবল গুন্‌গুনিয়ে।
চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের
নানা বার্ত্তা নিয়ে।

৩

তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউ শাখাতে উঠ্‌তেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতি সুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভরে’
একটি কাহার নাম।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।

৪

ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে।
আবাঁধা চুল উড়তেছিল
উদাস হাওয়া লেগে।
তটতরুর ছায়ার তলে
ঢেউ ছিল না নদীর জলে,
তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল
শুভ্র অলস মেঘে।
ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে।

৫

তুমি যখন চলে' গেলে

তখন দুই পহর।

শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে

রৌদ্র খরতর।

নিবিড়-ছায়া বটের শাখে

কপোত দুটি কেবল ডাকে,

একলা আমি বাতায়নে,

শূন্য শয়ন ঘর।

তুমি যখন গেলে তখন

বেলা দুই পহর।

ক্ষণেক দেখা

চলেছিলে পাড়ার পথে

কলস লয়ে কাঁখে,

একটুখানি ফিরে কেন

দেখলে ঘোমটা ফাঁকে?

ঐটুকু যে চাওয়া,

দিল একটু হাওয়া

কোথা তোমার ওপার থেকে

আমার এপার পরে।

অতি দূরের দেখাদেখি

অতি ক্ষণেক তরে।

২

আমি শুধু দেখেছিলেম
তোমার দুটি আঁখি।
ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার মাঝে
ত্রস্ত দুটি পাখি।
তুমি এক নিমিখে
চেয়ে আমার দিকে
পথের একটি পথিকেরে
দেখ্‌লে কতখানি,
একটুমাত্র কৌতূহলে
একটি দৃষ্টি হানি?

৩

যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রৈলে ঢাকা।
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেম্‌নি রৈনু ফাঁকা।
তবে কিসের তরে
থাম্‌লে লীলাভরে
যেতে যেতে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে?
একটুখানি ফিরে কেন
দেখ্‌লে ঘোমটা-ফাঁকে?

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্
পসরা লয়ে ?
সন্ধ্যা হ'ল, ঐ যে বেলা
গেল রে বয়ে।

যে-যার বোঝা মাথার পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
উঠ্ল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি
নদীর তীরে তীরে।

কিসের আশে উর্দ্ধশ্বাসে
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস্
পসরা লয়ে ?

সুপ্তি দিল বনের শিরে
হস্ত বুলায়ে,
কাকা ধ্বনি থেমে গেল
কাকের কুলায়ে।

বেড়ার ধারে পুকুর পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে পড়ে' এল,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা।
হের ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্ত জনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে
বিরাম-সুধা-মাখা।

সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্
পসরা লয়ে?

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে, ঘরের
বাহিরে!
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,

কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি রে!
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে!

২

ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি?
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।

৩

শোন শোন ওই পারে যাবে বলে'
কে ডাকিছে বুঝি মাঝি রে?
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,

দরদরবেগে জলে পড়ি জল
　　ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
　　　　আজি রে।

৪

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
　　যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর
　　　　নাহি রে।
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
　　পথপাশে দেখ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
　　　　বাহিরে।

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে ?
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন্‌ কটাক্ষে চায়
কিছু ত পারিনে জান্‌তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?

দুটি বোন তারা করে কাণাকাণি
কি না জানি জল্পনা।
গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি,
কি গোপন মন্ত্রণা ?
আসে যবে এইখানে
চায় দোঁহে দোঁহাপানে,
কাহারো মনের কোন কথা তারা
করেছে কি কল্পনা ?
দুটি বোন তারা করে কাণাকাণি
কি না জানি জল্পনা।

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
জল উঠে উচ্ছলি ?
চপল চক্ষে তরল তারকা
কেন উঠে উজ্জলি ?
যেতে যেতে নদীপথে
জেনেছে কি কোনমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
দুলে উঠে চঞ্চলি ?
এইখানে এসে ঘট হতে জল
কেন উঠে উচ্ছলি ?

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
পড়েছে চোখের প্রান্তে ?
কৌতুকে কেন ধায়
সচকিত দ্রুত পায় ?
কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি
ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে?
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে?

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে বসে' অমল বসনে
শ্যামল বসনে?

সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে বসে' শ্যামল বসনে ?

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

বিকচ-কেতকী তটভূমি পরে
কে বেঁধেছে তা'র তরণী
তরুণ তরণী ?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরাণ-হরণী।

বিকচ-কেতকী তটভূমি পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।

দুর্দ্দিন

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।
কাননের পথ ভেসে গেছে জলে,
বেড়াগুলি ভেঙে পড়েছে ভূতলে,
নব ফুটন্ত ফুলের দণ্ড
লুটায় তৃণের সনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।

২

হের গো আজিও প্রভাত-অরুণ
　　মেঘের আড়ালে হারা।
রহি রহি আজো ঘনায়ে ঘনায়ে
　　ঝরিছে বাদল ধারা।
মাতাল বাতাস আজো থাকি থাকি
চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি,
জড়িত পাখায় সিক্ত শাখায়
　　দোয়েল দেয় না সাড়া।
আজিও আঁধার প্রভাতে অরুণ
　　মেঘের আড়ালে হারা।

৩

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
　　একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
　　পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বারবার,
ফুলের অভাব ঘটেনি তোমার
বন আলো করি ফুটেছিল যবে
　　রজনীগন্ধারাজি।
এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
　　একেলা এসেছ আজি।

৪

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?
কাল যাহা ছিল সে ছায়া সে আলো
সে গন্ধগান নাই।
তবু ক্ষণকাল রহ ত্বরাহীন,
ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন
ভূতল হইতে যতনে তুলিয়া
ধুয়ে ধুয়ে দিব তাই।
আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?

৫

এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।
প্রভাত আজিকে অরুণবিহীন
কুসুম লুটায় বনে।
যাহা আছে লও প্রসন্ন করে,
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে,
ঐ যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষণে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘ্‌লা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।
কালো? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হ'ল দেখে'
ডাক্‌তেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশপানে হানি' যুগল ভুরু
শুন্‌লে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পূবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আ'লের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।

আমার পানে দেখ্‌লে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
  কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্
  দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ !

এম্‌নি করে' কালো কাজল মেঘ
  জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এম্‌নি করে' কালো কোমল ছায়া
  আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এম্‌নি করে' শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।
  কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্
  দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
  আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
  কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
  কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্
  দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ভর্ৎসনা

মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?
আমি তোমার পাড়ার প্রান্ত দিয়ে
চলেছিলেম আপন গৃহদ্বারে।
যেথা আমার বাঁধা ঘাটের কাছে
দুটি চাঁপায় ছায়া করে' আছে,
জামের শাখা ফলে আঁধার করা
স্বচ্ছগভীর পদ্মদীঘির ধারে।
তুমি আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?

২

আজ ত আমি মাটির পানে চেয়ে
দীনবেশে যাইনি তোমার ঘরে।
অতিথ্ হয়ে দিইনি দ্বারে সাড়া,
ভিক্ষাপাত্র নিইনি কাতর-করে।
আমি আমার পথে যেতে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
ঘনশ্যামল তমাল তরুমূলে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড দুয়ের তরে।
নতশিরে দু'খানি হাত যুড়ি'
দীনবেশে যাইনি তোমার ঘরে।

৩

আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই ত যূথীর একটি দল।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই ত ফল!
আছি শুধু পথের প্রান্তদেশে,
দাঁড়ায় যেথা সকল পান্থ এসে,
নিয়েছি এই শুধু গাছের ছায়া
পেয়েছি এই তরুণ তৃণতল।
আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই ত যূথীর একটি দল।

৪

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।
আষাঢ় মেঘে হঠাৎ এল ধারা
আকাশ-ভাঙা বিপুল বরষায়।
ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো তালে
উঠ্‌ল নৃত্য বাঁশের ডালে ডালে,
ছুট্‌ল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী
ভগ্নরণে ছিন্ন কেতুর প্রায়।
শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।

৫

কেমন করে' জান্‌ব মনে আমি
কি যে আমায় ভাব্‌লে মনে মনে ?
কাহার লাগি' একলা ছিলে বসে'
মুক্তকেশে আপন বাতায়নে ?
তড়িৎশিখা ক্ষণিকদীপ্তালোকে
হান্‌তেছিল চমক্ তোমার চোখে,
জান্‌ত কেবা দেখ্‌তে পাবে তুমি
আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে।
কেমন করে' জান্‌ব মনে আমি
আমায় কি যে ভাব্‌লে মনে মনে ?

৬

বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে'।
থেমে এল বাতাস বেণুবনে,
মাঠের পরে বৃষ্টি এল ধরে'।
তোমার ছায়া দিলেম তবে ছাড়ি,
লও গো তোমার ভূমি-আসন কাড়ি,
সন্ধ্যা হ'ল, দুয়ার কর রোধ,
যাব আমি আপন পথপরে।
বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে'।

৭

মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?
আছে আমার নতুন-ছাওয়া ঘর
পাড়ার পরে পদ্মদীঘির ধারে।
কুটীরতলে দিবস হ'লে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মত,
আমি কারো চাইনে কোন দান
কাঙাল বেশে কোন ঘরের দ্বারে।
মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ?

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হ'ল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুসি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মত,
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি ;
একটি রাঙা লাঠি কিন্‌বে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ।
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

———

খেলা

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবসরাতি,
ছিল না কেউ খেলার সাথী,
একলা বসে' পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

হঠাৎ হ'ল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে,
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল কখন
দ্বিগুণ বেগে।
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগলপারা,
পাতার ভেলা ডুবুল নালার
তুফান লেগে।
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল যখন
দ্বিগুণ বেগে।

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে,
হ'ত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,
আর কিছু তার ছিল না কাজ
ত্রিভুবনে।
হ'ত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাট্‌ল বেলা,
ভাব্‌তেছিলেম এতদিনের
নানান্‌ খেলা।
ভাগ্যপরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ।
পড়ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা।
ভাব্‌তেছিলেম এতদিনের
নানান্‌ খেলা।

কৃতার্থ

এখনো ভাঙেনি ভাঙেনি মেলা,
নদীর তীরের মেলা।
এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার,
এখনো রয়েছে বেলা।
ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম,
যাহা ছিল বুঝি সবি খোয়ালেম,
আছে আছে তবু আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে আজ ঘটে নাই
কেবলি ফাঁকি।

২

বেচিবার যাহা বেচা হয়ে গেছে
কিনিবার যাহা কেনা;
আমি ত চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি
সকল পাওনা দেনা।
দিন না ফুরাতে ফিরিব এখন;
প্রহরী চাহিছ পসরার পণ?
ভয় নাই ওগো আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি।

৩

কখন্ বাতাস মাতিয়া আবার
মাথায় আকাশ ভাঙে।
কখন্ সহসা নামিবে বাদল
তুফান উঠিবে গাঙে।
তাই ছুটাছুটি চলিয়াছি ধেয়ে ;
পারাণীর কড়ি চাহ তুমি নেয়ে ?
কিসের ভাবনা, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি।

৪

ধানক্ষেত বেয়ে বাঁকা পথখানি,
গিয়েছে গ্রামের পারে।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়িয়েছিলেম
নিরালা কুটীর দ্বারে।
থামিল বাদল, চলিনু এবার ;
হে দোকানী চাও মূল্য তোমার ?
ভয় নাই ভাই আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি।

৫

পথের প্রান্তে বটের তলায়
বসে' আছ এইখানে,—
হায় গো ভিখারী চাহিছ কাতরে
আমারো মুখের পানে !
ভাবিতেছ মনে বেচাকেনা সেরে
কত লাভ করে' চলিয়াছে কে রে !
আছে আছে বটে আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি।

৬

আঁধার রজনী, বিজন এ পথ,
জোনাকি চমকে গাছে।
কে তুমি আমার সঙ্গ ধরেছ
নীরবে চলেছ পাছে ?
এ ক'টি কড়ির মিছে ভার বওয়া,
তোমাদের প্রথা কেড়েকুড়ে লওয়া।
হবেনা নিরাশ, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
কেবলি ফাঁকি।

৭

নিশি দু'পহর পঁহুছিনু ঘর
দু'হাত রিক্ত করি।
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখী সম এলে মোর বুকে।
আছে আছে, বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি।

স্থায়ী-অস্থায়ী

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা,
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজ্‌ল বুকে ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা!
বেলা যখন পড়ে' এল
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা

আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুটবে যথা-তথা,
অনেক গন্ধ অনেক মধু
অনেক কোমলতা।
হে সংসার, হে লতা!
সে ফুল তোলার সময় ত আর
নাহি আমার হাতে।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা!

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে' আছি আমি,
ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি',
খেয়াল-খবর রাখিনে ত কোন-কিছুরি,
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে' থাকি নীচুতেই, থাকি
নীচুতে।

হাল ছেড়ে আজ বসে' আছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

২

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে।
তাই বলে' কিছু কাড়াকাড়ি করে'
কাড়িনে।

যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
বকিনে কারেও, শুনিনে কাহারো বকুনি,
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের
নাড়িনে।

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে।
তাই বলে' কিছু তাড়াতাড়ি করে'
কাড়িনে।

৩

মন-দেয়া নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে-
চরণে।

আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-
বরণে।

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে-
চরণে।

৪

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে' খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

বুক-ভাঙা বোঝা নেবনারে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে' তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে' খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

৫

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

মধুকর-সম ছিনু সঞ্চয়-প্রয়াসী,
কুসুম-কান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী,
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে,
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-
শয়নে।

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

৬

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে;

যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে
নীচুতে।

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

যৌবন-বিদায়

ওগো যৌবন-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে', দিলেম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই না দাঁড়-বাওয়া,
তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন হাওয়া।
কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি,
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
কত পাগল বান।
এপার হতে ওপার ছেয়ে
ঘন মেঘের সারি,

শ্রাবণ দিনে ভরা গাঙে
দু'কূল-হারা পাড়ি।
অনেক খেলা অনেক মেলা,
সকলি শেষ করে'
চল্লিশেরি ঘাটের থেকে—
বিদায় দিনু তোরে।

ওগো তরুণ তরী,
যৌবনেরি শেষ ক'টি গান দিনু বোঝাই করি।
সে সব দিনের কান্না হাসি,
সত্য মিথ্যা ফাঁকি,
নিঃশেষিয়ে যাস্‌রে নিয়ে
রাখিস্‌নে আর বাকি।
নোঙর দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর,
চাহিস্‌নে আর পাছে,
ফিরে ফিরে ঘুরিস্‌নে আর
ঘাটের কাছে কাছে।
এখন হ'তে ভাঁটার স্রোতে
ছিন্ন পালটি তুলে,
ভেসে যা'রে স্বপ্ন সমান
অস্তাচলের কূলে।
সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে
নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহু দিনের বোঝা তোমার—
চির-নিদ্রার দেশে।

ওরে আমার তরী,
পারে যাবার উঠ্‌ল হাওয়া ছোট্‌রে ত্বরা করি।

যে দিন খেয়া ধরেছিলেম
ছায়া বটের ধারে,
ভোরের সুরে ডেকেছিলেম
কে যাবি আয় পারে।—
ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
কর্‌তে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোনা
এতবারের পারাপারে—
এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দু'টি চরণ
দেয়নি পরশ কিরে?
যদি চরণ পড়ে' থাকে
কোন একটী বারে—
যা'রে সোনার জন্ম নিয়ে—
সোনার মৃত্যু পারে।

———

শেষ হিসাব

সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার
সময় হ'ল হিসাব নেবার।
যে দেব্‌তারে গড়েছিলেম,
দ্বারে যাঁদের পড়েছিলেম,
আয়োজনটা করেছিলেম
জীবন দিয়ে চরণ-সেবার,
তাঁদের মধ্যে আজ সায়াহ্নে
কেবা আছেন এবং কে নেই,
কেই বা বাকি, কেই বা ফাঁকি,
ছুটি নেব সেইটে জেনেই।

২

নাই বা জান্‌লি হায়রে মূর্খ!
কি হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম!
সন্ধ্যা এল, দোকান তোল,
পারের নৌকা তৈরি হ'ল,
যত পার ততই ভোল
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ।
জীবনখানা খুল্লে তোমার
শূন্য দেখি শেষের পাতা;
কি হবে ভাই হিসেব নিয়ে,
তোমার নয়ক লাভের খাতা।

৩

আপ্‌নি আঁধার ডাক্‌চে তোরে,
ঢাক্‌চে তোমায় দয়া করে'।
তুমি তবে কেনই জ্বাল
মিট্‌মিটে ওই দীপের আলো,
চক্ষু মুদে থাকাই ভালো
শ্রান্ত, পথের প্রান্তে পড়ে'।
জানাজানির সময় গেছে,
বোঝাপড়া কর্‌রে বন্ধ।
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক্‌রে হয়ে বধির অন্ধ।

৪

যদি তোমায় কেউ না রাখে,
সবাই যদি ছেড়েই থাকে,—
জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,
তোমার বিশ্ব উদার রবে,
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা,
তুমি একা জগৎ মাঝে,
প্রাণের মাঝে আরেক একা।

৫

ফুলের দিনে যে মঞ্জরী,
ফলের দিনে যাক্ সে ঝরি।
মরিস্‌নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরি অন্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক্‌রে সরি'।
হোক্ রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ ;
হোক্ রে রিক্ত কল্পলতা।
তোমার থাকুক্ পরিপূর্ণ
একলা থাকার-সার্থকতা।

শেষ

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে'
কালের পিছু পিছু।
অধিক দিন ত বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান।

মালা বটে শুকিয়ে মরে,—
যে জন মালা পরে
সেও ত নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে ?

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাওরে চলে'
কালের পিছু পিছু।

২

সব(ই) হেথায় একটা কোথাও
কর্ত্তে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাইত কানে
থাকে গানের রেশ।
কাট্‌লে বেলা সাধের খেলা
সমাপ্ত হয় বলে',
ভাবনাটি তার মধুর থাকে
আকুল অশ্রুজলে।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রংটি থাকে লেগে,
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ-সন্ধ্যা-মেঘে।

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।

সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

৩

ফুল তুলি ভাই তাড়াতাড়ি
পাছে ঝরেই পড়ে।
সুখ নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি'
পাছে যায় সে সরে'।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে
চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে
অধর ধেয়ে যায়।
সমস্ত প্রাণ জাগে রে তাই
বক্ষ-দোলায় দোলে,
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায়
মত্ত আকুল রোলে।

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

৪

কোন জিনিষ চিন্‌ব যে রে,
প্রথম থেকে শেষ,

নেব যে সব বুঝে পড়ে'—
নাই সে সময় লেশ।
জগতটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দু'দিন
ভালবাস্‌বার মত,
কাজের জন্যে জীবন হ'লে
দীর্ঘজীবন হত।

থাকব না ভাই থাকব না কেউ,
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

৫

আজ তোমাদের যেমন জান্‌চি
তেম্‌নি জান্‌তে জান্‌তে,
ফুরায় যেন সকল জানা
যাই জীবনের প্রান্তে।
এই যে নেশা লাগ্‌ল চোখে
এইটুকু যেই ছোটে,
অম্‌নি যেন সময় আমার
বাকি না রয় মোটে।

জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক্ খুলি,
মর্ত্ত্যে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি।

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বেনা ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

বিলম্বিত

অনেক হ'ল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

তখন ছিল দখিন হাওয়া
আধ্-ঘুমো আধ্-জাগা,
তখন ছিল শর্ষে ক্ষেতে
ফুলের আগুন লাগা;
তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম
রুদ্ধ কুটীর থেকে।

অনেক হ'ল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

২

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে
নবীন সুধা-ঢালা ?

আজকে বহে পূবে বাতাস,
মেঘে আকাশ জুড়ে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
নব-নবাঙ্কুরে।
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইক রে হায়
হাল্কা সে হিল্লোল,
নাই বাগানে হাস্তে গানে
পাগল গণ্ডগোল।

অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

৩

হ'ল কালের ভুল,
পূবে হাওয়ায় ধরে' দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।

এখন এস অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথ অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা।
বাজচে মেঘের গুরু গুরু,
বাদল ঝরঝর,
সজলবায়ে কদম্ববন
কাঁপচে থর থর।

অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়!
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।
ঝিকিঝিকি ক'রি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দু'ধারে শাখে শাখে আজি
পাখীরা গায়।

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়!

২

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি,
না আছে তল;
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি
উঠেছে জল।
এ ঘাট হইতে ওঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হ'ল তীরে আর নীরে
তাল-তলায়।
আজ ভোর হতে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!

৩

ঘাটে পঁইঠায় বসিবি বিরলে
ডুবায়ে গলা;
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি
নূতন বলা।
সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে' ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ-গায়।

আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!

৪

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে
উঠেছে বেলা;
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে
ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমির-নিবিড় ঘনঘোর ঘুমে
স্বপন প্রায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!

৫

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে' আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়!

চিরায়মানা

যেমন আছ তেম্‌নি এস
আর কোরো না সাজ!
বেণী না হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইক তাহে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এস,
আর কোরো না সাজ!

এস দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক্,
নূপুর যদি খুলে পড়ে
না হয় রেখে এলে।
খেদ কোরো না, মালা হতে
মুক্তা খসে' গেলে।
এস দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে।

হের গো ঐ আঁধার হ'ল
আকাশ ঢাকে মেঘে।
ওপার হ'তে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে।
ঐরে গ্রামের গোষ্ঠ মুখে
ধেনুরা ধায় বেগে।
হের গো ঐ আঁধার হ'ল
আকাশ ঢাকে মেঘে।

প্রদীপখানি নিবে যাবে,
মিথ্যা কেন জ্বালো ?
কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে ?
তরল তব সজল দিঠি
মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে
এম্‌নি থাকা ভালো।
কাজল দিতে প্রদীপখানি
মিথ্যা কেন জ্বালো ?

এস হেসে সহজ বেশে
আর কোরো না সাজ!
গাঁথা যদি না হয় মালা,
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব্ব গগন,
বেলা নাই রে আজ।
এস হেসে সহজ বেশে
নাই বা হ'ল সাজ।৮

আবির্ভাব

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়।
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক আভরণ!

সেদিন দেখেছি খণে খণে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়.

আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয় সাগর-উপকূল ;
চরণে জড়ায়ে বনফুল ।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে'
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার ।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোট বীণার ক্ষীণ তার ;
এ নহে তোমার উপহার ।

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি
দূরে করি দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন ?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ ?
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ ।
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন ;
একি রূপে দিলে দরশন !

ক্ষমা কর তবে ক্ষমা কর মোর
আয়োজনহীন পরমাদ ;
ক্ষমা কর যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ আলোকে এস ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ ;
ক্ষমা কর যত অপরাধ।

আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায় ;
এস এস ভরা বরষায়।
এস গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এস গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায় ;
আজি জলভরা বরষায়।

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি
　　পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
　　আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
　　আকুল হর্ষভরে।
　　　　সর্ব্বশেষের গানটি আমার
　　　　　　আছে তোমার তরে।

২

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
　　পূজার সাজি ভরি ;
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
　　বরণ ডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গল গীত
　　উঠে মধুর স্বরে।
　　　　সর্ব্বশেষের গানটি আমার
　　　　　　আছে তোমার তরে।

৩

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের পরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৪

তোমার নাহি শীতবসন্ত,
জরা কি যৌবন।
সর্ব্বঋতু সর্ব্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নিভেনাক প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৫

নদীর মত এসেছিলে
গিরিশিখর হতে,
নদীর মত সাগরপানে
চল অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়চে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল
তীর্থ সলিল ঝরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৬

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে' পড়ে।
সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।

অন্তরতম

আমি যে তোমায় জানি, সেত কেউ
জানেনা।
তুমি মোর পানে চাও, সেত কেউ
মানেনা।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলিনে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।

প্রভাত না হতে কখন্ আবার
　　গৃহকোণমাঝে আসিয়া,
বাতায়নে বসে' বিহ্বল বীণা
　　বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়ে যেবা আসে যেবা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়,
　　মনে করে তারে ডেকেছি।
জানেনা ত কেহ কত নাম দিয়ে
　　এক নামখানি ঢেকেছি।

ভোরের গোলাপ সে গানে সহসা
　　সাড়া দেয় ফুলকাননে,
ভোরের তারাটি সে গানে জাগিয়া
　　চেয়ে দেখে মোর আননে।
সব সংসার কাছে আসে ঘিরে,
প্রিয়জন সুখে ভাসে আঁখিনীরে,
　　হাসি জেগে ওঠে ভবনে।
যে নামে যে ছলে বীণাটি বাজাই
　　সাড়া পাই সারা ভুবনে।

নিশীথে নিশীথে বিপুল প্রাসাদে
　　তোমার মহলে মহলে,
হাজার হাজার সোনার প্রদীপ
　　[illegible]

মোর দীপে জ্বেলে তাহারি আলোক
পথ দিয়ে আসি হাসে কত লোক,
দূরে যেতে হয় পালায়ে,—
তাই ত সে শিখা ভবনশিখরে
পারিনে রাখিতে জ্বালায়ে।

বলিনে ত কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিনীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে।

সমাপ্তি

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

নানা বসন্তে নানা বরষায়
অনেক দিবসে অনেক নিশায়
দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক
লিখেছি অনেক লেখা ;
পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।

কখন্ যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন্
চলিয়া গিয়াছে সবে।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানিনা কখন্ পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে।
কখন্ যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে।

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা ?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা ।

রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছান রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা ?

চিত্রা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য আট আনা

প্রকাশক

শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

চিত্রা

চিত্রা

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক সম অসীমা,
অয়ি প্রশান্ত হাসিনী।
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সুখ

আজি মেঘমুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'
কর্ণে মোর; বসি এক বাঁধা নৌকা পরি'
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি'
রৌদ্রে পিঠ দিয়া; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে, তার স্নেহজ্বালাতন।

তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা ; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মত, শিশু-আননের
হাসির মতন,—পরিব্যাপ্ত বিকশিত ;
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হতে উঠি' গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন ;
সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব ; কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তারে
করিব বিকাশ ? সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি

প্রফুল্ল সরস ?—কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তারে প্রাণপণে,—মুঠির ভিতরে
টুটি যায় ; হেরি তারে তীব্রগতি ধাই,—
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি' চলি' যাই
আর তার না পাই উদ্দেশ।

চারিদিকে
দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হল সুখ অতি সহজ সরল।

১৩ই চৈত্র, ১২৯৯।

জ্যোৎস্না রাত্রে

শান্ত কর শান্ত কর এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমা যামিনী! অতিশয়
উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত
বারম্বার, তুমি এস স্নিগ্ধ অশ্রুপাত
দগ্ধ বেদনার পরে। শুভ্র সুকোমল
মোহভরা নিদ্রাভরা কর-পদ্মদল,
আমার সর্ব্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া
বিভাবরী, সর্ব্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।

বহু দিন পরে আজি দক্ষিণ বাতাস
প্রথম বহিছে। মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ

তোমার চরণপ্রান্তে রাখি তপ্ত শির
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর
হে মৌন রজনী! পাণ্ডুর অম্বর হতে
ধীরে ধীরে এস নামি' লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে
মৃদু হাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জ্জন শিয়রতলে। বেড়াক্ ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদির লহরী
সমীর-হিল্লোলে; স্বপ্নে বাজুক্ বাঁশরী
চন্দ্রলোক প্রান্ত হতে; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক্ আমার তনু; অধীর মর্ম্মরে
শিহরি উঠুক বন মাথার উপরে
চকোর ডাকিয়া যাক্ দূরশ্রুত তান;
সম্মুখে পড়িয়া থাক তটান্ত-শয়ান
—সুপ্ত নটিনীর মত—নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা।

হের আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তিমাঝে! অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দনমূর্ত্তি! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর-মন্দিরে

অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা।
আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেল;—আজি ছিন্ন করে ফেল ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে! সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্ন পুষ্পদলসম পড়ে যাক্ খুলি
তব চারিদিকে,—বিদীর্ণ নিশীথখানি
খসে যাক্ নীচে! বক্ষ হতে লহ টানি'
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি'
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহ অপসরি'
উন্মুক্ত অলক! কোন মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ কর;—একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও—একান্ত নির্জ্জন
সন্ধ্যার তারার মত; আলিঙ্গন-স্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি

বাজায়ে শিরার তন্ত্রে। ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে—ব্যাপ্ত হয়ে যাক্ শূন্যময়
গানের তানের মত। একরাত্রি তরে
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে।

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি,—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর,—
কার কেশপাশ হতে খসি' পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনা প্রবাহ? কোথায় গাহিছ গান?
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণ কনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত,—
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণ-বিকশিত
পারিজাত;—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে,—উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব্ব বিরহে। খোল দ্বার, খোল দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্য্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জ্জন মন্দিরখানি,—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে

বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ম্ময়ী বালা ;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

৬ই মাঘ, ১৩০০।

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি; অমরবীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার। নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের

গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।—
প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্ম্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশি
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায় ; বাঁশরীর ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান

হৃদয়সাথীরে ;—হাত ধরে' মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে ! সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা ; চির-সুহৃদ্সমান
সর্ব্ব চরাচর ! হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন,—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে ! অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্ ! আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ? তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি

মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে ?
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহমন
পূর্ণ করি ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে , কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট ।
হে মহিমাময়ী মোরে করেছ সম্রাট !

১৪ই মাঘ, ১৩০০ ।

সন্ধ্যা

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা ! ওরে মন,
নত কর শির ! দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী । তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা । ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি । ধীরে নামাইয়া আন'
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পুরবীর ম্লান-

মন্দ স্বরে। রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ! হের, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র! নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়নপল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে! বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি! অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক্ বিস্তার!

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি

সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।
অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে ; ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে ; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ততারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত ! ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত অভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার

সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা ?" "আরো কত দূর ?"

৯ই ফাল্গুন, ১৩০০।

এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি !—ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে ? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল ? কোন্ অন্ধকারা মাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায় ? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—

তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি' ;
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে! এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে!—

কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান!
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে! দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে! কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বল মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রি দিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল!—যে দিন জগতে চলে আসি',
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর

ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে!—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি! শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত! দহিয়াছে অগ্নি তারে,

বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন ;—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ ! শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক ! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা। তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।—শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে ! শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি

যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে। তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রাঅবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্তক্ষমা। হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা।

২৩শে ফাল্গুন, ১৩০০ সাল।

মৃত্যুর পরে

আজিকে হয়েছে শান্তি,
জীবনের ভুলভ্রান্তি
 সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্‌
তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
 থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালমন্দ,
যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
 কিছু আর নাই।
বল শান্তি, বল শান্তি,
দেহসাথে সব ক্লান্তি
 হয়ে যাক্ ছাই।

গুঞ্জরি' করুণ তান
ধীরে ধীরে কর গান
 বসিয়া শিয়রে।
যদি কোথা থাকে লেশ
জীবন-স্বপ্নের শেষ
 তাও যাক্ মরে।
তুলিয়া অঞ্চলখানি
মুখ পরে দাও টানি,
 ঢেকে দাও দেহ।

করুণ মরণ যথা,
ঢাকিয়াছে সব ব্যথা,
সকল সন্দেহ।

বিশ্বের আলোক যত
দিগ্বিদিকে অবিরত
যাইতেছে বয়ে',
শুধু ওই আঁখি পরে
নামে তাহা স্নেহভরে
অন্ধকার হয়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি
দিনে উচ্চে উঠে বাজি
রাত্রে চুপে চুপে,
সে শব্দ তাহার পরে
চুম্বনের মত পড়ে
নীরবতারূপে।

মিছে আনিয়াছ আজি
বসন্ত কুসুমরাজি
দিতে উপহার!
নীরবে আকুল চোখে
ফেলিতেছে বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার।

ছিলে যারা রোষভরে
বৃথা এত দিন পরে
করিছ মার্জ্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে
চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা।

গিয়েছে কি আছে বসে,
জাগিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর?
পৃথিবীর শ্রান্তি তারে
ত্যজিল কি একেবারে,
জীবনের জ্বর?
এখনি কি দুঃখ সুখে
কর্ম্মপথ অভিমুখে
চলেছে আবার?
অস্তিত্বের চক্রতলে
একবার বাঁধা পলে
পায় কি নিস্তার?

বসিয়া আপন দ্বারে
ভালমন্দ বল তারে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম মাঝে

গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে
তোমাদের দুখে সুখে
আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক্,
যে গেছে সে চলে যাক্
বিস্মৃতির তীরে।
জানিনা কিসের তরে
যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,
ভাল মন্দ শেষ করি
যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।
দিয়ে যায় যত যাহা
রাখ তাহা ফেল তাহা
যা ইচ্ছা তোমার।
সে ত নহে বেচাকেনা;
ফিরিবে না ফেরাবে না
জন্ম-উপহার।

কেন এই আনাগোনা,
কেন মিছে দেখাশোনা
দুদিনের তরে ;

কেন বুকভরা আশা,
কেন এত ভালবাসা
অন্তরে অন্তরে ;
আয়ু যার এতটুক্,
এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে ;
অকস্মাৎ এ সংসারে
কে বাঁধিয়া দিল তারে
শত লক্ষ কাজে ;

হেথায় সে অসম্পূর্ণ,
সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবার
সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত ;
জীবনে যা প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি ;

হেথা যারে মনে হয়
শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে
অপূর্ব্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল ;
চিরকাল এই সব
রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে
সে হয় ত আপনাতে
পেয়েছে উত্তর ।

সে হয় ত দেখিয়াছে
পড়ে' যাহা ছিল পাছে
আজি তাহা আগে ;
ছোট যাহা চিরদিন
ছিল অন্ধকারে লীন,
বড় হয়ে জাগে ;
যেথায় ঘৃণার সাথে
মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালী

নূতন নিয়মে সেথা
জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়াছে জ্বালি।

কত শিক্ষা পৃথিবীর
খসে' পড়ে জীর্ণচীর,
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয়
নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতা-হুতাশনে ;
সকল অভ্যাস-ছাড়া
সর্ব্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্ত্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম'!

আপন মনের মত
সঙ্কীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ।
ভুলে যাও কিছুক্ষণ
প্রত্যহের আয়োজন,
সংসারের কাজ।

আজি ক্ষণেকের তরে
বসি বাতায়নপরে
বাহিরেতে চাহ।
অসীম আকাশ হতে
বহিয়া আসুক্ স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ।

উঠিছে ঝিল্লির গান,
তরুর মর্ম্মর তান,
নদীকলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা
যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে
অনাদি অনন্তস্বরে
সঙ্গীত উদার
সে নিত্য-গানের সনে
মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে
দেখ তারে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;

জীবনের ধূলি ধুয়ে
দেখ তারে দূরে থুয়ে
  সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে
ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
  মাপিয়ো না তারে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ
ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
  সংসারের পারে।

আজ বাদে কাল যারে
ভুলে যাবে একেবারে
  পরের মতন
তারে লয়ে আজি কেন
বিচার বিরোধ হেন,
  এত আলাপন।
যে বিশ্ব কোলের পরে
চির দিবসের তরে
  তুলে নিল তারে
তার মুখে শব্দ নাহি,
প্রশান্ত সে আছে চাহি
  ঢাকি আপনারে।

বৃথা তারে প্রশ্ন করি,
বৃথা তার পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে ;—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে—
কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে ;
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে
ফিরে নিতে চাহি মিছে ;—
সে কি আমাদের ?
পলেক বিচ্ছেদে হায়
তখনি ত বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।

চক্ষের আড়ালে তাই
কত ভয় সংখ্যা নাই ;
সহস্র ভাবনা।
মুহূর্ত্ত মিলন হলে
টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে বসে ধরি মুঠি,
শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি,
চাহি চারিভিতে,
অনন্তের ধনটিরে

আপনার বুক চিরে
  চাহি লুকাইতে ।

হায়রে নির্ব্বোধ নর,
কোথা তোর আছে ঘর,
  কোথা তোর স্থান ।
শুধু তোর ওইটুকু
অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
  ভয়ে কম্পমান ।
ঊর্দ্ধে ওই দেখ চেয়ে
সমস্ত আকাশ ছেয়ে
  অনন্তের দেশ,
সে যখন একধারে
লুকায়ে রাখিবে তারে
  পাবি কি উদ্দেশ ?

ওই হের সীমাহারা
গগনেতে গ্রহতারা
  অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত
হয় ত সে একা পান্থ
  খুঁজিতেছে পথ ।

ওই দূর দূরান্তরে
অজ্ঞাত ভুবন পরে
কভু কোন খানে
আর কি গো দেখা হবে,
আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক্,
ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক,
সর্ব্ব মরীচিকা।
নিবে যাক্ চিরদিন
পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্ত্য জন্ম-শিখা।
সব তর্ক হোক্ শেষ,
সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বল শান্তি বল শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই।

অন্তর্যামী

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়ামূরতি কি কহিছে বাণী !
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি !

আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি'
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,—
দেখে' তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।

যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই ?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।
কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল,
কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম,—
খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধুলায় রৌদ্রে মলিন বরণ,

আশে পাশে হতে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম।
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে।
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে।
ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন?
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ?
চুপ করে থাকি শুধায় যখন
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।

রাখ কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি।
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার

মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে।
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর।
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর ?
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহা মন্দিরতলে ?
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে ?
অর্দ্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,

বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে ?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে ?
জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সে দিন কি হবে সহসা সফল ?
সেই শিখা হতে রূপ নির্ম্মল
বাহিরি' আসিবে বুঝি।
সব জটিলতা হইবে সরল
তোমারে পাইব খুঁজি।

ছাড়ি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি ?
চির দিবসের মর্ম্মের ব্যথা,
শত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া

মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি ?
ললাট আমার চুম্বন করি
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি',
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি'
জানি না চিনিব কি না।
শূন্য গগন নীল নির্ম্মল,
নাহি রবিশশি গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাই কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা।
অচল আলোকে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
কিরণ-বসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।
হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত-বৃষ্টি
বরষি' করুণাভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহুবন্ধনে করেছে বন্ধ,

মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু বাষ্প থরে।
নাহিক অর্থ, নাহিক তত্ত্ব,
নাহিক মিথ্যা, নাহিক সত্য,
আপনার মাঝে আপনি মত্ত,—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি?
আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক্! দেবি অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখন হৃদয়ে, কখন বাহিরে,
কখনো আলোকে, কখন তিমিরে,

কভু বা স্বপনে, কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।
বক্ষ বীণায় বেদনার তার
এইমত পুনঃ বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীতঝঙ্কার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম্ম-পাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু-নিঝর,
জানি না খুঁজিয়া কি মহাসাগর
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবস রজনী
অশ্রু-নদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে।
যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মত ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।
এবারের মত পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;

সে সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।

ভাদ্র, ১৩০১।

সাধনা

দেবি! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবি পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধন খানি।

দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা

আমার প্রাণের একটি যত্ন বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীত গুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

দেবি! এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যত দিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ
বিবিধ সাজে।

যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।
ওগো বিফল বাসনা রাশি !
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি,
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি,
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০১।

ব্রাহ্মণ

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়।)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি

তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীর প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে,—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান।

হেনকালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—
ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর !

শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে—
কুশল হউক্ সৌম্য ! গোত্র কি তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—

বালক কহিলা ধীরে,—
ভগবন্ গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য কর অনুমতি!—
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম, ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।
ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা’;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি’
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
কহগো জননী মোর পিতার কি নাম,
কি বংশে জনম? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে;—গুরু কহিলেন মোরে,—
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—মাতঃ, কি গোত্র আমার?

শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী,—যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,

জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত !

পরদিন

তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্ত জটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলীগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ-কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।
হেন কালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশিষ করি শুধাইলা তবে,—
কি গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়-দরশন ?—
তুলি শির কহিলা বালক,—ভগবন্,
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে ;—কহিলেন তিনি,—সত্যকাম,

বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।
শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি অহঙ্কার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত্।
৭ই ফাল্গুন, ১৩০১।

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন,
নির্ব্বোধ অতি ঘোর।
যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন
কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত,
শুনেও শোনে না কানে।

যত পায় বেত না পায় বেতন
তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ
চীৎকার করি, "কেষ্টা",—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া,
খুঁজে ফিরি সারা দেশ্‌টা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে,
বাকি কোথা নাহি জানে।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে
তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে
নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে
'পাজি হতভাগা গাধা,
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে
দেখে' জ্বলে' যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার
বড় পুরাতন ভৃত্য!

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি
বলে, "আর পারি না কো!
"রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার
কেষ্টারে লয়ে থাকো।

"না মানে শাসন, বসন বাসন
অশন আসন যত
"কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো
যেতেছে জলের মত।
"গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর
দেখা পাওয়া তার ভার।
"করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি
ভৃত্য মেলে না আর।"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে,
আনি তার টিকি ধরে,'—
বলি তারে "পাজি, বেরো তুই আজই,
দূর করে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি, গেল দায় ;—
পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ,
অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে,
মোর পুরাতন ভৃত্য।

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা
করিয়া দালাল-গিরি।

করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন
বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—
বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—
নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কশাকশি
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে
গৃহিণী কহিল কাঁদি,—
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে
কষ্ট অনেক পাবে!"
আমি কহিলাম "আরে রাম রাম।
নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায় ;—হেরিলাম হায়
নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত
তামাক্ সাজিয়া আনে।
স্পর্দ্ধা তাহার হেনমতে আর
কত বা সহিব নিত্য।
যত তারে দুষি' তবু হনু খুসি
হেরি পুরাতন ভৃত্য।

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে
পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা
করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে
পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা
আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা,
কোথা বনমালী হরি।
কোথা, হা হন্ত, চির বসন্ত!
আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত
বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে
ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—
"কেষ্ট আয় রে কাছে ;
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে
প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি তার মুখ ভরে' ওঠে বুক,
সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধরে' দাঁড়ায়ে শিয়রে
মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল,
শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম,
মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার
কোন ভয় নাই, শুন,
"যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে
দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম,
তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কাল-ব্যাধিভার
আপনার দেহপরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন
বন্ধ হইল নাড়ি।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে,
এতদিনে গেল ছাড়ি'!
বহুদিন পরে আপনার ঘরে
ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই
মোর পুরাতন ভৃত্য।

১২ই ফাল্গুন, ১৩০১।

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই;
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়-জোর মরিবার মত ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে "বাপু, জানত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।"—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে।"

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব-নিখিল দু বিঘার পরিবর্ত্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।

ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো।

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধুলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ ;
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌, চখে আসে জল ভরে'।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথ-তলা করি বামে
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি?
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা।
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস-বেশ,
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ।

আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী হাসিয়া কাটাস্ দিন ?
ধনীর আদরে গরব না ধরে, এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনখানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোন চিহ্ন !
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি ;
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী, হলে দাসী।

বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি ;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ এ কি ?
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন ?
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনল মাতা !
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী।
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালী।
কহিলাম তবে, "আমিত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব !"

চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে' কাঁধে তুলি লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন্ "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভীখ্ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি, মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২।

শীতে ও বসন্তে

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে,
হিহি করে কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবিলাম মনে,
এবার মাতিব রণে,
বৃথা কাজে অকারণে
কেটে গেছে দিনরাত্র।
লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে

করিব না অনাসৃষ্টি ;
লেখা হবে সারবান,
অতিশয় ধার্-বান,
খাড়া র'ব দ্বারবান
দশদিকে রাখি দৃষ্টি।
এত বলি গৃহকোণে
বসিলাম দৃঢ় মনে
লেখকের যোগাসনে,
পাশে লয়ে মসীপাত্র।
নিশিদিন রুধি দ্বার,
স্বদেশের শুধি ধার,
নাহি হাঁফ ছাড়িবার
অবসর তিলমাত্র।
রাশি রাশি লিখে লিখে
একেবারে দিকে দিকে
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে
করিলাম লেখাবৃষ্টি।
ঘরেতে জ্বলে না চুলো,
শরীরে উঠিছে ধুলো,
আঙুলের ডগাগুলো
হয়ে গেল কালীকৃষ্টি !

খুঁটিয়া তারিখ মাস
করিলাম রাশ রাশ,

গাঁথিলাম ইতিহাস,
    রচিলাম পুরাতত্ত্ব।
গালি দিয়া মহারাগে
দেখালেম দাগে দাগে
যে যাহা বলেছে আগে
    কিছু তার নহে সত্য।
পুরাণে বিজ্ঞানে গোটা
করিয়াছি সিদ্ধি-ঘোঁটা,
যাহা-কিছু ছিল মোটা
    হয়ে গেছে অতি সূক্ষ্ম।
করেছি সমালোচনা,
আছে তাহে গুণপণা,
কেহ তাহা বুঝিল না,
    মনে রয়ে গেল দুঃখ।
মেঘদূত—লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে "আহা,"—
আমি দেখায়েছি, তাহা
    দর্শনের নব সূত্র।
নৈষধের কবিতাটি
ডারুয়িন-তত্ত্ব খাঁটি,
মোর আগে এ কথাটি
    বল কে বলেছে কুত্র?
কাব্য কহিবার ভাগে
নীতি বলি কারো কারো

সে কথা কেহ না জানে,
না বুঝে হতেছে ইষ্ট।
নভেল লেখার ছলে
শিখায়েছি সুকৌশলে
শাদাটিরে শাদা বলে,
কালো যাহা তাই কৃষ্ণ।

কত মাস এই মত
একে একে হ'ল গত,
আমি দেশহিতে রত
সব দ্বার করি বন্ধ।
হাসি গীত গল্পগুলি
ধূলিতে হইল ধূলি,
বেঁধে দিয়ে চোখে ঠুলি
কল্পনারে করি অন্ধ।
নাহি জানি চারি পাশে
কি ঘটিছে কোন্ মাসে,
কোন্ ঋতু কবে আসে,
কোন্ রাতে উঠে চন্দ্র।
আমি জানি, রুশিয়ান্
কতদূরে আগুয়ান,
বজেটের খতিয়ান্
কোথা তার আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন

পাশ্ হল কি আইন্,
কুইনের বেহাইন্
বিধবা হইল কন্যা;
জানি সব আটঘাট;—
গেজেটে করেছি পাঠ
আমাদের ছোটলাট
কোথা হতে কোথা চন্ন।

একদিন বসে বসে
লিখিয়া যেতেছি কসে'
এদেশেতে কার দোষে
ক্রমে কমে' আসে শস্য;
কেনই বা অপঘাতে
মরে লোক দিবারাতে,
কেন ব্রাহ্মণের পাতে
নাহি পড়ে চর্ব্ব্য চোষ্য।
হেনকালে হুদ্দাড়্
খুলে গেল সব দ্বার,
চারিদিকে তোলপাড়
বেধে গেছে মহাকাণ্ড।
নদীজলে, বনে, গাছে
কেহ গাহে কেহ নাচে,
উলটিয়া পড়িয়াছে
দেবতার সুধাভাণ্ড।

উতলা পাগল-বেশে
দক্ষিণে বাতাস এসে
কোথা হতে হাহা হেসে
　　প'ল যেন মদমত্ত।
লেখাপত্র কেড়েকুড়ে—
কোথা কি যে গেল উড়ে,—
ওই রে আকাশ জুড়ে
　　ছড়ায় "সমাজ-তত্ত্ব!"
"রুশিয়ার অভিপ্রায়"
ওই কোথা উড়ে যায়,
গেল বুঝি হায় হায়
　　"আমিরের ষড়যন্ত্র!"
"প্রাচীন ভারত" বুঝি
আর পাইব না খুঁজি,
কোথা গিয়ে হল পুঁজি
　　"জাপানের রাজতন্ত্র।"

গেল গেল, ও কি কর,
আরে আরে ধর ধর!—
হাসে বন মর্‌-মর,
　　হাসে বায়ু কলহাস্তে!
উঠে হাসি নদীজলে
ছলছল কলকলে,

ভাসায়ে লইয়া চলে
"মনুর নূতন ভাষ্যে।"
বাদ প্রতিবাদ যত
শুকনো পাতার মত
কোথা হল অপগত,—
কেহ তাহে নহে ক্ষুণ্ণ।
ফুলগুলি অনায়াসে
মুচকি মুচকি হাসে,
সুগভীর পরিহাসে
হাসিতেছে নীল শূন্য।
দেখিতে দেখিতে মোর
লাগিল নেশার ঘোর,
কোথা হতে মন-চোর
পশিল আমার বক্ষে;
যেমনি সমুখে চাওয়া
অমনি সে ভূতে-পাওয়া
লাগিল হাসির হাওয়া
আর বুঝি নাহি রক্ষে।
প্রথমে প্রাণের কূলে
শিহরি শিহরি দুলে,
ক্রমে সে মরম-মূলে
লহরী উঠিল চিত্তে।
তার পরে মহা হাসি
উছসিল রাশি রাশি,

হৃদয় বাহিরে আসি
মাতিল জগৎ-নৃত্যে।

এস এস বঁধু এস,
আধেক আঁচরে বস,
অবাক্ অধরে হাস
ভুলাও সকল তত্ত্ব।
তুমি শুধু চাহ ফিরে,—
ডুবে যাক্ ধীরে ধীরে
সুধাসাগরের নীরে
যত মিছা যত সত্য।
আনগো যৌবনগীতি,
দূরে চলে' যাক্ নীতি,
আন পরাণের প্রীতি,
থাক্ প্রবীণের ভাষ্য।
এসহে আপনাহারা,
প্রভাত সন্ধ্যার তারা,
বিষাদের আঁখিধারা
প্রমোদের মধুহাস্য।
আন বাসনার ব্যথা,
অকারণ চঞ্চলতা,
আন কানে-কানে কথা,
চোখে চোখে লাজ-দৃষ্টি।
অসম্ভব, আশাতীত,

অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত
যত কিছু অনাসৃষ্টি।
হৃদয়-নিকুঞ্জমাঝ
এস আজি ঋতুরাজ,
ভেঙে দাও সব কাজ
প্রেমের মোহন মন্ত্রে।
হিতাহিত হোক্ দূর,—
গাব গীত সুমধুর,
ধর তুমি ধর সুর
সুধাময়ী বীণাযন্ত্রে।

১৮ই আষাঢ়, ১৩০২।

নগর-সংগীত

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্ম্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল বসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী।
আকাশ আলোক-পুলকপুঞ্জ,
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ,
কোথা নিয়ে এল তরণী।

ওইরে নগরী, জনতারণ্য,
শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য
কত কোলাহল-কাকলি।
কত না অর্থ, কত অনর্থ
আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত্ত
উঠিছে শূন্য আকুলি।
সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন,
পশ্চাতে কিছু রাখেনা চিহ্ন,
পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন,
ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য,
চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষমাত্র,
চাহেনাক পিছু প্রবাসযাত্র,
বিরামবিহীন দিবসরাত্র
চলিছে আঁধারে আলোকে।
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ বালকে।

এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড,
আকাশে আলোড়ি' শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড
ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ,
প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
জীবন আহুতি ঢালিয়া।
চারিদিকে ঘিরি যতেক ভক্ত
—স্বর্ণবরণ-মরণাসক্ত –
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত,
সকল শক্তি সাধনা।
জ্বলি' উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে,
ধূমায়ে শূন্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে ;
লুপ্ত করিছে সূর্য্য চন্দ্রে
বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।
বায়ু দলবল হইয়া ক্ষিপ্ত
ঘিরি ঘিরি সেই অনল দীপ্ত
কাঁদিয়া ফিরিছে অপরিতৃপ্ত,
ফুঁসিয়া উষ্ণ শ্বসনে।
যেন প্রসারিয়া কাতর পক্ষ
কেঁদে উড়ে আসে লক্ষ লক্ষ
পক্ষীজননী, করিয়া লক্ষ্য
খাণ্ডব-হুত-অশনে।

বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র,
মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র
খুলেছে জীবন-যজ্ঞ রুদ্র
আবাল-বৃদ্ধ রমণী।
হেরি এ বিপুল দহন-রঙ্গ
আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ,
ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ
কাটিবারে চাহে ধমনী।
হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য
উছসি' উছলি' পড়িছে সদ্য,
আমি তাহা পান করিব অদ্য,
বিস্মৃত হব আপনা।
অয়ি মানবের পাষাণী-ধাত্রী,
আমি হব তব মেলার যাত্রী,
সুপ্তিবিহীন মত্তরাত্রি
জাগরণে করি' যাপনা।
ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ,
বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।

নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট,
কখনো ইষ্ট, কভু অনিষ্ট,
কখনো তিক্ত, কখনো মিষ্ট,
যখন যা' দেয় তুলিয়া।
সুখের দুখের চক্রমধ্যে
কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে,
নাগর-দোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য,
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে।
আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী
আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি,
কোন ভেদ নাহি উভয়ে।
ধনসম্পদ করিব নস্য,
লুণ্ঠন করি আনিব শস্য,
অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব
ছুটাব বিশ্বে অভয়ে।

নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা,
নিত্যনূতন কর্ম্মনিষ্ঠা,
জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ,
নাহি তার আদি, নাহিক অন্ত,
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত
সিন্ধু শৈল সরিতে।
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষ্যি'
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী
আলেয়া-হাস্যে ধাঁধিয়া;
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,—
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
আনিব তোমারে বাঁধিয়া।
মানবজন্ম নহে ত নিত্য
ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য,
কাল-নদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি',—কেবল মাত্র
দু চারি দিবস, দু চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাত মদিরা।

পূর্ণিমা

পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা,
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে' হয় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহারে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব কলায়;—শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ
কার্ কোন্ শ্রেণী। পড়ি' পড়ি' বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন,
মনে হল সব মিথ্যা, কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের;—অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি' শুধু করিছে রচন
শব্দমরীচিকা জাল, আকাশের পরে
অকর্ম্ম আলস্যাবেশে দুলিবার তরে
দীর্ঘ রাত্রি দিন।

অবশেষে শ্রান্তি মানি
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হতে

চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের। এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাসে
মুহূর্ত্তে ডুবালে? কখন্ দুয়ারে এসে
মুখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররাণী,
সুদূর নক্ষত্র হতে সাথে করে' আনি'
বিশ্বভরা নীরবতা। আমি গৃহকোণে
তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,
তোমারি সন্ধানে। উদ্ভ্রান্ত এ ভকতেরে
এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে।
কি জানি কেমন করে' লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে'
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী।

১৬ই অগ্রহায়ণ, পূর্ণিমা ১৩০২।

আবেদন

ভৃত্য। জয় হোক্ মহারাণী! রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে কর দয়া।

রাণী। সভা ভঙ্গ করি'
সকলেই গেল চলি' যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্য মাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান লয়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্ব্বে বাজায়ে। সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর? কি প্রার্থনা?

ভৃত্য। মোর স্থান
সর্ব্বশেষে, আমি তব সর্ব্বাধম দাস
মহোত্তমে! একে একে পরিতৃপ্ত আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জ্জন সভায়;
একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে বসে' ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব্ব অবশেষটুকু!

রাণী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কি তোরে মিলিবে?

ভৃত্য। হাসি মুখ
দেখে চলে' যাব। আছে দেবী, আরো আছে;—
নানা কর্ম্ম নানা পদ নিল তোর কাছে

নানা জনে,—এক কর্ম্ম কেহ চাহে নাই—
ভৃত্য পরে দয়া করে' দেহ মোরে তাই,—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রাণী। মালাকর?

ভৃত্য ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে; এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব,—যত উচ্চ কাজ
সব ফিরে লও দেবী। তব দূত করি
মোরে আর পাঠায়োনা, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে লয়ে; জয়ধ্বজা তব
দিগ্দিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব
দিগ্বিজয়ে পাঠায়োনা মোরে। পরপারে
তব রাজ্য কর্ম্ম যশ ধন জন ভারে
অসীমবিস্তৃত,—কত নগর নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণীতে কত পণ্য;—ওই দেখ দূরে
মন্দিরশিখরে আর কত হর্ম্ম্যচূড়ে
দিগন্তেরে করিছে দংশন; কলোচ্ছ্বাস
শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্যনীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব, জাগে নিত্য
কতই প্রহরী। এ পারে নির্জ্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্দ্ধে উচ্চ গিরিশিরে

রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ-সৌধ,—অনিন্দ্য নির্ম্মল
চন্দ্রকান্ত মণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা; স্ফটিক প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোল-ক্রন্দনে
উচ্ছসিবে দীর্ঘ দিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনা-বিহ্বল
করুণা-কাতর; অদূরে অলিন্দপরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্ব্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী,—রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল
বাঁকায়ে ধবলগ্রীবা; পাটলা-হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে; অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রাণী। ওরে তুই কর্ম্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কি কাজে লাগিবি?

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যূষে অরুণোদয়ে—শ্লথ অঙ্গ হতে

তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জ্জন—সে বন-বীথিকা
রাখিব নবীন করি; পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশ তৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি,—আমি নিজ করে
রচি' সে বিচিত্র মালা সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণ পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনত মুখে,—
যেথায় নিভৃত কক্ষে, ঘন কেশপাশ,
তিমির নির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গ-কুটিল, এলাইয়া পৃষ্ঠ পরে,
কনক মুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্ম করে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসী কূলে
বসিবে যখন, সপ্তপর্ণ তরুমূলে
মালতী দোলায়—পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন;—
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা-বিভোল
মৃদু মন্দ সমীরের মত। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে

সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি—সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রাণী,
বসন বাসন্তী রঙে; পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রাণী। কি লইবে পুরস্কার?

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি, কমলের পাতে
আনিব যখন,—পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি' পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু—চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার।

রাণী। ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি,—বহু যন্ত্রী
কর্ম্মযন্ত্রে রত,—তুই থাক্ চিরদিন

স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন।
রাজসভা বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর—
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

উর্ব্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরি রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে;

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশি!
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিল শৈশবের খেলা,
মণিদীপদীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।

নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনি!

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী—
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশি !
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারি বিন্দুপাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
রবে তরঙ্গিতে।

ফিরিবেনা ফিরিবেনা—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রু-রাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

———

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্ব্বাপিত জ্যোতির্ম্ময় টীকা
মলিন ললাটে ;—পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন
হে দেব হে দেবীগণ ! বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মত
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে ; লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে ;—অশ্বত্থ শাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শতশত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত
মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হত মর্ত্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ;—নন্দনকানন

মর্ম্মরিয়া উঠিত নিঃশ্বসি’, মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী,
কলকণ্ঠে সন্ধ্যা আসি দিবা অবসানে
নির্জ্জন প্রান্তর পারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী ; নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য সঙ্গীত
নক্ষত্রসভায় ! মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হত। হেলি উর্ব্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্চ্ছনা ! দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি ! ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস—খসি ঝরি’
পড়িত নন্দনবনে কুসুম মঞ্জরী।

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে

অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপীতাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি!

হে অপ্সরি,

তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক্ ম্লান—লইনু বিদায়।
তুমি কারে করনা প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক! ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা

করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে! দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম—যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের;—মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্ত্যভূমি! আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ

অশ্রুতে পূরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনাপ্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি! তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্রহিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা,—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে; তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিতসম,—
তার পরদিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্দ্ধে দেবতার পানে

মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন্ হারাই।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

দিনশেষে

দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী ;
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি'
ভরা ঘট ছলছলি'
নতমুখে গেল চলি তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে,—
শুধু এ সোনার সাঁঝে

বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকণে।
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে।

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা,
ছেয়ে গেছে ঝরে'-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন,
বেড়া দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

রাজার প্রাসাদ হতে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবীগীতি আকাশে।
ধরণী সমুখপানে
চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরাণ কেন কে জানে উদাসে।
ভাল নাহি লাগে আর
আসাযাওয়া বারবার
বহু দূর দুরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি,—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সান্ত্বনা

কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে' নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার।
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার?
হেথায় প্রান্তরপারে
নগরীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে
জ্বালি দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্য মনে
একাকিনী বাতায়নে

বসে আছি পুষ্পাসনে

বাসরের রাণী ;—

কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে

হে আমার পাখী !

ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,

কোথা তোরে রাখি ?

চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি

মায়ামন্ত্র ঘের ;

দুয়ার রেখেছি রুধি, চেয়ে দেখ কিছু হেথা

নাহি বাহিরের।

এ যে দুজনের দেশ,

নিখিলের সব শেষ,

মিলনের রসাবেশ

অনন্ত ভবন ;

শুধু এই এক ঘরে

দুখানি হৃদয় ধরে,

দুজনে সৃজন করে,

নূতন ভুবন।

একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু

আলো করে রাখে

সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর

চিনি না কাহাকে।

একখানি বীণা আছে, কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব কোরে,
একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।
এক শয্যা রাজধানী,
আধেক আঁচলখানি
বক্ষ হতে লয়ে টানি
পাতিব শয়ন,
একটি চুম্বন গড়ি
দোঁহে লব ভাগ করি,
এ রাজত্বে, মরি মরি,
এত আয়োজন!
একটি গোলাপফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,
তব ঘ্রাণশেষে
আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি' তাহা
পরি লব কেশে।

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গলপ্রদীপ ধরে'
লইব বরণ করে',

পুষ্প-সিংহাসন পরে
বসাব তোমায়,
তাই গাঁথিয়াছি হার,
আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার
কনক বীণায় ;
আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতূহলে—
আজি কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন্,
নয়নের জলে ?

রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা ! কহিয়োনা কোনো কথা,
কিছু শুধাবনা !
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা ।
প্রদীপ নিবায়ে দিব,
বক্ষে মাথা তুলি নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব
সজল কপোল,—
বেণীমুক্ত কেশজাল
স্পর্শিবে তাপিত ভাল
কোমল বক্ষের তাল
মৃদুমন্দ দোল !

নিশ্বাসবীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন—
অৰ্দ্ধরাতে শান্তবায়ে নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

শেষ উপহার

যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে'
ডালাখানি ভরে,'—
কাল কি আনিয়া দিব যুগল চরণে
তাই ভাবি মনে।
বসন্তে সকল ফুল নিঃশেষে ফুটায়ে দিয়ে
তরু তার পরে
একদিনে দীনহীন, শূন্যে দেবতার পানে
চাহে রিক্ত করে।
আজি দিন শেষ হলে যদি মোর গান
হয় অবসান,
কাল প্রাতে এ গানের স্মৃতিসুখলেশ
রবে না কি শেষ ?
শূন্য থালে মৌনকণ্ঠে নতমুখে আসি যদি
তোমার সম্মুখে,

তখন কি অগৌরবে চাহিবে না একবার
ভকতের মুখে ?

দিই নি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
পাদপদ্মে আনি ?
দিইনি কি কোনো ফুল অমর করিয়া
অশ্রুতে ভরিয়া ?
এত গান গাহিয়াছি, তার মাঝে নাহি কি গো
হেন কোনো গান
আমি চলে গেলে তবু বহিবে যে চিরদিন
অনন্ত পরাণ ?

সেই কথা মনে করে দিবে না কি, নব
বরমাল্য তব,
ফেলিবে না আঁখি হতে একবিন্দু জল
করুণা কোমল,
আমার বসন্তশেষে রিক্তপুষ্প দীনবেশে
নীরবে যে দিন
ছলছল আঁখিজলে দাঁড়াইব সভাতলে
উপহারহীন ?

১লা পৌষ, ১৩০২।

বিজয়িনী

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি! সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে; কপোতদম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকেরডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুঠাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত,—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে,—আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে;—নূপুর রয়েছে পড়ি;
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনক দর্পণখানি চাহে শূন্যপানে

কার মুখ স্মরি ! স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেত করবীর মালা,—ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মত।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গনরাশি ! সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী,—কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে—বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ,—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধপরে, কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপবাণী—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে ; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে

বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল,—বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি; ছায়ায় অদূরে
সরোবরপ্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল;—তৃণাঞ্চিত তীরে
জল কলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি'
ধূসর ডানার মাঝে; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর চঞ্চল
ত্যজি কোন্ দূর নদী-সৈকত-বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ বহে'
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে

লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী মালা কুঞ্চিত কুন্তলে,
গৌর কণ্ঠতটে,—সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর,
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ; বসন্তপরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া

সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী ;
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার,—সেবকের মত
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানু পাতি' বসি. নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে

নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

১লা মাঘ, ১৩০২।

গৃহ-শত্রু

আমি একাকিনী যবে চলি রাজপথে
নব-অভিসার সাজে,
নিশীথে নীরব নিখিল ভুবন,
না গাহে বিহগ, না চলে পবন,
মৌন সকল পৌর ভবন,
সুপ্ত নগর মাঝে,
শুধু আমার নূপুর আমারি চরণে
বিমরি বিমরি বাজে ;
অধীর মুখর শুনিয়া সে স্বর
পদে পদে মরি লাজে।

আমি চরণ শব্দ শুনিব বলিয়া
বসি বাতায়ন কাছে,—
অনিমেষ তারা নিবিড় নিশায়,
লহরীর লেশ নাহি যমুনায়,

জনহীন পথ আঁধারে মিশায়,
পাতাটি কাঁপে না গাছে ;
শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয়
উলসি বিলসি নাচে,
উতলা পাগল করে কলরোল
বাঁধন টুটিলে বাঁচে।

আমি কুসুমশয়নে মিলাই সরমে,—
মধুর মিলনরাতি ;
স্তব্ধ যামিনী ঢাকে চারিধার,
নির্ব্বাণ দীপ, রুদ্ধ দুয়ার,
শ্রাবণ গগন করে হাহাকার
তিমিরশয়ন পাতি' ;
শুধু আমার মাণিক আমারি বক্ষে
জ্বালায়ে রেখেছে বাতি।
কোথায় লুকাই, কেমনে নিবাই
নিলাজ ভূষণভাতি।

আমি আমার গোপন মরমের কথা
রেখেছি মরমতলে।
মলয় কহিছে আপন কাহিনী,
কোকিল গাহিছে আপন রাগিণী,
নদী বহি চলে কাঁদি একাকিনী
আপনার কলকলে।

শুধু আমার কোলের আমারি বীণাটি
গীতঝঙ্কারছলে
যে কথা যখন করিব গোপন
সে কথা তখনি বলে।

১৭ই মাঘ, ১৩০২।

মরীচিকা

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে
ও গো দিকভ্রান্ত পান্থ, তৃষার্ত্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে! আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে।
আমি চিরদিন থাকি এ মরু শয়ানে
সঙ্গীহারা। এ ত নহে পিপাসার জল,
এ ত নহে নিকুঞ্জের ছায়া,—পক্ক ফল
মধুরসে ভরা,—এ ত নহে উৎসধারে
সিঞ্চিত সরস স্নিগ্ধ নবীন শাদ্বল
নয়ননন্দন শ্যাম। পল্লবমাঝারে
কোথায় বিহঙ্গ, কোথা মধুকরদল।
শুধু জেনো, একখানি বহ্নিসম শিখা
তপ্ত বাসনার তুলি আমার সম্বল,—
অনন্ত পিপাসাপটে এ কেবল লিখা
চিরতৃষার্ত্তের স্বপ্ন মায়া-মরীচিকা।

১৬ই মাঘ, ১৩০২।

উৎসব

মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয়
কত পত্রপুষ্পময়।
যেন মধুপের মেলা
গুঞ্জরিছে সারাবেলা,
হেলাভরে করে খেলা
অলস মলয়।
ছায়া আলো অশ্রু হাসি
নৃত্য গীত বীণা বাঁশি,
যেন মোর অঙ্গে আসি
বসন্ত উদয়
কত পত্র পুষ্পময়!

ভাই মনে হয় আমি আজি পরম সুন্দর,
আমি অমৃত-নির্ঝর।
সুখসিক্ত নেত্র মম
শিশিরিত পুষ্পসম,
ওষ্ঠে হাসি নিরুপম
মাধুরী-মন্থর।
মোর পুলকিত হিয়া
সর্ব্বদেহে বিলসিয়া
বক্ষে উঠে বিকশিয়া
পরম সুন্দর,
নব অমৃতনির্ঝর।

ওগো যে-তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন,
তুমি কি বসেছ আজি
নব বরবেশে সাজি
কুন্তলে কুসুমরাজি
অঙ্কে লয়ে বীণ ?
ভরিয়া আরতি থালা
জ্বালায়েছ দীপমালা
সাজায়েছ পুষ্পডালা
নূতন নবীন,
আজি বসন্তের দিন।

ওগো তুমি কি উতলাসম বেড়াইছ ফিরে
মোর হৃদয়ের তীরে ?
তোমারি কি চারিপাশ
কাঁপে শত অভিলাষ,
তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে ?
নব গান তব মুখে
ধ্বনিছে আমার বুকে,
উচ্ছ্বসিয়া সুখে দুখে
হৃদয়ের তীরে
তুমি বেড়াইছ ফিরে।

আজি তুমি কি দেখিছ এই শোভা রাশি রাশি
ওগো মনোবনবাসী !
আমার নিঃশ্বাসবায়
লাগিছে কি তব গায় ?
বাসনার পুষ্প পা'য়
পড়িছে কি আসি ?
উঠিছে কি কলতান
মর্ম্মর গুঞ্জরগান,
তুমি কি করিছ পান
মোর সুধারাশি
ওগো মনোবনবাসী !

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে,
শুধু আছে তাহা প্রাণে।
শুধু এ বক্ষের কাছে
কি জানি কাহারা নাচে,
সর্ব্বদেহ মাতিয়াছে
শব্দহীন গানে !
যৌবন-লাবণ্যধারা
অঙ্গে অঙ্গে পথহারা,
এ আনন্দ তুমি ছাড়া
কেহ নাহি জানে,—
তুমি আছ মোর প্রাণে।

২২শে মাঘ, ১৩০২।

প্রস্তর মূর্ত্তি

হে নির্ব্বাক্ অচঞ্চল পাষাণ-সুন্দরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি কত বর্ষ ধরি'
অনম্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্য্যধ্যানে দিবসযামিনী
তপস্যা-মগনা। সংসারের কোলাহল
তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল,—
জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ অস্তঅভ্যুদয়
তরঙ্গিত চারিদিকে চরাচরময়,
তুমি উদাসিনী! মহাকাল পদতলে
মুগ্ধনেত্রে উর্দ্ধমুখে রাত্রিদিন বলে
"কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে,
কথা কও, মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে!"
তুমি চির বাক্যহীনা, তব মহাবাণী
পাষাণে আবদ্ধ, ওগো সুন্দরী পাষাণী!

২৪শে মাঘ, ১৩০২।

নারীর দান

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
অন্ধ বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল
পুষ্পমালিকা।

কণ্ঠে পরি অশ্রুজল
ভরিল নয়নে ;
বক্ষে লয়ে চুমিনু তার
স্নিগ্ধ বয়নে ।
কহিনু তারে "অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে রমণী
কি ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি !
পুষ্পসম অন্ধ তুমি
অন্ধ বালিকা,
দেখনি নিজে মোহন কি যে
তোমার মালিকা ।"

২৫শে মাঘ, ১৩০২ ।

জীবন দেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম ।

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর শয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব।

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে!
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম
তোমার বিজন বাসে?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে?
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে?

কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি ?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি।

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর ?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর ?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,

জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

২৯শে মাঘ, ১৩০২।

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখিপরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
মধুর আবেশভরে।

তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি',
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন
মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
নবীন মিলনসুখে।

আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নানঅবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বামকরে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠেছে বাজি।

এই নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবি, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদূররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি'
প্রভাতে দিতেছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে।

১লা ফাল্গুন, ১৩০২।

১৪০০ শাল

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শত বর্ষ পরে!
তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
এক দিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলক রাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্ম্মে আসি লাগে,—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন হীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে
তোমাদের শত বর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—

কত কথা, পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শত বর্ষ আগে।
আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন্ করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক্ ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্ম্মরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

২রা ফাল্গুন, ১৩০২।

নীরব তন্ত্রী

"তোমার বীণায় সব তার বাজে,
ওহে বীণ্-কার,
তারি মাঝে কেন নীরব কেবল
একখানি তার?"

"ভব-নদীতীরে হৃদি-মন্দিরে
দেবতা বিরাজে,

পূজা সমাপিয়া এসেছি ফিরিয়া
আপনার কাজে।
বিদায়ের ক্ষণে শুধাল পূজারী,—
দেবীরে কি দিলে ?
তব জনমের শ্রেষ্ঠ কি ধন
ছিল এ নিখিলে ?—
কহিলাম আমি—সঁপিয়া এসেছি
পূজা-উপহার
আমার বীণায় ছিল যে একটি
সুবর্ণ তার ;
যে তারে আমার হৃদয়বনের
যত মধুকর
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধ্বনিয়া তুলিত
গুঞ্জনস্বর,—
যে তারে আমার কোকিল গাহিত
বসন্তগান—
সেইখানি আমি দেবতাচরণে
করিয়াছি দান।
তাই এ বীণায় বাজেনা কেবল
একখানি তার,—
আছে তাহা শুধু মৌন মহৎ
পূজা-উপহার।”

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩০২।

দুরাকাঙ্ক্ষা

কেন নিবে গেল বাতি ?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসররাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

কেন ঝরে গেল ফুল ?
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল।

কেন মরে গেল নদী ?
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে
পাইবারে নিরবধি—
তাই মরে গেল নদী।

কেন ছিঁড়ে গেল তার ?
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝঙ্কার—
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩০২।

প্রৌঢ়

যৌবন নদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
একদিন ছুটেছিনু ; বসন্তপবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া ;—তীর-উপবন
ছেয়েছিল ফুল্লফুলে ;—তরুশাখাপরে
গেয়েছিল পিককুল,—আমি ভাল করে'
দেখি নাই শুনি নাই কিছু,—অনুক্ষণ
দুলেছিনু আলোড়িত তরঙ্গশিখরে
মত্ত সন্তরণে। আজি দিবাঅবসানে
সমাপ্ত করিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটীরে,—
বিচিত্র কল্লোলগীত পশিতেছে কানে,—
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্নসমীরে ;
বিস্মিত নয়ন মেলি হেরি শূন্যপানে
গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে।

৭ই ফাল্গুন, ১৩০২।

ধূলি

অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে ;—সহি' সর্ব্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিক বসনে

হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।
নিজেরে গোপন করি', অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য্য বিকশি তোল বিশ্বের নয়নে ;—
বিস্তারিছ কোমলতা, হে শুষ্ক কঠিনা,
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধান্যে ধনে।
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্ব-চরণ-বিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চল বসনে।
নূতনেরে নির্ব্বিচারে কোলে লহ তুলি,
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩০২।

সিন্ধু পারে

পউষ প্রখর শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লি-মুখর রাতি ;
নিদ্রিত পুরী, নির্জ্জন ঘর, নির্ব্বাণ দীপ-বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে,—
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম,—
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্ম্মে বাজিল স্বর,—
ঘর্ম্ম বহিল ললাট বাহিয়া রোমাঞ্চ কলেবর।
ফেলি আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরল-বসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।

দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি,
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখী।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা,—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরণ, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশান ধূমে।
নড়িল না কিছু আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি শিহরি সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা;
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিখরে নগ্ন শাখা।
নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি',—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতনসম চড়িনু অশ্ব' পরি।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া,—বারেক চাহিনু পিছে,
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান, মনে হল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে।
পথের দুধারে রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধ সারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখ শয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জ্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে।
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে,—
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদ শিখরে প্রহর ঘণ্টা বাজে।

অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই,
অপরূপ এক স্বপ্ন সমান, অর্থ কিছুই নাই।
কি যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগা গোড়া,—
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা,
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলি বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা চেনা মত মনে হয় থেকে থেকে,—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হল মেঘ, মনে হল পাখী, মনে হল কিশলয়,
ভাল করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল?
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে,—
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে ওঠে বুকে।
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে;
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে ঘোড়া চলে যায় ছুটে'।

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্ব্বদিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি,—
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি'।
সাগরে না শুনি জলকলরব না গাহে উষার পাখী,
বহিল না মৃদু প্রভাতপবন বনের গন্ধ মাখি।

অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে,
আঁধার-ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।
ভিতরে খোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ পরে,
কনক শিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির কায়ে পাষাণ মূর্ত্তি চিত্রিত আছে কত,
অপরূপ পাখী, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানা মত।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা,—
তারি তলে মণি-পালঙ্ক পরে অমল শয়ন পাতা।
তারি দুই ধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।
নাহি কোনো লোক, নাহিক প্রহরী, নাহি হেরি দাস দাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যাপরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি' পাশে বসাইল মোরে।
হিম হয়ে এল সর্ব্ব শরীর শিহরি উঠিল প্রাণ ;—
শোণিত প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।
সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণা বেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্প রেণু।
দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল দীপের আলোক রাশি,—
ঘোমটা ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে,—
শুনিয়া চমকি ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলাম যোড়করে,—
"আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে,
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে।"

অমনি রমণী কনক দণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপ ধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্য দূর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাত নারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল।"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্র-চালিতমত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুলদল সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে,—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল—শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোরে করে, তার তপ্ত কোমল কর।
চলি গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র;—পশ্চাতে বাঁধি সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।
শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে লয়ে দীপখানি,—
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার, কারো মুখে নাহি বাণী।
কত না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার।

কি দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব হয়ে যায় মনোভুল,
নানা বরণের আলোক সেথায়, নানা বরণের ফুল।
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত।
মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্ন-রচিত মত।
পাদপীঠপরে চরণ প্রসারি' শয়নে বসিলা বধূ—
আমি কহিলাম—"সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু।"

চারিদিক হতে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুক হাসি।
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।
সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া,—অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে—
"এখানেও তুমি জীবনদেবতা!" কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি,—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি!
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!
অমল কোমল চরণ কমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে';—
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

২০শে ফাল্গুন, ১৩০২।